সত্যের জয় ও আল্লাহর অবাধ্য জাতির করুণ পরিণতি

মুহাম্মদ আব্বাস আলী সরকার

সত্যের জয়
ও
আল্লাহর অবাধ্য জাতির
করুণ কাহিনী

মুহাম্মদ আব্বাস আলী সরকার

মক্কা পাবলিকেশন্স

www.amarboi.org

সত্যের জয় ও আল্লাহর অবাধ্য জাতির করুণ কাহিনী

মুহাম্মদ আব্বাস আলী সরকার

ISBN : 984-300-002341-6

গ্রন্থস্বত্ব : লেখক

প্রকাশক
মুহাম্মদ গোলাম এলাহী যায়েদ
প্রোপ্রাইটর
মক্কা পাবলিকেশন্স
৩৮/৩ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৭১২৫৬৬০

প্রকাশকাল
প্রথম প্রকাশ
ফেব্রুয়ারি, ২০০৯

প্রচ্ছদ : নাসির উদ্দীন

কম্পোজ ও ছাপা
র‍্যাক্স প্রেস এন্ড পাবলিকেশন্স লিঃ
২২৫/১ নিউ এলিফ্যান্ট রোড (৪র্থ তলা)
ঢাকা-১২০৫, ফোন : ৯৬৬৩৭৮২

মূল্য : নব্বই টাকা মাত্র

www.amarboi.org

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

প্রকাশকের কথা

যাবতীয় প্রশংসা সেই বিশ্ব স্রষ্টার প্রতি, যাঁর হাতেই রয়েছে নিখিল বিশ্বের স্থিতি, স্থায়িত্ব, উন্নতি ক্রমবিকাশ। তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমতা দান করেন, যার থেকে ইচ্ছা ছিনিয়ে নেন, যাকে ইচ্ছা সম্মান দান করেন, আর যাকে ইচ্ছা লাঞ্ছিত অপমানিত করেন, যাবতীয় কল্যাণ একমাত্র তাঁরই হাতে। নিশ্চয়ই তিনি সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান। দরূদ সালাম সেই মহামানবের প্রতি যিনি বিশ্বমানবতার জন্য কিয়ামত পর্যন্ত একমাত্র অনুকরণীয় আদর্শ। আর সেই সকল বীর মুজাহিদদেরকে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি যারা যুগে যুগে সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য জীবন উৎসর্গ করে গেছেন।

মহান আল্লাহ তা'আলা অত্যন্ত সুন্দর আকৃতি দিয়ে, জ্ঞান-বুদ্ধিতে সমৃদ্ধ করে খলিফার মর্যাদা দিয়ে আদম (আ)-এর মাধ্যমে এই পৃথিবীতে মানুষকে প্রেরণ করেছেন। আর মানুষের চির শত্রু হিসেবে পাঠিয়েছেন শয়তানকে। আর প্রিয় খলিফা মানুষ যাতে শয়তানের প্ররোচনায় পড়ে পথভ্রষ্ট হয়ে না যায় এজন্য পাঠিয়েছেন যুগে যুগে অসংখ্য নবী-রাসূল। কিন্তু যুগে যুগে বিভিন্ন ব্যক্তি, গোত্র এবং সমাজের পক্ষ থেকে তাঁদের দাওয়াত বাধাগ্রস্ত হয়। আর তাঁদের উপরে চলে বিভিন্ন ধরনের অত্যাচার নির্যাতন। সত্যের আহ্বানকারী নবী-রাসূলগণ এবং তাঁদের অনুসারী ঈমানদাররা সে সকল পরিস্থিতি ধৈর্যের সাথে মোকাবিলা করার ফলে মহান আল্লাহ তা'আলা যুগে যুগে সেসব খোদাদ্রোহীদের মধ্যে বহু ব্যক্তি ও জাতিকে ধ্বংসের অতল গহ্বরে নিমজ্জিত করে চির লাঞ্ছিত ও অপমানিত করেছেন। সেই সকল আল্লাহদ্রোহী কাফেরদের ধ্বংসের করুণ পরিণতিগুলোর কিছু কিছু উল্লিখিত হয়েছে– "সত্যের জয় ও আল্লাহর অবাধ্য জাতির করুণ কাহিনী" নামক আলোচ্য গ্রন্থে। পাশাপাশি এতে ফুটে উঠেছে সত্যের অনুসারীদের চূড়ান্ত বিজয় গাঁথা

আশা করি পাঠকবর্গ এই গ্রন্থ অধ্যয়নের মাধ্যমে নবী-রাসূলগণের সাথে খোদাদ্রোহী শক্তির দ্বন্দ্বের ইতিহাস সঠিকভাবে জানতে পারবেন।

www.amarboi.org

অভিমত

জনাব মুহাম্মদ আব্বাস আলী সরকার বগুড়া জেলার একজন অন্যতম প্রধান লেখক। জীবনের উষালগ্ন হতেই তিনি অনুশীলন প্রিয় একজন কলম সৈনিকরূপে আত্মপ্রকাশ করেন। অনেক পূর্বেই তিনি প্রকাশনা পরিমণ্ডলে উঠে আসতে পারতেন, কিন্তু বিভিন্ন ধরনের সীমাবদ্ধতা তাঁকে বাধাগ্রস্ত করে রাখে। তাঁর রচনা শৈলী পরিশীলিত ও সামাজিক মূল্যবোধ সৃষ্টিতে অনন্য। ইতোপূর্বে মক্কা পাবলিকেশন্স হতে প্রকাশিত তাঁর "বিশ্ব নবীর জীবন আলোকে" গ্রন্থখানির পাণ্ডুলিপি আমার পড়ার সুযোগ হয়েছিল। অতি পড়ন্ত বয়সে উপনীত হয়েও তিনি হাল ছাড়েননি। বরং এবারে ততোধিক যোগ্যতাসহ তিনি উপস্থাপন করেছেন, রচনা সমৃদ্ধ আর একখানা গ্রন্থ। জনাব আব্বাস আলী সরকার "সত্যের জয় ও আল্লাহর অবাধ্য জাতির করুণ কাহিনী" শীর্ষক গ্রন্থখানিতে সরওয়ারে দো'জাহান সাইয়িদুল মুরসালিন খাতামুন নাবিঈন, হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সংক্ষিপ্ত জীবন বৃত্তান্তসহ, কয়েকজন বরেণ্য ও শাহাদাত ধন্য সাহাবীর আলোকিত জীবন আলেখ্য, আযাযিল ও আদম সৃষ্টি ও ফেরাউনের পরিণতি এবং সেই সঙ্গে দূর অতীতের খোদাদ্রোহী নারকীয় তাণ্ডব সৃষ্টিকারী, তথাকথিত মানবগোষ্ঠীর হেদায়েত মানসে এবং অবিচল গোমরাহদের হঠকারিতা রুখে দাঁড়ানোর জন্য যেসব মহান নবী-রাসূল যুগে যুগে আবির্ভূত হন, তাদের মহাসংগ্রামের কতিপয় সংক্ষিপ্ত ঘটনাবলী জনাব সরকার অল্পকথায় এমন সব সারবত্তা উল্লেখ করেছেন যা বাস্তবিকই বিরল বটে।

তাঁর রচিত গ্রন্থখানির ভাষার অলঙ্কারিক ঝঙ্কার অপেক্ষা তার গভীরতা ও হৃদয়গ্রাহিতা বেশ উচ্চমানের। লেখকের শব্দচয়নও প্রশংসনীয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে একটি বাক্যই যেন অসংখ্য কথার স্থলাভিষিক্ত হয়েছে। যেমন তিনি একস্থানে লিখেছেন "মহাবিচার দিবসে যাঁর আসন হবে মাকামে মাহমুদ এবং যাঁর রওজা শরীফ ভূলোকের জান্নাত।"

গ্রন্থকারের পাণ্ডুলিপিখানা আরও সযত্নে পড়তে পারলে ভালোভাবে আত্মস্থ করা যেতো। তাড়াহুড়ো করে যতোটা অবগত হওয়া গেছে তাতে সহজেই অনুমেয় যে, গ্রন্থখানি প্রকাশিত হলে সর্বস্তরের পাঠকগণ বিশেষভাবে উপকৃত হতে পারবেন। আমি এ ধর্মীয় মূল্যবোধ সমৃদ্ধ গ্রন্থখানির বহুল প্রচার কামনা করি।

আল্লাহ্ হাফেয

আহকার মুহাম্মদ রোস্তম আলী

সাবেক অধ্যক্ষ

শেরপুর ডিগ্রী কলেজ, বগুড়া।

www.amarboi.org

অভিমত

মুহতারাম, আব্বাস আলী সরকার লিখিত, 'সত্যের জয় ও আল্লাহর অবাধ্য জাতির করুণ কাহিনী' নামক বইখানার পাণ্ডুলিপি আমি আদ্যোপান্ত পাঠ করেছি। এতে আমার ধারণা জন্মেছে যে, তিনি এমন কতিপয় ধর্মীয় সাহিত্যের উপাদান বেছে নিয়েছেন যা প্রথম দৃষ্টিতেই পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করবে বলে আমার বিশ্বাস।

ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে বইখানিতে তিনি ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন সত্যের বিজয়, মিথ্যার পরাজয় ও ঈমানের প্রাধান্য ও অহঙ্কারের পতন। তাঁর সপ্তদশ লহরী হার গাঁথা সফল হোক, সুন্দর হোক।

পরিশেষে আমি লেখকের সাহিত্যকর্মের উত্তরোত্তর উৎকর্ষ সাধন ও বইখানার বহুল প্রচার কামনা করে শেষ করছি।

মোঃ মফিজ উদ্দিন সরকার
বি,এ,বি-এড
প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক
চান্দাইকোনা বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়
সিরাজগঞ্জ।

www.amarboi.org

দু'টি কথা

মহান আল্লাহ তা'আলার দরবারে শুকরিয়ার মস্তক অবনত করছি, যিনি আমাদেরকে সত্য পথের অনুসারী করেছেন। রাসূল (সা)-এর উপর দরূদ ও সালাম প্রেরণ করছি, যিনি দুনিয়ার বুকে সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করা ও টিকিয়ে রাখার জন্য আমৃত্যু সংগ্রাম করে গেছেন।

সত্য ও মিথ্যার দ্বন্দ্ব চিরন্তন, আর এতে চূড়ান্ত বিজয় সত্যের অনুসারীরাই অর্জন করেছে এবং ভবিষ্যতেও করবে।

এই গ্রন্থে সত্য মিথ্যার দ্বন্দ্ব সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। এই দ্বন্দ্বে সত্য চিরভাস্বর হয়ে আছে। অসত্য, বাতিলের দল চিরতরে নিমজ্জিত হয়েছে জাহান্নামের অতল গহ্বরে।

মানুষকে হুঁশিয়ার করার জন্যই নবী রাসূলগণ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে যুগে যুগে আগমন করেছিলেন। তাঁরা প্রচার করেছেন, আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোনো মা'বুদ নেই। মানুষ এই সত্য সত্তাকে ভুলে বিপথগামী হয়ে পড়ে। যারা স্রষ্টাকে চিনতে পেরেছে, তারাই সফল হয়েছে এবং হবে ইহকাল ও পরকালে।

আমার এই গ্রন্থে যদি কোনো ভুল-ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়ে থাকে, তবে সেসব ব্যর্থতা আমার কাঁধে নিয়ে সুপ্রিয় পাঠকদের নিকট বিনীত আরয, আমার ভুলত্রুটিগুলো ধরিয়ে দিয়ে কৃতজ্ঞ করবেন।

বিনীত
মুহাম্মদ আব্বাস আলী সরকার
বগুড়া
০১/০১/২০০৬

www.amarboi.org

উৎসর্গ

ইসলাম প্রচারে যাঁরা
আত্মত্যাগ করেছেন–
তাঁদের স্মরণে

www.amarboi.org

সূচিপত্র

১. আমাদের প্রিয় নবী (সা) ৯
২. বিশ্ব স্রষ্টার মহান দূত ১৮
৩. নবী (সা) কেন মুটে হলেন ২৩
৪. হস্তীর মালিকগণের পরিণতি ২৮
৫. যাঁরা শহীদ তাঁরা মৃত্যুহীন ৩০
৬. আযাযিল ও মানব (আদম) সৃষ্টি ৩৯
৭. ফেরাউনের পরিণাম ৪৫
৮. হযরত শোয়ায়েব (আ) ও মাদইয়ান কাওম ৫৬
৯. হযরত ইউনুস (আ) ও তাঁর সম্প্রদায় ৫৯
১০. হযরত লূত (আ) ও তাঁর কাওম ৬৩
১১. নাস্তিকের পরিণাম ৬৬
১২. হযরত ইব্রাহীম (আ) ও তাঁর বিবিগণের পরিচিতি ৮০
১৩. এলো সেই কোরবানী ৮৪
১৪. হযরত সালেহ (আ) ও কাওমে সামূদ ৯০
১৫. বেহেস্তের দুয়ারে আজরাঈল (আ) ৯৩
১৬. হযরত হূদ (আ) ও আদ জাতি ৯৭
১৭. হযরত নূহ (আ) ও তাঁর কাওম ৯৯

www.amarboi.org

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

আমাদের প্রিয় নবী (সা)

ঊষার আলোর আগমনে, পাখির গুঞ্জরনে সারা বিশ্বে পড়ে যায় জাগরণের সাড়া। কি সুন্দর ঊষার আলো! নৈশ নিদ্রা ভেঙ্গে মানুষ জেগে উঠে নবোদ্যমে, নব প্রেরণায়।

এমনি এক সোবহে সাদেকের পরম মুহূর্তের সুপ্রভাতে ৫৭০ খিস্টাব্দের ১২ই রবিউল আউয়াল সোমবার বিশ্ব মানবের রহমতস্বরূপ হযরত মুহাম্মদ (সা) পুণ্য ভূমি মক্কায় কোরাইশ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। 'শিশু নবী ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর দাদা আব্দুল মুত্তালিব খুশি হয়ে তাঁর নাম রাখলেন 'মুহাম্মাদ' অর্থাৎ (পরম) প্রশংসিত। পরবর্তী জীবনে সত্যই তিনি আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক (পরম) প্রশংসিত নামে খ্যাত ছিলেন। তাঁর আর একটি আসমানী নাম ছিল 'আহমাদ' অর্থাৎ (চরম) প্রশংসাকারী। এই নামটি ইঞ্জিল কিতাবে তাঁর ভবিষ্যদ্বাণীর নাম। তিনি ছিলেন আল্লাহ তা'আলার (চরম) প্রশংসাকারী। মা আমিনা স্নেহ ভরে পুত্রকে আহমাদ বলে ডাকতেন। কুরআন শরীফে মুহাম্মদ ও আহমাদ উভয় নামই উল্লিখিত আছে। কথিত আছে যে, 'শিশু নবী' ভূমিষ্ঠ হওয়ার সময় মা একাকিনী ছিলেন। কিন্তু দৃশ্য ছিল অপরূপ, আলোকে পুলকে মা আমিনার ঘর ছিল উদ্ভাসিত। তাঁর পর্ণ-কুটির ছিল স্বর্গীয় আলোকে ভরপুর। তাঁকে পান করতে দিয়েছিল জিব্রাঈল (আ) কর্তৃক আনিত হাউজে কাউসারের সুমিষ্ট পানি। মা আমিনাকে সেবা করার জন্য এবং আশ্বস্তি দিতে আল্লাহর আদেশে বেহেস্ত থেকে বিবি মরিয়ম ও বিবি আছিয়া বহু হুরসহ আগমন করেন। কিন্তু, মা আমিনা মনে করেছিলেন যে, আমার ফুফুরা আমাকে সাহায্য করতে এসেছেন। বেহেশ্‌তী পানি দিয়ে 'শিশু-নবী'কে একজন সুপুরুষ গোসল দিয়েছিলেন।

আসমানের তারার সঙ্গে 'শিশু-নবী' কথা বলতেন, হাসতেন, কাঁদতেন।

www.amarboi.org

কতো সময় তারকা এতো নিকটে আসতো যে, মনে হয় যেন তা হাত দিয়ে স্পর্শ করতে পারতেন।

মুহাম্মদ (সা)-এর আগমনে শয়তান ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে এবং শয়তান অধঃমুখি হয়ে কাঁদতে থাকে। তার বিদায়ের ঘণ্টা বেজে উঠে মক্কা ও মদীনার বুকে। মা আমিনা বলেন, "যে সময় ফেরেশতাগণ বেহেশ্‌ত থেকে 'আবে-রহমত' নিয়ে আসছিলেন– সে সময় কাবাঘর দুলতে লাগল এবং তার মধ্যকার মূর্তিগুলি সেজদায় পড়ল। সাফা ও মারওয়া পাহাড়দ্বয় কাঁপতে কাঁপতে দুলছিল।" মা আমিনার ঘরের উপর এক খণ্ড আলোময় মেঘ ছায়া করে থাকে। কথিত আছে যে সময় 'শিশু-নবী' জন্মগ্রহণ করেছিলেন, সে সময় সারা বিশ্বের সব মূর্তি আপনাআপনি ভেঙ্গে পড়েছিল এবং পারস্যের বাদশা নওশের ওয়াঁর রাজ প্রাসাদের বারটি গম্বুজ ভেঙ্গে ধূলিসাৎ হয়ে গিয়েছিল। দাদা আব্দুল মুত্তালিব বলেন, "সে সময় আসমান ও জমিন থেকে আওয়াজ আসছিল, হে বিশ্ববাসী আল্লাহর বন্ধু ও শ্রেষ্ঠ নবী মুহাম্মদ (সা) যে ঘরে রয়েছেন, ধন্য সে ঘর।"

দাদা আব্দুল মুত্তালিব এই সমস্ত অলৌকিক ঘটনাবলী শ্রবণ করে আনন্দে আত্মতৃপ্তি ও গর্বানুভব করতেন। পিতা আব্দুল্লাহ্ তাঁর জন্মের ছয় মাস পূর্বে সিরিয়া থেকে ব্যবসা শেষে মক্কা ফেরার পথে মদীনায় ইন্তেকাল করেন। পিতার স্নেহ-মমতা থেকে তিনি ছিলেন চিরবঞ্চিত। যে শিশু ভবিষ্যতে হবেন সারা বিশ্বের মহামানব, সেই শিশুর লালন-পালনের দায়িত্ব দাদা আব্দুল মুত্তালিব গ্রহণ করেন। অভিজাত আরব পরিবারের প্রথা মোতাবেক নবজাত শিশুর জন্মের দু'সপ্তাহের মধ্যে লালন পালনের ভার ধাত্রী মাতার উপর অর্পণ করতে হতো।

একদা ঘুমন্ত অবস্থায় বিবি হালিমা স্বপ্নে দেখলেন যে, "একজন ফেরেশ্‌তা তাকে মক্কা শহরে চলে যেতে বলছেন এবং তিনি আরও বলছেন এতে তোমার রুজি বাড়বে এবং দুধও বাড়বে।" ঘুম ভেঙ্গে গেল। বিবি হালিমা প্রস্তুতি নিয়ে মক্কা শহরের দিকে রওনা হলেন। বিবি হালিমার গাধা ছিল অত্যন্ত দুর্বল। তিনি ধীরে ধীরে চলতে লাগলেন। পথে চলতে চলতে এক

www.amarboi.org

আওয়াজ শুনলেন, "হে হালিমা! ধন্য তুমি!" তারপর তিনি পথে চলতে নূর চমকাচ্ছে এমন একজন লোকের সাক্ষাৎ পেলেন, তিনি তাকে বললেন, "হে হালিমা! তুমি ইহ-পরকালীন সৌভাগ্য লাভ করেছ। আল্লাহ তা'আলা যে কোরাইশ দুলালটির দুধ পানের ব্যাপারে তোমাকেই ভাগ্যবতী করেছেন।"

তারপর তিনি মক্কায় পৌছেন, ইয়াতিম শিশুটির প্রতি তাঁর কেমন যেন মায়া হলো। তিনি ইয়াতিম ছেলেটিকে গ্রহণ করলেন। শিশু মুহাম্মদ (সা)-কে কোলে তুলে নিলে তিনি তাঁর দিকে চেয়ে মুচকি হাসলেন, তিনি তাঁকে দুধ পান করবার জন্য তাঁর ডান স্তন তাঁর পবিত্র মুখে দিলেন। তিনি দুধ পান করলেন। তারপর তিনি তাঁর বাম স্তন তাঁর মুখে তুলে দিলেন কিন্তু, তিনি দুধ পান করলেন না। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত বিবি হালিমা (রা)-এর অপর স্তনটি এ জন্যে তিনি পান করেননি, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে ইল্হাম মারফৎ জানিয়ে দিয়েছিলেন বিবি হালিমার (রা) আর একটি দুগ্ধ পোষ্য ছেলে আছে। তার জন্যে বাম স্তনটি সংরক্ষিত রাখার জন্য।

শিশু মুহাম্মদ (সা)-এর কাছে অন্তর্বাণী বা ইল্হাম এসেছিল এবং তা তিনি অনুভব করতেন, আর এতে প্রমাণ হয় যে, এই অসাধারণ শিশুটি 'জন্মগতভাবে নবী' হয়েই পৃথিবীতে আগমন করেছিলেন। পরে তিনি দুনিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ নবী হিসেবে আবির্ভূত হন। যা হোক, আরবের শিশু পালন প্রথানুযায়ী বিশ্ব দুলাল শিশু মুহাম্মদ (সা)-কে দুধ পান করানোর জন্য বনী সা'দ বংশীয় ধাত্রী বিবি হালিমাকে নিযুক্ত করা হয়। দরিদ্র হালিমা কোলে তুলে নিলেন এক পর্ণ কুটিরের এক পরশ মণি। তিনি ধন্য হলেন বিশ্ব-নবীর ধাত্রী মাতারূপে।

বনী সা'দের অনেক মহিলা এসেছিলেন দুগ্ধপোষ্য শিশুকে নেয়ার জন্য এবং সবাই শিশুকে নিয়ে বাড়ির দিকে যাত্রা করলেন। মা হালিমা ও আমিনার (রা) কোল থেকে শিশু মুহাম্মদ (সা)-কে নিয়ে তাঁর গাধার পিঠে চড়ে বসলো। তারপর গাধাটি মক্কা শরীফের দিকে ফিরে তিনবার সেজদা করলো তারপর আসমানের দিকে মাথা তুললো। তারপর নিজের শরীরকে এক ঝাড়া মেরে বায়ু বেগে ছুটে চললো। (কাসাসুল আম্বিয়া)।

www.amarboi.org

মা হালিমা যখন বাড়ি এসে পৌঁছলেন, তখন থেকে শিশু নবীর (সা) বরকতে তাঁর সংসারের উন্নতি হতে লাগলো। তাঁর ছাগ, মেষ মোটা তাজা হয়ে বেশি করে বাচ্চা ও দুধ দিতে লাগলো।

মুক্ত আবহাওয়ার মধ্যে শিশু মুহাম্মদ (সা) বেড়ে উঠতে লাগলেন। পরবর্তীকালে তিনি সগর্বে বলতেন, "নিশ্চয় আমি তোমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা পরিপূর্ণ মানুষ। আমি কুরাইশ বংশোদ্ভূত হলেও বনী সা'দের ভাষাই আমার মাতৃভাষা।" কেননা বিশুদ্ধ আরবী ভাষায় বনী সা'দের লোকেরা কথা বলতো।

হযরত হালিমা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, যে বছর মুহাম্মদ (সা) জন্মগ্রহণ করেছিলেন, সে বছর আরব দেশে দুর্ভিক্ষ ছিল।

'শিশু-নবী' মুহাম্মদ (সা)-এর প্রথম বাক্য ছিল, "আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আলহামদু লিল্লাহে রব্বিল আলামীন"। হযরত হালিমার গৃহে অবস্থান কালে দু'বছর বয়সে 'শিশু-নবী'র 'সিনা-সাক' করা হয়, তাঁর অন্তঃকরণ অভিশপ্ত শয়তানের কু-প্রভাব মুক্ত রাখার জন্য।

৫ বছর বয়সে বালক নবী মাতার ক্রোড়ে প্রত্যাবর্তন করেন। কয়েকদিন পর হযরত আমিনা পিতৃকুলের আত্মীয়স্বজনের সাথে সাক্ষাৎ করার এবং স্বামীর কবর যেয়ারত করার জন্য মদীনায় যান এবং কয়েক মাস ভাইয়ের বাড়িতে অবস্থান করেন। তারপর মক্কায় ফেরার পথে মা আমিনা 'আবওয়াহ' নামক স্থানে অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং ইন্তেকাল করেন। (ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)

পিতা নাই, মাতা ছাড়া বালক মুহাম্মদ (সা)-এর জগৎ অন্ধকার'। জগতে মা ছাড়া যাঁর আর কেউ নেই বললেই চলে, সে স্নেহচ্ছায়াও বিদায় নিলেন। একি বিপদ! না মুক্তি? মরুভূমির পথে বালক মুহাম্মদ (সা) সীমাহীন আকাশের নিচে আম্মা আম্মা বলে কাঁদছেন। তাঁর ক্রন্দনে আসমান জমিনে বুঝি কেয়ামতের ভয়াল আঁধার নেমে এলো। একি পরম করুণাময়ের ভালোবাসার চরম পরীক্ষা। কথিত আছে, আযেমন নাম্মী এক দাসী ও জনৈক ভৃত্যের সঙ্গে বালক মুহাম্মদ (সা) মক্কায় ফিরে আসেন। দাদা আব্দুল

www.amarboi.org

মুত্তালিব বালক মুহাম্মদ (সা)-কে বুকে জড়িয়ে ধরে খুব কাঁদলেন এবং তাঁর প্রতিপালনের ভার নিজেই গ্রহণ করলেন। কিন্তু, দুঃখের নিশি এখানেই শেষ হলো না। অল্প কিছুদিন পর দাদা আব্দুল মুত্তালিব অসুস্থ হয়ে পড়লে তিনি তার পুত্র আবু তালিবকে ডেকে বললেন "আমি এখন মৃত্যু পথের যাত্রী। তুমি আব্দুল্লাহর পুত্রকে লালন পালন করো"। আবু তালেব বললেন "সে আমার ছেলের সমতুল্য। আপনার কথা আমি অক্ষরে অক্ষরে পালন করবো। কিছুক্ষণ পর আব্দুল মুত্তালিব ইহজগৎ ত্যাগ করলেন।

চাচা আবু তালিবের আর্থিক অবস্থা স্বচ্ছল না থাকায় বালক মুহাম্মদ (সা) কঠোর পরিশ্রম করে পাহাড়ের পাদদেশে, পর্বত উপত্যকায় উট, ছাগল ও মেষ চরায়ে চাচা আবু তালিবকে সংসার পরিচালনায় সহযোগিতা করতেন।

মাত্র বার বছর বয়সে চাচার সঙ্গে বাণিজ্য উপলক্ষ্যে তিনি সিরিয়া গমন করেন। পথিমধ্যে বুসরা নামক স্থানে বুহাইরা রাহিব নামক একজন খ্রিস্টান ধর্মযাজক মুহাম্মদ (সা)-কে প্রতিশ্রুত শেষ নবী বলে চিনতে পারেন। 'হরব আল ফুজ্জার' নামক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে তাঁর কোমল হৃদয় কেঁদে উঠে। যুদ্ধের এ বিভীষিকা এবং অন্যায় অত্যাচার থেকে মানুষদের রক্ষা করার জন্য সমবয়সী যুবকদের নিয়ে মাত্র বিশ বছর বয়সে তিনি 'হিলফুল ফুযুল' নামে একটি শান্তি সংঘ গঠন করেন।

হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর সততা, সরলতা, বিশ্বস্ততা ও অনুপম চরিত্রের মাধুর্যে মক্কা তথা সমগ্র আরবের মধ্যে 'আল-আমিন' 'মুহাম্মদ আমিন' নামে তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। 'হাজরে আসওয়াদ' স্থাপনের সময় ভয়াবহ রক্তপাতের নিকটবর্তী বিষয়টি মুহাম্মদ আমিনের হস্তক্ষেপের ফলে শান্তিপূর্ণভাবে মীমাংসিত হয়। ফলে তাঁর সুনাম সুখ্যাতি চারদিকে আরো ছড়িয়ে পড়ে। পাশাপাশি চাচার সাথে সফলভাবে ব্যবসা পরিচালনা করায় তাঁর ব্যবসায়িক সুনামও চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। চাচা আবু তালিবের অনুমতিক্রমে মক্কার তৎকালীন ধনাঢ্য ব্যবসায়ী বিবি খাদিজার ব্যবসা পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এ সময় বিবি খাদিজা বৈধব্য জীবন যাপন করছিলেন। বিবি খাদিজা আরবের একজন প্রসিদ্ধ ধনী ব্যবসায়ী এবং বিদুষী

www.amarboi.org

রমণী ছিলেন। যুবক মুহাম্মদ (সা) দায়িত্ব গ্রহণ করবার পর থেকে বিবি খাদিজা তাঁর প্রতিটি কর্মে ও ব্যবহারে তাঁর প্রতি মুগ্ধ হয়ে পড়েন। ক্রমশ তাঁর প্রতি তিনি অনুরক্তা হয়ে নিজেই তার বিবাহ প্রস্তাব পেশ করেন। তৎপর, মাত্র ২৫ বছর বয়সে যুবক মুহাম্মদ (সা) ৪০ বছর বয়স্কা বিবি খাদিজার সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। কিন্তু, সংসারের প্রতি তাঁর কোনো মায়া ছিল না। মানুষের মুক্তির জন্য তিনি হেরা গুহায় কঠোর সাধনায় আত্মনিয়োগ করেন। এ সময় তাঁর তৃতীয় বার 'বক্ষবিদারণ' করা হয়। ওহী নাযিল হওয়ার পূর্বে তাঁকে মানসিক দিক দিয়ে সক্ষম করাই ছিল এর কারণ। হেরা গুহায় কঠোর সাধনার পর, ৪০ বছর বয়ঃক্রমকালে ৬১০ খ্রিস্টাব্দে পবিত্র ২৭ রমজান হযরত জিব্রাঈল (আ)-এর মুখ থেকে স্বর্গীয় বাণী লাভ করলেন। প্রথম ওহীর বাণী ছিল, "ইকরা বিস্‌মি রাব্বিকাল্‌লাজি খালাক" অর্থাৎ পড়ুন, আপনার সৃষ্টিকর্তার নামে। এই পুণ্যময় রজনীতে প্রথম কুরআন নাযিল হয়। হযরত জিব্রাঈল (আ)-এর জ্যোতির্ময় আলো ও গুরুগম্ভীর আওয়াজে হযরত (সা) ভীত হয়ে পড়লেন। বাড়ি ফিরে তাঁর প্রাণপ্রিয় সহধর্মিণী বিবি খাদিজাকে তিনি সব বললেন– বিবি খাদিজা তখন হযরত (সা)-কে সাহস ও অভয় দান করলেন। ইঞ্জিল কিতাবের বিজ্ঞ পণ্ডিত ওয়ারাকা বিন নওফেলের আশার বাণী– "অচিরেই তিনি নবী হবেন"।

ঐশী বাণী লাভের পর তিনি ধর্ম প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি মূর্তি পূজার বিরুদ্ধে একেশ্বরবাদের ডাক দিলেন। নির্ভীক কণ্ঠে তৌহিদের বাণী প্রচার করলেন– "লা-ইলাহা-ইল্লাল্লাহ্"। এক আল্লাহ্ ব্যতীত নেই কোনো উপাস্য।

এই চিরন্তন সত্যের উপর প্রথম ঈমান আনলেন তাঁর প্রিয়তমা সহধর্মিণী হযরত খাদিজা (রা)। তৎপর দশ বছরের বালক হযরত আলী (রা)। তৎপর বয়স্কদের মধ্যে হযরত আবু বকর (রা), হযরত বেলাল, হযরত ওসমান, হযরত আব্দুর রহমান, পালিত পুত্র যায়েদ বিন হারেস, হযরত সাদ, হযরত যুবায়ের, হযরত তালহা, হযরত যোবায়ের ও সুমাইয়া (রা)। ঈমান গ্রহণের পর তাঁরা ছিলেন ঈমানের দাবিতে অটল ও নির্বিকার।

www.amarboi.org

কুরাইশ সর্দারগণ অর্থ, নেতৃত্ব এবং সুন্দরী রমণী দ্বারা তাঁকে প্রলুব্ধ করতে চেষ্টা করলেন। যার উত্তরে রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর চাচাকে দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে ঘোষণা দিলেন, "হে চাচাজান, ওরা যদি আমার দক্ষিণ হস্তে সূর্য এবং বাম হস্তে চন্দ্র এনে দেয় তাহলেও আমি সত্যের প্রচার ও নিজের কর্তব্য হতে এক মুহূর্তের জন্যও বিরত হবো না"।

এই দৃঢ়তা ঘোষণার পর পরই কুরাইশগণ রাসূল (সা) এবং তাঁর অনুসারীদের উপর অমানুষিক নির্যাতন শুরু করে। নব দীক্ষিত মুসলমানগণ বাধ্য হয়ে দেশ ত্যাগ করে আবিসিনিয়ায় আশ্রয় গ্রহণ করেন। শত অত্যাচার সত্ত্বেও ঐশী বাণীর আহ্বানে তাঁর চাচা মহাবীর আমীর হামজা ইসলাম গ্রহণ করেন। তারপর কোমল-কঠিন হৃদয় মানব হযরত উমর (রা) ইসলাম গ্রহণ করলেন। হযরত উমর ইসলাম গ্রহণের ফলে প্রকাশ্যে ইসলাম প্রচার শুরু হয়। ক্রুদ্ধ হয়ে পৌত্তলিক নেতৃবৃন্দ হাশিম ও মুত্তালিব গোত্রদ্বয়কে সমাজচ্যুত করে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) পরিবার পরিজনসহ নবদীক্ষিত মুসলমানদেরকে নিয়ে 'আবু তালিবের উপত্যকায় নির্বাসিত জীবন যাপন করতে থাকেন। দীর্ঘ দুই বৎসর অবর্ণনীয় দুঃখ কষ্টের মধ্যে তাঁদের জীবন যাপনের পর মক্কার কয়েকজন প্রভাবশালী হৃদয়বান নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির হস্তক্ষেপে সমাজচ্যুতরা বাড়িতে ফিরে আসেন।

৬১৯ খ্রিস্টাব্দে হযরতের (সা) জীবন সঙ্গিনী বিবি খাদিজা ও চাচা আবু তালেব ইন্তেকাল করেন। এই দু'জন পরামর্শদাতা, সাহস ও উৎসাহদাতাকে হারিয়ে সত্যই রাসূলুল্লাহ্ (সা) শোকাভিভূত হয়ে পড়েন এবং এই বৎসরকে আ'মুল হুযন' বা 'শোকের বছর' বলে ঘোষণা করেন। তার পর কুরাইশদের অত্যাচারের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য পালিত পুত্র যায়েদকে সঙ্গে করে তায়েফে তৌহিদের বাণী প্রচারের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। তায়েফের মূর্তি পূজক পাষাণ হৃদয় মানুষগুলো পাথর নিক্ষেপ করে রক্তে রঞ্জিত করে তাঁকে তায়েফ থেকে বিতাড়িত করে।

দুঃখ বেদনা ভারাক্রান্ত নবী (সা) সকল আশ্রয়দাতার দাতা মহান আল্লাহ্র আশ্রয়ের মুখাপেক্ষি হয়ে রইলেন। শব-ই-মিরাজের রাত্রে চতুর্থবার তাঁর

www.amarboi.org

বক্ষ-বিদারণ করা হয়। যার মূল উদ্দেশ্য ছিল তাঁর পবিত্র বুক পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা যাতে আল্লাহ্ তা'আলার পরম জ্যোতিমণ্ডল অতিক্রম করতে তাঁর বাধার সৃষ্টি না হয়।

মহান আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর শোকাভিভূত প্রিয় হাবিবকে দীদার লাভের জন্য ডেকে নিলেন আরশে আযীমে, যা মিরাজ গমন নামে অভিহিত। বিশ্ব স্রষ্টার প্রত্যক্ষ দীদার লাভে ধন্য হয়ে মক্কায় ফিরে আসেন নবী (সা)। উক্ত মহারজনীকে শব-ই-মিরাজ বলা হয়। আর তা সংঘটিত হয় রজব মাসের ২৭ তারিখ রজনীকালে। এই মিরাজ গমনের মধ্যে রাসূলুল্লাহ্ (সা) দু'টি সনদ লাভ করেন। একটি আল্লাহ্র প্রতি সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণের জন্য পাঁচ ওয়াক্ত নামায। দ্বিতীয় রমজান মাসে এক মাস রোযা ব্রত পালন করে আল্লাহ্র আদেশের প্রতি পরম ধৈর্যের পরিচয় প্রদান করা।

বহু নবী কাফেরদের হাতে শহীদ হয়েছেন। হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কেও হত্যা করবার জন্য কাফেরগণ ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। দারুন নদওয়ার সিদ্ধান্তের আলোকে কুরাইশদের বিভিন্ন গোত্রের কতিপয় সশস্ত্র যুবক একদা রাত্রিকালে তাঁর বাস-গৃহ আক্রমণ করে বসে। কিন্তু পরম আশ্রয় দাতার প্রত্যাদেশ পেয়ে শত্রুর চোখে ধূলি দিয়ে হযরত আলীকে স্বীয় শয্যায় শায়িত রেখে প্রিয় সহচর হযরত আবু বকর (রা)-কে সঙ্গে নিয়ে ইয়াসরিবের পথে (বর্তমান মদীনা) যাত্রা করেন। আর এই দেশ ত্যাগ বা হিজরতই ঐতিহাসিক মদীনা হিজরত নামে ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছে।

মদীনায় অবস্থান কালে কাফেরদের সঙ্গে বদর, ওহদ ও খন্দকসহ বিভিন্ন যুদ্ধে তাঁকে লিপ্ত হতে হয়। এই সকল যুদ্ধে নিরস্ত্র সাহাবীদেরকে সাথে নিয়ে আল্লাহ্র উপর ভরসা এবং ঈমানের বলে বলীয়ান হয়ে কাফেরদের সাথে মোকাবিলা করে বিজয় লাভ করেন। বহু বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করে হুদায়বিয়ার সন্ধি ভঙ্গের পর মক্কা বিজয়ের মাধ্যমে ইসলামের বিজয় সূচিত হয়। মক্কা বিজয়ের পর দলে দলে মানুষ ইসলাম গ্রহণ করতে থাকে।

৬৩২ খ্রিস্টাব্দে হযরত রাসূলে করীম (সা) অগণিত সাহাবীকে সঙ্গে নিয়ে তাঁর জীবনের শেষ হজ্জ পালন করেন। আর একেই 'হুজ্জাতুল বিদা' বা

www.amarboi.org

বিদায় হজ্জ বলা হয়। হজ্জ ব্রত পালন শেষে তিনি জাবালে রহমতের পাদদেশে দাঁড়িয়ে এক ঐতিহাসিক ভাষণ দান করেন। যাকেই ঐতিহাসিক বিদায় হজ্জের ভাষণ বলা হয়ে থাকে। হজ্জ সমাপনান্তে হযরত (সা) মদীনায় প্রত্যাবর্তন করেন। হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর কৃতিত্বে বিশ্ব সৃষ্টি সার্থক হবে, সার্থক হবে মানব সৃষ্টি। হয়েছেও তাই।

রাসূল পাক (সা) ব্যতীত অন্য কোনো নবী রাসূলের জন্ম মুহূর্তে কোনো অলৌকিক ঘটনাবলী সংঘটিত হয় নাই। আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁর প্রিয়তম হাবীবের মধ্যে কত বড় মহব্বত ছিল তার প্রমাণ "লা-ইলাহা-ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্"। কি সুন্দর সংরক্ষিত আল্লাহ্র নামের সঙ্গে তাঁর প্রিয় হাবীবের নাম সংযুক্তি! রাসূল মুহাম্মদ (সা) আমাদের পরম শ্রদ্ধাশীল, পরম প্রিয় এবং সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য একমাত্র অনুকরণীয় আদর্শ। আর তাইতো মহান আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন– "নিশ্চয়ই মুহাম্মদ (সা)-এর জীবনেই রয়েছে তোমাদের জন্য একমাত্র আদর্শ"। (সূরা আহযাব-২১)

এই বিশ্ব বরেণ্য মহামানব, আল্লাহ্ তা'আলার প্রিয় হাবীব, খাতামুন্নাবীঈন, সাইয়েদুল মুরসালীন, বিশ্ব মানবতার মুক্তির দূত ১১ হিজরীর ১২ রবিউল আউয়াল সোমবার এ জগৎ ত্যাগ করে তাঁর মহান আল্লাহ্ তা'আলার সান্নিধ্যে পৌঁছে যান। (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)।

বিশ্ব মুসলিমের মুকুট মণি, বিশ্ব মানবের পথ প্রদর্শক হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর প্রতি আমাদের দরূদ ও সালাম–সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

www.amarboi.org

বিশ্ব স্রষ্টার মহান দূত

যিনি ছিলেন বিশ্ব মানবের আলোর দিশারী, যিনি ছিলেন মানব জাতির ত্রাণকর্তা, যিনি ছিলেন একেশ্বরবাদের প্রতিষ্ঠাতা, যাঁর সুধাকণ্ঠে ছিল অমিয় ধারা, যিনি ছিলেন মানবজাতির প্রদীপ্ত প্রদীপ, যিনি ছিলেন মহান চরিত্রের অধিকারী, যার আগমনের বার্তা স্বর্গীয় কিতাব তৌরাত, জবুর ও ইঞ্জিলে বর্ণিত আছে। যিনি ছিলেন বিশ্বস্ততায় সকলের প্রিয়, বিশ্বস্ততা ও সত্যবাদিতায় যিনি ছিলেন 'আল-আমিন'। মনুষ্য জাতির যিনি ছিলেন সত্য পথ প্রদর্শক, যিনি স্রষ্টা ও মানুষের মধ্যে সেতু বন্ধন স্থাপন করেছেন, যিনি ছিলেন সাম্য, মৈত্রী ও সৌভ্রাতৃত্বের সংস্থাপক; যাঁর দয়া মায়া ছিল সর্বস্তরের প্রাণীর জন্য, যিনি ছিলেন আল্লাহ্ প্রেরিত দূতদের মধ্যে সফলতায় সর্বশ্রেষ্ঠ। যাঁকে আল্লাহ্ তা'আলা সুস্পষ্ট বিজয়ের শুভ সংবাদ প্রদান করেছেন। ধৈর্য ছিল যাঁর ঈমানের দৃঢ়তা, ক্ষমা ছিল যাঁর বিজয়ের আর একটি তরবারী। জ্ঞানে ছিলেন যিনি বিশ্ব গুরু, যাঁর পবিত্র দেহে মশা ও মাছি পড়া নিষেধ ছিল। যাঁর 'প্রেম উল্লাসে' আল্লাহ্ সৃষ্টি করলেন এই সুন্দর নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডল। যাঁর সর্বোত্তম মোজেযা আল্-কুরআন। যিনি প্রেরিত হয়েছিলেন সমগ্র মানব জাতির রহমতস্বরূপ। যাঁর নবুয়ত ছিল সমগ্র বিশ্ব মানবের জন্য। যাঁর পবিত্র নাম জগদ্ব্যাপিয়া মুখরিত। যিনি আজীবন মূর্তি পূজার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছেন। মহাবিচার দিবসে যাঁর আসন হবে 'মাকামে মাহমুদ'– যাঁর উম্মত হওয়ার জন্য অন্যান্য নবীগণ আল্লাহ্র কাছে দোয়া করেছিলেন। যাঁর রওযা শরীফ ভূলোকের জান্নাত। যিনি বোরাক ও রাফ্ রাফে আসীন হয়ে সপ্ত আসমান পরিভ্রমণ অন্তে আরশে আযীমে পৌঁছে আল্লাহ্র দীদার লাভে ধন্য হন। জাহান্নামের দিকে ধাবিত মানুষকে যিনি ফিরিয়ে আনলেন শাশ্বত কল্যাণ ও মুক্তির পথে। তিনি হলেন বিশ্ব স্রষ্টার

www.amarboi.org

মহান দূত, নবীয়ে দো'জাহান, সারওয়ারে কায়েনাত, সাইয়েদুল মুরসালীন, খাতামুন্নাবীঈন ও পরম প্রশংসিত হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

মুসলিম জাতির এই বিশ্ব বরেণ্য নেতা, ইসলাম ধর্মের পূর্ণতার মহামানব হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর উম্মতগণ তাঁর জন্য প্রাণ উৎসর্গ করতে দ্বিধাবোধ করেন নাই– তারই উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত : একদা কাবা চত্বরে রাসূলুল্লাহ্ (সা) মানুষকে আল্লাহ্র বাণী, ধর্মের কথা শুনাচ্ছিলেন। এমন সময় পাষণ্ড আবু জেহেল, আবু লাহাব এসে তাঁকে আঘাত করতে থাকে। এই গোলযোগের সংবাদ পেয়ে তাঁর প্রিয় শিষ্য হারেস ইবনে আবী হালাহ্ (রা) সাহায্য করতে আসে। তার ফলে রাসূলুল্লাহ্ (সা) রক্ষা পেলেন বটে, কিন্তু, কাফেরদের তরবারীর আঘাতে হযরত হারেস (রা) শহীদ হলেন। রক্তে রঞ্জিত হলো কা'বা চত্বর।

হযরত মিক্বদাদ (রা) বদরের জিহাদের দিন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সমীপে উপস্থিত হলেন এবং সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, আমরা হযরত মূসা (আ)-এর উম্মতগণের ন্যায় আপনাকে এরূপ বলবো না যে, "আপনি স্বীয় প্রভু আল্লাহ্কে সঙ্গে নিয়ে আপনারা উভয়ে রণাঙ্গনে যান এবং যুদ্ধ করুন, আমরা তো যেতে পারছি না, আমরা এ স্থানেই বসে থাকবো"।

আমরা আপনাকে ঐরূপ বলবো না, বরং আমরা আপনার ডানে, বামে, সম্মুখে পেছনে চারদিক থেকে যুদ্ধ চালিয়ে যাব। মদীনাবাসীর সর্দার, বিশিষ্ট সাহাবী সায়াদ ইবনে খোয়াজ (রা) ঘোষণা করলেন : "ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা) আপনি আল্লাহ্র আদেশ পূরণে অগ্রসর হতে থাকুন, নিশ্চয় আমরা সকলে আপনার সঙ্গে আছি"। (বোখারী শরীফ)

হযরত আবু বকর (রা) শুনতে পেয়েছিলেন প্রাণের রাসূল (সা) হিজরত করবেন। সেই থেকে হযরত আবু বকর (রা) তাঁর সঙ্গী হওয়ার জন্য ছয় মাস পর্যন্ত বিনিদ্র রজনী কাটাতেন। তৎপর কোনো এক রজনীতে তিনি রাসূলের (সা) সঙ্গে মদীনায় হিজরত করলেন।

উহুদের জিহাদে কাফেররা মিথ্যা প্রচার করছিল যে, "মুহাম্মদ (সা) নিহত

www.amarboi.org

হয়েছেন"। এ কথা শুনে ভক্ত প্রবর হযরত আনাছ ইবনে নজর (রা) প্রকাশ করলেন যে, "রাসূলুল্লাহ্‌র (সা) পরে আমাদের জীবিত থাকবার আবশ্যক কী? তিনি যেই পথে প্রাণ দিয়েছেন আমরাও সেই পথেই চলে যাই"। এ কথা বলে শত্রু সেনার মধ্যে প্রবেশ করে জিহাদ করত শাহাদাত বরণ করলেন। তাঁর শরীরে সম্মুখ দিয়ে আশিটির অধিক আঘাত লেগেছিল; এমনকি তাঁকে সনাক্ত করাও অসম্ভব হয়ে পড়েছিল।

উহুদের জিহাদে রাসূলুল্লাহ্‌র (সা) দন্ত মোবারক শহীদ হওয়ার সংবাদ শুনে ভক্ত পাগল ওয়ারেছ করণী তাঁর সমস্ত দাঁত পাথর দিয়ে ভেঙ্গে ফেলেন।

উহুদের জিহাদে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) শত্রু পক্ষের চতুর্দিক হতে আক্রান্ত হলে আবু দুজানা (রা) স্বীয় পৃষ্ঠকে, তালহা (রা) স্বীয় বাহুকে রাসূলুল্লাহ্‌র (সা)-এর নিরাপত্তার জন্য ঢালরূপে ব্যবহার করে ছিলেন। (বোখারী শরীফ)

উহুদ যুদ্ধের সময় রাসূল (সা)-এর ইন্তেকালের সংবাদ পেয়ে জনৈক রমণী পাগলিনীর ন্যায় উহুদ পাহাড়ের দিকে ছুটে গেলেন নবী পাকের খবর নেয়ার জন্য। পথিমধ্যে একজন বললো, তোমার পিতা শহীদ হয়েছেন, একটু অগ্রসর হতেই আরেক জন বললো, এ যুদ্ধে তোমার স্বামী শহীদ হয়েছেন, তারপর খবর পেলেন তার পুত্র শহীদ হয়েছেন, এরপর আরেক ব্যক্তি খবর দিলেন তাঁর ভাই শাহাদাত বরণ করেছেন। আপন চারজনের মৃত্যুর সংবাদ পেয়েও ঐ মহীয়সী মহিলা আল্লাহ্‌র নবীর কি হয়েছে তা জানার জন্য ছুটে চলছেন এবং সামনে লোকের ভিড়ের মধ্যে নবী (সা)-কে দেখে আশ্বস্ত হলেন এবং তাকে সম্বোধন করে বললেন, "হে আল্লাহ্‌র রাসূল, আমার পিতা, স্বামী, সন্তান ও ভাই আপনার জন্য, আল্লাহ্‌র দ্বীনের জন্য তাদের জান কোরবান করেছেন। এদের মৃত্যুর জন্য আমি চিন্তা করি না, যা আপনার জন্য করি"।

অন্যত্র উল্লেখ আছে, "উহুদের জিহাদে জনৈকা আনছার রমণীর পিতা, ভ্রাতা, স্বামী শাহাদাত বরণ করেন। একের পর এক ওই তিনটি দুর্ঘটনার সংবাদ তার কানে আসতে ছিল, কিন্তু প্রত্যেক বারই তিনি জিজ্ঞাসা করতে ছিলেন, হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা) কেমন আছেন? হযরত (সা)-কে যখন

www.amarboi.org

নিকটে দেখতে পেলেন তখন উচ্ছ্বসিত হয়ে বললেন, আপনার বর্তমানে সকল বিপদই অতি তুচ্ছ"। (তাবারী পৃঃ ১২৫)

এই মহীয়সী মহাপ্রাণ রমণীর কত বড় ধৈর্য! কত বড় নবীর (সা) প্রতি তাঁর মহব্বত! নবীজি জীবিত থাকলে আল্লাহ্‌র দ্বীন কায়েম হবে, বিপথগামী মানুষ পথের সন্ধান পাবে, এই ছিল তাঁর মনের অভিব্যক্তি।

এই মহিলাটির নাম ঃ হযরত হিন্দ বিনতে আমর। স্বামীর নাম : আমর বিন জামুহ্ (রা)। পিতার নাম : আমর বিন হাবাম (রা) ভাইয়ের নাম : আব্দুল্লাহ্ বিন আমর (রা)। এক বুড়ীর একটি মাত্র ছেলে ছিল। উহুদের যুদ্ধে শহীদ হন। বুড়ি তাঁর ছেলেকে দেখে অশ্রু-গদগদ কণ্ঠে বললেন, "হে আমার ভাগ্যবান শহীদ সন্তান, আজ আমার হাজার সন্তান থাকলেও তাদের আমি হযরত (সা)-এর খেদমতে ছদকা বা সমর্পণ করে দিতাম"।

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রিয় উম্মতগণের মধ্যে তাঁর প্রতি ভালোবাসার দৃষ্টান্ত অতুলনীয়। এই বিরল দৃষ্টান্ত অন্য কোনো মহামানবের শিষ্যগণের মধ্যে পরিলক্ষিত হয় নাই।

বস্তুত বিশ্ব জাহানের প্রভু একমাত্র আল্লাহ্। তাঁর দয়া, ভালোবাসা সর্বজাতির উপর সমভাবে বর্ষিত হয়। অনুরূপ মহামানব মুহাম্মদ (সা) মানুষকে মুক্তির পথে, শাশ্বত জীবনের সন্ধান দিতে, অমৃত জীবনের শান্তির আহ্বান সর্বজাতির কাছে পৌঁছে দিয়েছেন। এই বাণী পৌঁছে দিতে কাফেরদের অত্যাচারের স্টিম রোলারে তাঁর পবিত্র দেহের রুধির ধারা প্রবাহিত হয়েছে, তাঁর দন্ত মোবারক ভেঙ্গে দিয়েছে, জন্মভূমি হতে বিতাড়িত করেছে। কিন্তু, সত্য চিরন্তন, আলোর পথ চিরোন্মুক্ত। অন্যায়, অসত্য চিরকাল দুর্নিবার হয়ে থাকে না। আল্লাহ্ তা'আলা মুহাম্মদ (সা)-কে প্রকাশ্যে বিজয় দান করলেন। এ বিজয় ইসলাম ধর্মের, এ বিজয় বিশ্ব মুসলিমের, এ বিজয় আল্লাহ্‌র পথে যাঁরা শাহাদাত বরণ করেছেন তাঁদের, এ বিজয় মানব জাতির ত্রাণ-কর্তা হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের।

www.amarboi.org

স্মরণ রাখবেন–

১. এক আল্লাহ্‌র স্মরণ যার হৃদয়ে অনুভূত হয় নাই, তার জীবন অত্যন্ত নিকৃষ্ট।

২. আখেরী নবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-কে যে মানুষ চেনে নাই, জানতে চেষ্টা করে নাই, সেই মানুষ বড়ই নির্বোধ।

৩. আল-কুরআন যে ব্যক্তি শিক্ষা করে নাই বা শিখতে চেষ্টা করে নাই, সে ব্যক্তি সঠিক জ্ঞান লাভে অক্ষম।

৪. ইসলামের মাহাত্ম্য যে ব্যক্তি উপলব্ধি করে নাই, সে তার জীবনে পূর্ণতা আনতে পারে নাই।

৫. সত্য ধর্ম (ইসলাম) যে ব্যক্তি গ্রহণ করতে পারে নাই, তার জীবন অভিশপ্ত।

(গ্রন্থকার)

www.amarboi.org

নবী (সা) কেন মুটে হলেন

হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা) উপলব্ধি করেন যে, "মক্কা বিজয় ব্যতিরেকে আরবে ইসলাম সুদৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না"।

তদুপরি তাঁর জন্মভূমি মক্কার কথা স্মরণ করে মন অধীর হয়ে উঠলো। জন্মভূমির মানুষকে তিনি প্রাণ ভরা ভালোবাসা দিয়ে তাদের ভুল ভেঙ্গে দিবেন, আপন করে নিবেন, পবিত্র কা'বা ঘর ধরে প্রাণ ভরে কাঁদবেন, আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করবেন, মূর্তি অপসারণ করে নামায অন্তে তাঁর নিকট কৃতজ্ঞতার শোকরিয়া আদায় করবেন, এই ছিল মক্কা বিজয়ের বাসনা।

অষ্টম হিজরীর ১০ রমজান, মুসলমানরা রাসূলুল্লাহ্ (সা) সুযোগ্য নেতৃত্বে মক্কার পথে যাত্রা করেন। এই যাত্রা ছিল অত্যন্ত দ্রুত গতিতে এবং রক্তপাত এড়াবার জন্য গোপনীয়তা রক্ষা করে। দশ হাজার আনসার মোহাজিরিন সাহাবী যোদ্ধা সমভিব্যহারে এই অভিযান পরিচালিত হয়। দীর্ঘ আট বছর পর হযরত (সা) তাঁর প্রিয় জন্মভূমির দ্বার প্রান্তে এসে উপনীত হলেন; মক্কার বেলাভূমি তাঁর নয়নপটে ভেসে উঠলো। মক্কার মানুষ এখন নেতৃত্বহীন। মহাবীর খালেদ বিন ওয়ালিদ মুসলমান হয়েছেন। নেতা শ্রেষ্ঠ আবু জেহেল বদরের জিহাদে মুসলমানদের হাতে নিহত। প্রধান সেনাপতি আবু সুফিয়ান মুসলমান হয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে মক্কায় স্বাগত অভ্যর্থনা জানাবার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছেন।

বীরপদ ভরে মক্কার দক্ষিণাংশে মহাবীর খালিদ, উত্তরাংশে জোবাইর (রা) এবং আল্লাহ্র রাসূল (সা) স্বয়ং আনসার মুহাজিরিনসহ নগরে প্রবেশ করেন। এ অভূতপূর্ব দৃশ্য অবলোকন করে মক্কার মানুষ স্তম্ভিত ও হতবাক্ হয়ে যায়।

মক্কা নগরীতে প্রবেশ করে রাসূলুল্লাহ্ (সা) স্বজাতির জন্য ক্ষমা ঘোষণা

www.amarboi.org

করলেন এভাবে যে, "কা'বা ঘরে যারা আশ্রয় গ্রহণ করবে তাদের জন্য নিরাপত্তা, আবু সুফিয়ানের বাড়িতে যারা আশ্রয় গ্রহণ করবে তাদের নিরাপত্তা, ঘরের দরজা বন্ধ করে যারা থাকবে তাদেরকে ক্ষমা করা হবে"। যা হোক, এই আকস্মিক অভিযানে বিধর্মীগণ যারা হযরত (সা)-কে বিশ্বাস করতে পারে নাই তারা প্রাণভয়ে বিক্ষিপ্তভাবে পালাতে লাগলো, কোথা আপনজন, কোথা পুত্র, জনক-জননী, এ চিন্তার সুযোগ তারা পেল না। ধন সম্পদ বাড়ি ঘর ছেড়ে বনজঙ্গলে, গিরি কন্দরে, দূর নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নিতে চেষ্টা করলো। এ যেন সিংহের ভয়ে শৃগালের পলায়ন দৃশ্য।

মক্কা জনশূন্য, নীরব নিস্তব্ধ। একদিন যারা নবীজিকে (সা) প্রাণে মারবার চেষ্টা করেছিল– আজ তারাই প্রাণ ভিক্ষার অপেক্ষায় নবীজির (সা) মুখ পানে তাকিয়ে অপেক্ষা করছে। অসহায় স্বজাতির কথা স্মরণ করে নবীজি (সা) পূর্ববর্তী দুঃখ-যন্ত্রণা, নির্মম নির্যাতনের কথা ভুলে গিয়ে নির্বিচারে সকলের জন্য ক্ষমা ঘোষণা করলেন।

দীর্ঘ আট বছর পর জন্মভূমি মক্কা নবীজিকে আপন করে কোলে তুলে নিলো। শত্রু শূন্য মক্কা। বিনা রক্তপাতে এ বিজয় বিশ্বের ইতিহাসে এক অবিস্মরণীয় ঘটনা। কা'বা ঘরের সব মূর্তি অপসারিত হলো। আল্লাহ্‌র ঘর স্বর্গীয় আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো। আল্লাহ্‌র রহমত পুনঃবর্ধিত হলো। অলিগলিতে মূর্তির অন্বেষণে নবীজি পা বাড়ালেন, ইতস্তত পায়চারি করতে লাগলেন। বিজয়ের মুসলিম নিশান উড়তে ছিল। রাসূলে করীম (সা) দেখতে পেলেন– পলায়ন উদ্যত জনৈক বুড়ী তার পুটলা সামানা নিয়ে বিপদ সঙ্কুল পথে; কিন্তু তার পক্ষে বোঝা বহন করা সম্ভব হচ্ছে না।

মূর্তমান মহামানব এ দৃশ্য দেখে বুড়ীর কাছে গেলেন এবং অভয় দিয়ে বললেন, "কী হয়েছে তোমার? তুমি কোথায় যাবে? কী তোমার প্রয়োজন? আমি তোমার সমস্যা সমাধান করে দেব"।

অভয় পেয়ে বুড়ি বললো, "স্বধর্মের শত্রু, স্বজাতির বিদ্রোহী, বাপ দাদার ধর্ম ত্যাগী, হোবাল, উজ্জার শত্রু, দেব দেবীর পূজা পরিত্যাগ করে সে বলে এক আল্লাহ্‌র ইবাদত করতে। মুহাম্মদ তাঁর নাম, মক্কায় তাঁর জন্ম, আব্দুল্লাহ্‌

www.amarboi.org

তাঁর পিতা। সে একজন মূর্খ মানুষ। সহায় সম্পদ তাঁর কিছুই নেই। তাঁর কথায় কও তো বাবা, কী করে চৌদ্দ পুরুষের ধর্ম ত্যাগ করি? আমার স্বজন, স্বগোত্রের সবাই তাঁর ভয়ে পালিয়ে গেছে। আমি একা পড়ে গেছি। আমাকে তাদের কাছে যেতে হবে। কিন্তু বাবা; আমার এই পুটলা নিয়ে বিপদে পড়েছি"।

দয়ার নবী বললেন, "মাগো, তোমার কোনো ভয় নাই। আমি তোমার মুটে যথাস্থানে পৌঁছে দেব। দাও আমার মাথায় তুলে"। বুড়ি বিস্ময়ে তাকালো সেই কান্তিময় মহাপরুষের দিকে। তাঁর সুধাকণ্ঠের পবিত্র বাণী, মধুর ব্যবহারে বুড়ি অবাক বিস্ময়ে নবীজির দিকে তাকিয়ে রইলো। বুড়ি মনে করলো, আমার এহেন বিপদ দেখে হয়তো দেবতা দয়া পরবশ হয়ে অলৌকিক দূত প্রেরণ করেছেন। নবীজি কালক্ষেপণ না করে বুড়িকে বললেন, "দাও মা আমার মাথায় তুলে, তোমার স্বজনের কাছে পৌঁছে দিয়ে আসি"। বুড়ি বললো কত দিতে হবে? কিছুই দিতে হবে না। তোমার কাজে আমি প্রস্তুত আছি"। অসহায় বৃদ্ধা অন্য কোনো উপায় না পেয়ে মহানবীর মাথায় তুলে দিল তার বোঝা। বিশ্বের দুলাল, রাহমাতুল্লিল আ'লামীন, মানুষের বন্ধু, মাহবুবে রাব্বিল আ'লামীনকে মক্কা বিজয়ের পরম গৌরবের সমাপনী শেষে বোঝা বহন করে মুটে হতে হলো।

কি মহান মুটে! এ দৃশ্য দেখলে হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন বন্ধ হয়ে যায়। অসংখ্য ভক্ত যার আজ্ঞার প্রতীক্ষায় সদাপ্রস্তুত। যাঁর দর্শন লাভে সব ক্ষুধা দূর হয়ে যায়। আর সেই বিশ্বের পরম পুরুষটির মাথায় এক অখ্যাত বুড়ির নোংরা মুটে। স্রষ্টা বুঝি তাঁর হাবীবের কাণ্ড দেখে হাসছিলেন! ফেরেশ্‌তারা হয়তো দুরুদ পাঠ করছিল। দেখ, দেখ, বিশ্ববাসী, মানুষের উপকার করতে ইতর ভদ্র, ধর্মের ভেদাভেদ কোথায়? দয়ার সিন্ধু, মানব বন্ধু বুড়ীর মুটে নিয়ে আগে আগে চলছেন। বুড়ি চলছে আর বলছে– "দেখ বাবা ৮ বছর আমরা নিরাপদে ছিলাম। আবার সেই দেব দেবীর দুশমন আমাদের ধ্বংস করতে মক্কায় তাঁর বিশাল বাহিনী নিয়ে এসেছে। তাঁকে আমরা দেশ থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিলাম। সে বড়ই দুরন্ত, দেবতার শত্রু। সে বলে, "মূর্তি পূজা

www.amarboi.org

শয়তানের কাজ। তোমরা যদি মুক্তি পেতে চাও তাহলে এক আল্লাহ্‌র আরাধনা করো। তোমাদের পূর্ব পুরুষ ভুল পথে চলেছে। তোমরা সেই ভুল পথ পরিত্যাগ করো"। মহানবী (সা) বললেন, বুড়ি মা, আমার কাজই মানুষের কল্যাণ করা, মানুষকে ভালো পথ দেখানো, মানুষকে অন্ধকার হতে আলোর পথ দেখানো। বুড়ি বললো, "মুটের কাজ বড় কঠিন"। নবীজি (সা) বললেন, হ্যাঁ, সে সত্য। তবে শ্রমের হালাল রুজি আল্লাহ্‌র কাছে বড় পছন্দনীয়"। বুড়ির অন্তর খুলে গেল, নবীজির (সা) প্রশংসায় পঞ্চমুখ। বুড়ি বললো, "তোমার মতো ভালো আর একটিও নাই। তুমি বড় দয়ালু, তুমি বিশ্বস্ত, পরোপকারী। তাঁর সৌজন্যতায় বুড়ি একেবারে মুগ্ধ হয়ে গেল। শেষে বুড়ি গন্তব্য স্থানে পৌঁছলে, সেই স্থানে তার স্বজন, স্বগোত্রের মানুষ বুড়ির সঙ্গে নবীজিকে মুটে মাথায় দেখে বললো, "হায়! যাঁর ভয়ে মক্কা ছেড়ে গিরি বন্দরে লুকিয়েছি, সেই জাত শত্রু বুড়ি সঙ্গে নিয়ে এলো। আর রক্ষা নেই। এহেন কালে বুড়ি রাসূলের (সা) হাত ধরে বললো, "তোমার মতো ভালো মানুষ আর কেউ নাই"। ব্যাপার বুঝে সবাই ভয়ে শঙ্কিত হয়ে পড়লো। এমন সময় পলাতক ব্যক্তিদের মধ্যে একজন তৌরাত কিতাবের বিশেষজ্ঞ বললো : "তোমরা শান্ত হও, উনি তো সেই আল আমীন মুহাম্মদ। আমরা তাঁকে জানি, চিনি, কিন্তু মিথ্যার মোহে আমরা তাঁর কথায় বিশ্বাস আনি নাই। আজ আমার অন্ধ বিশ্বাস ভেঙ্গে গেল। তাওরাত কিতাবে বর্ণিত আছে যে, "বৃদ্ধার মুটে মাথায় যিনি তাঁর কওমের সঙ্গে মিলিত হবেন, তিনিই হবেন আখেরী নবী। তাঁকে বিশ্বাস করো, সম্মান করো, তাঁর ধর্মে ঈমান আনো, তাঁর পরে আর কোনো নবী দুনিয়াতে আগমন করবেন না"। তৎপর সেই ব্যক্তি সৌম্য, শান্ত, অনিন্দ সুন্দর মহাপুরুষের দিকে লক্ষ্য করে বললো, "আফসোস! এতোদিন আমরা আপনাকে জানতে না পেরে ভুল বুঝে ছিলাম। আজ আপনার পরিচয় পেয়ে ভুল ভেঙ্গে গেল। হে রাসূলে খোদা! আপনার প্রতি আমরা কতই না নির্যাতন করেছি, কতো কষ্ট দিয়েছি। হে দয়ার নবী! আমরা ক্ষমা চাই, মাফ করে দিন আমাদের অপরাধ। এক্ষুণি দীক্ষিত হচ্ছি, আপনার ইসলাম ধর্মে। বিশ্বাস করছি আপনি সেই শেষ নবী"। দয়ার নবী, করুণার সিন্ধু মহামানব হযরত

www.amarboi.org

মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলে উঠলেন, "হে আমার কওমের লোক সকল, ক্ষমা করে দিলাম তোমাদের সব অপরাধ, নির্ভয়ে তোমরা নিজ নিজ বাড়ি ঘরে ফিরে যাও"। দীর্ঘদিনের জমানো আঁধার যাদের হৃদয়ে পুঞ্জিভূত ছিল, মহানবীর ক্ষমার আঁখিজলে ধৌত হলো তাদের অন্তরের কালিমা। মহত্ত্বের বিজয়গর্বে ইসলামের অমৃত সুধা পান করলো সবাই। আল্লাহু আকবার তাকবীর ধ্বনিতে মুখরিত হলো গিরি উপত্যকা। এ বিজয় শুধু মুসলমানদের জন্য নয়, এ বিজয় মূর্তি পূজক মুশরিকদের হৃদয় পর্যন্ত জয় করেছিল।

www.amarboi.org

হস্তীর মালিকগণের পরিণতি

হযরত ইব্রাহীম (আ) কা'বা শরীফ নির্মাণ করার সময় আল্লাহ্‌র নিকট দোয়া করেন যে "হে আমার প্রতিপালক! এই নগরকে (মক্কা) শান্তিপূর্ণ করো এবং নিরাপদ করো"। (সূরা বাকারা-১২৬)

কা'বা শরীফ মুসলিম জাতির এক লক্ষ্য, এক উদ্দেশ্য ও ঐক্যের কেন্দ্রস্থল। যতদিন কা'বা শরীফ পবিত্র থাকবে ততদিন আল্লাহ্‌র রহমত বর্ষিত হতে থাকবে।

কা'বা শরীফ আরবের লোকের নিকট অতি পবিত্র ও সম্মানের গৃহ ছিল। প্রতি বছর বহু লোক হজ্জের সময় মক্কায় গিয়ে হজ্জ করে এবং এতে মক্কার ভাণ্ডারে প্রচুর অর্থ সম্পদ অর্জিত হয়। আবিসিনিয়ার বাদশার অধীনে আবরাহা নামক একজন খ্রিস্টান শাসনকর্তা ইয়ামেনে নিযুক্ত ছিল। আবরাহা চিন্তা করলো, যদি তার দেশে এমন একটি গির্জা নির্মাণ করা যায়, তাহলে মানুষ কা'বা শরীফ ছেড়ে তার গির্জায় উপাসনা করতে আসবে। আবরাহা ইয়ামেনের রাজধানী 'সানয়া' নগরে মর্মর পাথর দ্বারা ফালস নামক এক মনোরম গির্জা তৈরী করে তার ভেতরে অনেকগুলো মূর্তি স্থাপন করলো এবং সর্বত্র ঘোষণা করে দিল, যেন সকলে সেস্থানে গিয়ে সেই গির্জায় উপাসনা করে। তাতে মক্কার মানুষ খুবই বিরক্তি বোধ করলো। আবরাহার মতলব বুঝতে পেরে 'নওফেল' নামক এক আরব্য যুবক তার গির্জায় প্রবেশ করে মলত্যাগ করে গির্জা অপবিত্র করে আসলো। কেউ কেউ গোপনে উক্ত গির্জায় অগ্নিসংযোগ করে ভস্মীভূত করে ফেললো, আবরাহা ক্রোধান্বিত হয়ে অসংখ্য সৈন্য সামন্ত ও বিরাটকায় হস্তী বাহিনীসহ আল্লাহ্‌র ঘর কা'বা ভাঙ্গতে আসলো। তারা যখন তায়েফের নিকটবর্তী মোয়াম্মাহ নামক স্থানে পৌঁছলো। তখন আব্দুল মোত্তালিবকে দূতের মারফত আবরাহা আসতে বললো। আব্দুল মুত্তালিব আবরাহার নিকট পৌঁছলে, আবরাহার হস্তী আব্দুল

www.amarboi.org

মুত্তালিবকে সিজদা করলো। আবরাহা বললো যে, যদি আমার সঙ্গে তোমরা যুদ্ধ না করো, তবে আমি তোমাদের কোনো অনিষ্ট করবো না। আব্দুল মুত্তালিব উত্তর দিলেন, আমি তো সেজন্য আসিনি। তোমরা আমার কওমের ছাগ মেষ ধরে নিয়ে এসেছো সেগুলি ফেরত দিতে হবে। আল্লাহ্‌র ঘর আল্লাহ্‌ই রক্ষা করবেন। অনন্তর আবরাহা মক্কার দিকে রওয়ানা হলো। এদিকে আব্দুল মুত্তালিব ফিরে এসে তার কাওমের লোকজনদেরকে নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নিতে বললো। আবরাহা যখন মুজদালেফার নিকট মাহশার নামক স্থানে পৌঁছল, তখন এক বিচিত্র ব্যাপার সংঘটিত হলো। দেখা গেল, সমুদ্র হতে কবুতর অপেক্ষা ক্ষুদ্রাকৃতির এক প্রকার সবুজ ও হলদে রঙ-এর পাখি ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে আসে। তাদের দুই পায়ে ও ঠোঁটে একটি করে কাকর। পাখিগুলো উড়ে এসেই আবরাহার সৈন্য সামন্ত ও হাতীর উপর ঐ পাথরগুলো নিক্ষেপ করতে লাগলো। পাথরগুলো অতি দ্রুতবেগে তাদের বিভিন্ন অঙ্গে প্রবিষ্ট হয়ে দেখতে দেখতে অধিকাংশই ধ্বংস করে ফেললো। বাকী লোক পলায়ন করলেও বসন্ত রোগে মারা যায়।

এই ঘটনা আখেরী নবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর জন্মের ৫০ দিন পূর্বে সংঘটিত হয়। মতান্তরে ১ মাস ২৫ দিন। এই ঘটনায় আল্লাহ্ তা'আলা হযরতকে জানিয়েছেন যে, আপনি কি জানেন না, আপনার আল্লাহ্ হস্তীবাহিনীর মালিকদের সাথে কিরূপ ব্যবহার করেছেন? তিনি তাদের ষড়যন্ত্রকে সমূলে উৎপাটিত করেছেন এবং তাদের প্রতি কবুতরের চেয়ে ক্ষুদ্র সবুজ ও হলদে রঙ-এর এক ঝাঁক পাখি পাঠিয়েছিলেন। যাদের পায়ে দুইটি ও মুখে একটি মসুর অথবা বুটের ডালের ন্যায় ক্ষুদ্র কাঁকর ছিল। কিন্তু তা এতই ভয়ঙ্কর ছিল যে, লোকের ও হাতীর শরীরে পড়ামাত্র চামড়া ভেদ করে অভ্যন্তরে চলে যেতো এবং তৎক্ষণাৎ মৃত্যু মুখে পতিত হতো। এরূপে আল্লাহ্ তা'আলা তাদের সমস্ত ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করে দিয়েছিলেন এবং তাদেরকে যাবরকাটা চর্বিত ঘাসের ন্যায় করে দিয়েছিলেন। (সূরা ফীল– তাফসিরে রহিমী অবলম্বনে)।

www.amarboi.org

যাঁরা শহীদ তাঁরা মৃত্যুহীন

মহান আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ

আর যারা আল্লাহ্র রাস্তায় নিহত হয়, তাদের তোমরা মৃত বলো না। বরং তারা জীবিত। কিন্তু, তোমরা তা উপলব্ধি করো না। (সূরা আল বাকারা, ১৫৪ আয়াত)।

দ্বীন প্রতিষ্ঠায় জীবনোৎসর্গকারী অসংখ্য শাহাদাত প্রাপ্ত ব্যক্তিদের মধ্যে কতিপয় ব্যক্তির পরিচয় নিম্নরূপ ঃ

ওবায়দা ইবনুল হারেস (রা)

বদরের জিহাদের প্রাথমিক পর্যায়ে তৎকালীন যুদ্ধের নিয়মানুসারে মুসলমানদের পক্ষে–

(১) হামযা (রা) (২) আলী (রা) (৩) ওবায়দা (রা) যথাক্রমে : (১) ওত্বা (২) শায়বা ও (৩) অলীদ ইবনে ওত্বা প্রমুখ কাফের যোদ্ধাদের সাথে মল্লযুদ্ধে অবতীর্ণ হয়।

মুহূর্তের মধ্যেই হযরত হামযা (রা) স্বীয় প্রতিদ্বন্দ্বী শায়বা ইবনে রবিয়াকে এবং আলী (রা) স্বীয় প্রতিদ্বন্দ্বী অলীদকে হত্যা করতে সমর্থ হন। ওবায়দা (রা)ও তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী ওত্বা-এর মধ্যে আক্রমণ পাল্টা আক্রমণ চলতে থাকে এবং উভয়েই আহত হয়। হামযা (রা) ও আলী (রা) নিজ নিজ প্রতিদ্বন্দ্বীকে খতম করে ওবায়দা (রা)-এর সাহায্যে অগ্রসর হলেন এবং ওত্বাকে বধ করে ফেললেন। ওবায়দা (রা)-কে মারাত্মক আহত অবস্থায় রণাঙ্গন হতে নিয়ে আসা হলো। তাঁর পায়ের নলা কেটে গিয়েছিল, হাড়ের ভেতরের মগজ বের হতে ছিল, এমতাবস্থায় তাঁকে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত করা হলে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন

www.amarboi.org

ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি কী শহীদ হিসেবে গণ্য হবো? হযরত (সা) বললেন, হ্যাঁ নিশ্চয়ই।

তারপর তিনি একটি বয়েত রচনা করে আবৃত্তি করলেন– "শত্রু পক্ষ আমার পা কেটে ফেলেছে বটে, কিন্তু (আমি তাতে মোটেই দুঃখিত নই, কারণ) আমি মুসলমান (দ্বীন ইসলামের পথে আমি এই আঘাত বরণ করেছি) আমি এই কার্যের উসিলায় আল্লাহ্ তা'আলার নিকট বহু উন্নত ও মর্যাদা সম্পন্ন জীবন লাভের আশা পোষণ করছি"। সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য হযরত ওবায়দা ইবনল হারেস (রা) কাফেরদের কর্তৃক মারাত্মক জখমকেও খুবই নগণ্য মনে করেছেন। কারণ তাঁর সামনে ছিল দুনিয়া ও আখেরাতের চূড়ান্ত বিজয়। আর তাঁর এই অনুভূতি যুগে যুগে সত্যানুসারীদের প্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে।

হযরত আনাস ইবনে নযর (রা)

"মুহাম্মদ (সা) নিহত হয়েছেন" ওহুদের জিহাদে এই দুঃসংবাদ মুসলমানগণকে হতাশ ও হুঁশহারা করে ফেললো। তাঁরা দিশাহারা আর ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লেন।

হযরত উমর (রা)-এর ন্যায় লৌহ মানব পর্যন্ত হাত পা ছেড়ে হতাশ হয়ে বসে পড়লেন। কিন্তু, কারও কারও অবস্থা তার বিপরীতও ছিল। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর শহীদ হওয়ার গুজবে তাঁরা শত্রুর মুকাবিলায় অধিক তৎপর হয়ে পড়লেন। তাঁরা ভাবলেন এবং প্রকাশ করলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পরে আমাদের জীবিত থাকার আবশ্যক কী? তিনি যেই পথে প্রাণ দিয়েছেন আমরাও ঐ পথেই চলে যাই। আনাস ইবনে নযর (রা)-এর নাম তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য। তিনি উমর (রা)-কে পর্যন্ত তিরস্কার করে ঐ কথা বলে শত্রু সেনার ভেতরে প্রবেশপূর্বক প্রচণ্ড যুদ্ধ করে শহীদ হলেন। তাঁর শরীরে আশিটির অধিক আঘাত লেগেছিল, এমনকি তাঁকে সনাক্ত করাও অসম্ভব ছিল। তাঁর ভগ্নী অঙ্গুলির একটি নিদর্শন দেখে তাঁকে সনাক্ত করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

www.amarboi.org

সত্যের মহানায়ক মহানবী (সা) শাহাদাত বরণ করবেন সত্যের অনুসারী হযরত আনাস ইবনে নযর (রা) তা কিছুতেই মেনে নিতে পারলেন না। আর তাই তিনি চূড়ান্ত সফলতা লাভ করার জন্য নিজের জীবনকে বিলিয়ে দিয়ে শাহাদাতের অমীয় সুধা পান করলেন, যা সত্যের অনুসারীদেরকে কিয়ামত পর্যন্ত উদ্দীপ্ত করবে।

হযরত খোবায়েব (রা) ও আসেম (রা)

আযল ও কারা গোত্রদ্বয়ের কতিপয় ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে আরয করলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ আমাদের এলাকায় অনেক লোক ইসলাম গ্রহণ করেছেন এবং অনেকে ইসলাম ধর্মের প্রতি আগ্রহান্বিত, তাই আপনার সাহাবীগণের মধ্য হতে কিছু সংখ্যক লোককে তথায় দ্বীন-ইসলাম প্রচার ও শিক্ষাদানের জন্য প্রেরণ করুন। তাদের কথা শুনে হযরত (সা) এক বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আসেম ইবনে সাবেত (রা)-এর অধিনায়কত্বে ছয়জন সাহাবীকে তাদের সঙ্গে প্রেরণ করলেন। ঐ দলে যে সকল সাহাবী ছিলেন তারা হলেন– (১) আসেম (রা) (২) মাসাদ (রা) (৩) খোবায়ের (রা) (৪) যায়েদ ইবনে দাসেনা (রা) (৫) আব্দুল্লাহ্ ইবনে তারেক (রা) (৬) খালেদ ইবনে বকর (রা)। এতদ্ভিন্ন আরও চারজন সাহাবীকেও তথায় পাঠালেন, যাঁদের মধ্যে মোয়াত্তাব ইবনে ওবায়েদ (রা)ও ছিলেন। সর্বমোট দশজন সাহাবীকে তথায় প্রেরণ করলেন। মক্কার নিকটস্থ "রাজী" নামক এলাকায় পৌঁছলে ঐ প্রতিনিধি দল বিশ্বাসঘাতকতা করে সাহাবীগণের প্রাণনাশের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হলো এবং ঐ এলাকাস্থিত "বনু হোযায়েল" গোত্রের শাখা বনু লেহইয়ান গোত্রের লোকদেরকে তাঁদের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিল। তারা একশত তীরন্দাজ বাহিনীর সমভিব্যহারে দু'শত লোকের মুকাবিলায় বীর বিক্রমে সংগ্রাম চালিয়ে গেলেন। সাহাবীগণ একটি টিলার উপর আশ্রয় গ্রহণ করলেন। শত্রুদল ঐ টিলা ঘেরাও করে ফেললো এবং সাহাবীগণকে বললো, আমরা তোমাদেরকে ওয়াদা প্রদান করছি, যদি তোমরা স্বেচ্ছায় নেমে আসো তবে আমরা তোমাদের কাকেও হত্যা করবো না। দলপতি আসেম (রা) বললেন,

www.amarboi.org

আমি কোনো কাফেরের অঙ্গীকারে নির্ভর করে অবতরণ করবো না। এই বলে তিনি দোয়া করলেন "হে আল্লাহ্! তোমার রাসূলকে আমাদের অবস্থার সংবাদ পৌঁছে দাও"। তারপর সাহাবীগণ শত্রুদের প্রতি প্রচণ্ড আক্রমণ চালিয়ে গেলেন। শত্রুদলও তাঁদের উপর তীব্র বৃষ্টি বর্ষণ করলো; দলপতি আসেম (রা) সহ তাঁদের সাতজন শাহাদাত বরণ করলেন। অবশিষ্ট তিনজন জীবিত ছিলেন। তারা হলেন– খোবায়েব (রা), যায়েদ ইবনে দাসেনা (রা) এবং আব্দুল্লাহ ইবনে তারেক (রা)। তাঁরা পরীক্ষামূলকভাবে শত্রুদলের অঙ্গীকার গ্রহণপূর্বক নিচে অবতরণ করলেন। শত্রুগণ তখন স্বীয় ধনুকের তার দ্বারা তাঁদেরকে বেঁধে ফেললো। আব্দুল্লাহ ইবনে তারেক (রা) বললেন, তোমরা প্রথমেই অঙ্গীকার ভঙ্গ ও বিশ্বাসঘাতকতা করেছ; এই বলে তিনি তাদের সঙ্গে যেতে অস্বীকার করলেন। তারা তাঁকে টানা-হেঁচড়া করলো, কিন্তু সঙ্গে নিতে পারলো না। অবশেষে তারা তাঁকে শহীদ করে ফেললো। তারপর তারা খোবায়েব (রা) ও যায়েদ (রা) কে বন্দীরূপে সঙ্গে নিয়ে গেল। শত্রু দল তাঁদেরকে মক্কাবাসীদের হস্তে বিক্রি করলো।

খোবায়েব (রা) বদরের জিহাদে হারেস ইবনে আমের নামক মক্কাবাসী এক কাফেরকে হত্যা করেছিল। সেই কাফেরের পুত্রগণ তাদের পিতার হত্যাকারী হতে প্রতিশোধ গ্রহণ করবার জন্য খোবায়েব (রা)-কে ক্রয় করে নিল; খোবায়েব (রা) তাদের নিকট বন্দীরূপে রইলেন, তারপর তারা তাঁকে হত্যা করার দৃঢ়সংকল্প করলো। অবশেষে একদিন শত্রুগণ খোবায়েব (রা)-কে শহীদ করার জন্য হেরম শরীফের এলাকার বাহিরে নিয়ে গেল। হত্যাস্থলে পৌঁছবার পর খোবায়েব (রা) তাদেরকে বললেন, আমাকে দু'রাকাত নামায পড়বার সময় দান করো। তিনি দু'রাকাত নফল নামায পড়লেন এবং শত্রু দলকে লক্ষ্য করে বললেন, তোমরা ভাবতে পার, আমি মৃত্যুর ভয়ে ঘাবড়ে গেছি, নতুবা আরও দীর্ঘ সময় নামায পড়তাম। খোবায়েব (রা)-ই সর্বপ্রথম এই সুন্দর সুন্নতটি জারি করলেন যে, বন্দী অবস্থায় ধীর স্থিরে মৃত্যু আসলে দু'রাকাত নফল নামায পড়বে। আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের জন্য যে কোনো অবস্থাতেই আমার মৃত্যু হোক। আমি শত্রুর

www.amarboi.org

নিকট কস্মিনকালেও নতি স্বীকার করবো না বা বিহ্বলতা প্রকাশ করবো না, কারণ আমি আল্লাহ্‌র নিকটই পৌঁছতেছি। (শত্রুরা খোবায়েব (রা)-কে জিজ্ঞাসা করেছিল, তুমি কী পছন্দ করো মুহাম্মদকে তোমার স্থলে দণ্ডায়মান করা হোক? তিনি বললেন, আমার প্রাণ বিসর্জনের পরিবর্তে তাঁর পায়ে সামান্য কাঁটা বিদ্ধ হোক তাও আমি পছন্দ করি না)। তারপর বদরের জিহাদে নিহত হারেসের পুত্র ওকবা তাঁকে শহীদ করলো। বিশিষ্ট সাহাবী মেক্‌দাদ (রা) বর্ণনা করেছেন, কাফেরগণ খোবায়েব (রা)-কে শহীদ করত শূলিকাষ্ঠের উপর লটকিয়ে রাখলো। রাসূলুল্লাহ্ (সা) উক্ত সাহাবীদ্বয়কে প্রেরণ করলেন, গোপনে নিহত খোবায়েব (রা) লাশ নিয়ে আসবার জন্য। তাঁরা যখন ঘটনাস্থলে পৌঁছলেন তখনও খোবায়েব (রা)-এর লাশ তাজা ছিল; কোনরূপ বিকৃত হলো না এবং তাঁর শরীরে প্রবাহিত রক্ত ছিল বটে, কিন্তু সুগন্ধে ছিল কস্তরী।

খোবায়েব (রা) ঐ লাশ নামিয়ে আনলেন এবং মদীনাপানে যাত্রা করলেন। এদিকে কাফেররা এই ঘটনার খোঁজ পেয়ে সত্তরজন লোক তাঁদের পশ্চাদ্ধাবন করলো। খোবায়েব (রা) অগত্যা ঐ লাশ মাটির উপর রেখে দিলেন। খোদার কুদরতের লীলা-তৎক্ষণাৎ যমীন খোবায়েবের লাশ গিলে ফেললো। এই সূত্রেই খোবায়েব (রা) কে "বলীউল আরদ্'-যমীনের গলধকৃত" বলা হয়ে থাকে।

সাহাবীগণের দলনেতা আসেম (রা) ও বদরের জিহাদে মক্কাবাসী কাফেরদের কোনো এক প্রধানকে হত্যা করেছিলেন, সেই নিহত ব্যক্তির আত্মীয়গণ আসেম (রা) নিহত হওয়ার প্রমাণ চাক্ষুসরূপে দেখে প্রাণ ঠাণ্ডা করবার জন্য তাঁরা নিহত দেহের কোনো একটি অংশ কেটে আনার জন্য লোক পাঠালো। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর লাশ কাফেরদের হস্ত হতে পবিত্র রাখবার ব্যবস্থায় মেঘ খণ্ডের ন্যায় মৌমাছির একটি বিরাট দল প্রেরণ করলেন।

মৌমাছিগুলো আসেম রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর দেহ ঘিরে রাখলো, শত্রুগণ তাঁর নিকটেও আসতে পারলো না। তারপর পাহাড়ি ঢল নেমে এসে

www.amarboi.org

আসেম (রা)-এর লাশ নিখোঁজ করে দিল। কি অসীম আল্লাহ্ তা'আলার কুদরতের লীলা? তিনি যখন যা ইচ্ছা তাই করে থাকেন। তাঁর হেকমত যুক্তিতর্কের কোনো ধারও ধারে না।

যুরকানী কিতাবে বর্ণিত আছে, জ্বর ও প্লেগাক্রান্ত হয়ে ঐ গোত্রগুলোর সাত শত লোক মৃত্যু মুখে পতিত হয়েছিল। উক্ত ঘটনায়ও চূড়ান্ত বিজয় ও সফলতা স্মরণীয় হয়ে থাকবে। আর পরাভূত হয়েছে পাপিষ্ঠ কাফেররা যারা হবে চিরকাল ঘৃণিত ও নিন্দিত।

হযরত জা'ফর (রা)

রাসূল (সা) প্রতিটি যুদ্ধে একজন সাহাবীকে সেনাপতি হিসেবে মনোনীত করতেন। কিন্তু মুতার যুদ্ধে তিনজন সাহাবীকে সেনাপতি হিসেবে মনোনীত করলেন।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা) বর্ণনা করেছেন, মুতার জিহাদে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (স্বীয় পোষ্য পুত্র) যায়েদ ইবনে হারেস (রা) কে অধিনায়ক রূপে নিয়োগ করলেন এবং বললেন, যদি যায়েদ শহীদ হয় তবে জা'ফর অধিনায়ক হবে, সেও যদি শহীদ হয় তবে আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা অধিনায়ক হবে। রাসূল (সা)-এর ভবিষ্যৎ বাণী সত্যে পরিণত হলো। রাসূল (সা)-এর মনোনীত তিনজন সেনাপতিই একে একে শাহাদাত বরণ করলেন।

হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেছেন, নবী (সা) যায়েদ (রা), জা'ফর (রা) ও আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রা) মৃত্যু সংবাদ (অহী মারফত জ্ঞাত হয়ে) তথা হতে সংবাদ আসবার পূর্বেই সকলকে জ্ঞাত করলেন। তিনি ঘটনার পূর্ণ বিবরণ দানে বললেন, সর্বপ্রথম যায়েদ ইবনে হারেস'র হস্তে ঝাণ্ডা ছিল, সে শহীদ হয়েছে। তারপর জা'ফর ঝাণ্ডা নিয়েছে সেও শহীদ হয়েছে, তারপর আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা ঝাণ্ডা নিয়েছে, সেও শহীদ হয়েছে। হযরত (সা) এই বর্ণনা দান করছিলেন এবং তাঁর চক্ষুদ্বয় হতে দরদর করে পানি পড়তেছিল। হযরত (সা) বললেন, তারপর একজন "আল্লাহ্র তলোয়ার"

www.amarboi.org

(খালেদ ইবনে ওয়ালীদ) ঝাণ্ডা হাতে নিয়েছে এবং আল্লাহ্ তা'আলা তার হস্তে বিজয় দান করেছেন। (বোখারী শরীফ–১৫৩১, ১৫৩২)

এই যুদ্ধে এক লক্ষ শত্রু সৈন্যের মোকাবিলায় মাত্র তিন হাজার মুসলিম মুজাহিদ সাতদিন যুদ্ধ চালিয়ে শত্রু পক্ষকে রণাঙ্গন ত্যাগে বাধ্য করেছিলেন। যুদ্ধে মুসলমানদের পক্ষে মাত্র তেরজন শহীদ হয়েছিলেন। শত্রুপক্ষের নিহতদের সংখ্যা নির্ণয় সম্ভব না হলেও তার আধিক্য এর দ্বারাই প্রমাণিত হয় যে, এক খালেদ ইবনে ওয়ালীদ (রা) ই ঐ যুদ্ধে নয়খানা তরবারী ভেঙ্গে ছিলেন। অতএব আল্লাহ্র সাহায্যে যুদ্ধে বিজয় মুসলমানদের পক্ষেই অবধারিত হয়ে পড়ে।

প্রচণ্ড যুদ্ধে মুজাহিদ বাহিনীর প্রথম অধিনায়ক যায়েদ ইবনে হারেস (রা) শহীদ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জা'ফর (রা) অধিনায়ক হলেন এবং ঝাণ্ডা হাতে তুলে নিলেন। ঝাণ্ডা তাঁর দক্ষিণ হস্তে ছিল, শত্রুর আক্রমণে তাঁর দক্ষিণ হস্ত কাটা গেল, তখন তিনি বাম হস্তে ঝাণ্ডা ধরলেন, ঐ হাতও কাটা গেল, তখন ঝাণ্ডা কোলে নিয়ে তা দণ্ডায়মান রাখলেন। অবশেষে শাহাদাত বরণ করলেন। বিভিন্ন হাদীসে বর্ণিত আছে, হযরত (সা) বলেছেন, জা'ফরের হস্তদ্বয় কর্তনের বিনিময়ে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে ফেরেশতাদের সঙ্গে ফেরেশতাদের ন্যায় উড়ে বেড়াবার শক্তি প্রদান করেছেন, তিনি অবাধে বেহেশতের মধ্যে উড়ে বেড়াতে থাকেন। এই সূত্রেই জা'ফর (রা) কে-দু'ডানাবিশিষ্ট এবং উড়ন্ত জা'ফর নামে আখ্যায়িত করা হয়ে থাকে। হাদীস শরীফে আছে–

আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) জা'ফর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর পুত্রকে দেখলেই তাঁকে এরূপে সম্বোধন করে সালাম করতেন–"হে দু'ডানাবিশিষ্ট ব্যক্তির পুত্র, আপনাকে সালাম"। (বোখারী–১৫৩৪)

মুতার যুদ্ধের ঘটনা বর্ণনাকারী সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) বলেন, আমি সেই জিহাদে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে হযরত জা'ফর (রা) কে পেলাম এবং তাঁর শরীরে সর্বমোট নব্বইটির অধিক তীর ও বল্লমের আঘাত ছিল। (বোখারী–১৫৩২)

www.amarboi.org

আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) অন্য একটি হাদীসে বর্ণনা করেছেন, আমি তাঁর দেহে তরবারী ও বর্শার (বড় বড়) আঘাতগুলো গণনা করলাম, তা সংখ্যায় পঞ্চাশ ছিল এবং সবগুলোই তাঁর সম্মুখের দিকে ছিল, একটি আঘাতও পেছন দিকে ছিল না। (বোখারী–১৫৩০)

মুজাহিদ দলপতি হযরত জা'ফর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর হস্তদয় শত্রুর তরবারীর আঘাতে কাটা গেছে, বর্শার আঘাতে তাঁর দেহ হয়েছে জর্জরিত, তবুও তিনি অস্থির না হয়ে দৃঢ়তার সাথে যুদ্ধ চালিয়ে যান এবং শাহাদাত বরণ করেন। অপর পক্ষে, "উহুদের যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আঘাতে উবাই ইবনে খলফ নামক কাফেরের মৃত্যু ঘটেছিল। সে দম্ভভরে হযরতের প্রতি ছুটে এসেছিল। হযরত (সা) একটি ছোট বর্শা হাতে নিয়ে তার গর্দানের উপর মারলেন, সামান্য একটু জখম হলো, কিন্তু সে তাতেই অস্থির হয়ে পড়লো, এমনকি শেষ পর্যন্ত ঐ জখমেই সে মৃত্যুমুখে পতিত হলো"। (বোখারী শরীফ, ৩য় খণ্ড)

এখানেই মোমিন ও কাফেরের মধ্যে পার্থক্য। মুমিনের দেল কাঁদে আল্লাহ্র ভয়ে, আর কাফেরের দেল কাঁদে মৃত্যুর ভয়ে। আর মৃত্যুর পরে মুমিনদের আবাসস্থল হবে চিরসুখের জান্নাত। আর কাফেরদের আবাসস্থল হবে চিরদুঃখের জাহান্নাম।

ত্যাগের মহিমায় চিরভাস্বর

৬৩৬ খ্রিস্টাব্দে ২০শে আগস্ট বাইজানটাইন সাম্রাজ্যের সম্রাট হিরাক্লিয়াসের ২,৪০,০০০০ সৈন্যের বিশাল বাহিনীর বিরুদ্ধে ২৫,০০০ মুসলিম বাহিনী ইয়ারমুকের যুদ্ধে মোকাবেলা করেন। ভীষণ যুদ্ধ চলছিল। সম্রাট হিরাক্লিয়াসের ভ্রাতা থিওডোরাস প্রধান সেনাপতি ছিলেন। মুসলিম বাহিনীর বীরোত্তম সেনাপতি খালিদের নেতৃত্বে যুদ্ধে থিওডোরাস পরাজিত ও নিহত হয়। এ যুদ্ধে বালাযুরীর মতে ৭০,০০০ এবং তাবারীর মতে, ১০০,০০০ রোমান সৈন্য হতাহত হয় এবং ৩,০০০ মুসলিম সৈন্য শাহাদাত বরণ করেন। (ইসলামী ইতিহাস)

www.amarboi.org

হযরত আবু জাহাম বিন হোজাইফা (রা) বলেন, যুদ্ধের সময় আমি এক মশক পানি সঙ্গে নিলাম। হয়তো কেউ পিপাসার্ত থাকতে পারে, ঘটনাক্রমে আমি একস্থানে এমন অবস্থায় একজন মুজাহিদকে দেখতে পেলাম যে, পানির পিপাসায় তাঁর প্রাণ ওষ্ঠাগত। আমি তাঁকে পানি দিব কিনা জিজ্ঞাসা করায় তিনি ইশারায় সম্মতি জানান। এমন সময় নিকটেই আর একজন মুজাহিদ আহ! পানি; বলে উঠল। তাঁর অবস্থা আরও সঙ্কটাপন্ন মনে করে প্রথম ব্যক্তি আমাকে দ্বিতীয় ব্যক্তির নিকট গমন করতে ইশারা করলেন। আমি তাঁর নিকট গিয়ে দেখলাম আর একজন মৃত্যু যন্ত্রণায় ছটফট করছেন, সে ব্যক্তিও 'আহ্! পানি' বলে উঠল। দ্বিতীয় ব্যক্তি তা শুনে আমাকে তৃতীয় ব্যক্তির নিকট যেতে বলেন। আমি তাড়াতাড়ি তার নিকট পানি নিয়ে গিয়ে দেখলাম যে তিনি ইন্তেকাল করেছেন। আমি তাড়াতাড়ি দ্বিতীয় ব্যক্তির নিকট আসলাম, তখন তিনিও আর ইহজগতে নেই। আমি ছুটে প্রথম ব্যক্তির নিকট আসলাম, কিন্তু হায়! তারও প্রাণ বায়ু বহির্গত হয়ে গেছে। (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন) (দূররে মানছুর)

প্রত্যেক মুসলমান ভাই ভাই। একই সূত্রে গাঁথা জীবন-মরণ ব্যথা। ভাইয়ের প্রতি ভাইয়ের সহানুভূতি ও সমবেদনা থাকাই ইসলামের মর্মকথা। এ তিন ব্যক্তি মৃত্যুর মুখোমুখি হয়েও একজন আর একজনের প্রতি সহমর্মিতা দেখিয়ে আত্মত্যাগের গৌরবোজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করে অমর জীবনের যাত্রী হলেন। কি অপরূপ তৌহিদী প্রাণ! অপরূপ সম্পর্ক ভালোবাসা সত্যপথের অনুসারীদের। জীবনের শেষ নিঃশ্বাসের সময়ও তাঁরা দেখিয়ে গিয়েছেন, আর চিরকাল অনুস্মরণীয় ও অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে।

www.amarboi.org

আযাযীল ও মানব (আদম) সৃষ্টি

মানবজাতির পূর্বে এই ভূমণ্ডলে জ্বিন জাতির সাধারণ বসবাস ছিল। নাফরমানীর আধিক্যের দরুন আল্লাহ্‌র গযবস্বরূপ ফেরেশতাদের দ্বারা ধ্বংস এবং ভালো আবাসস্থল হতে বন-জঙ্গলে বিতাড়িত হয়। "ঐ সময় ইবলীস শিশু বয়সের ছিল; ফেরেশতাগণ তাকে সঙ্গে করে নিয়ে যায়। এভাবে ইবলীস ফেরেশতাদের মধ্যে স্থান প্রাপ্ত হয়"। (বোখারী শরীফ, ৪র্থ খণ্ড-টীকা)

ইবলীস বা আযাযীল ছিল জ্বিন প্রজাতির। আযাযীল সর্বদা আল্লাহ্‌র ইবাদতে মশগুল থাকতো। আল্লাহ্ তাকে ফেরেশতাদের ওস্তাদ বা সর্দার মর্যাদা প্রদান করেন। সে সাড়ে ছয় লক্ষ বছর ইবাদত করে, তখনও মানব বা আদম সৃষ্টি হয় নাই। জ্বিন জাতি নির্মল আগুনের তৈরী।

যা হোক, আল্লাহ্ তা'আলা ইনসান (আদম) সৃষ্টি করতে চাইলেন। পৃথিবীতে তাঁর প্রতিনিধি বা খলিফা প্রেরণ করবেন, এই তাঁর ইচ্ছা। এ কথা শুনে ফেরেশতারা বলেছিল, "ওয়া নাহনু নুসাব্বিহু বিহামদিকা ওয়া নুক্বাদ্দিসু লাকা" অর্থাৎ আমরাই তো আপনার প্রশংসাসহ তাস্‌বীহ পড়ছি, আপনার পবিত্রতা বর্ণনা করছি"। এর জবাবে আল্লাহ্ বলেছিলেন, "ইন্নি আ'লামু মালাতা'লামুন" অর্থাৎ আমি যা জানি তোমরা তা জাননা। (সূরা বাকারা-৩০)

"আর আমি আদমের মূল পদার্থ তৈরী করেছি। এ মূল পদার্থের দ্বারা আদমের আকৃতি গঠন করেছি। আকৃতিতে অবয়ব তৈরী করেছি"। অনন্তর সে আকৃতিই তার সন্তানদের মধ্যে অব্যাহত রয়েছে। এ হচ্ছে সৃষ্টির নিয়ামত। তারপর যখন আদম সৃষ্টি হয়ে গেল এবং সৃষ্ট বস্তু সামগ্রীর নাম সংক্রান্ত জ্ঞানে বিভূষিত হলো, তখন আমি ফেরেশতাদেরকে বললাম : (এবার) তোমরা আদমকে সিজদা করো। (এ হচ্ছে সম্মান সংক্রান্ত

www.amarboi.org

নিয়ামত)। তখন সবাই সিজদা করল; ইবলীস ব্যতীত– সে সিজদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না। আল্লাহ্ তা'আলা বললেন : আমি যখন (নিজে) নির্দেশ দিয়েছি তখন তোকে কিসে সিজদা করতে বারণ করলো? সে বলল : আমি তার চাইতে শ্রেষ্ঠ। আপনি আমাকে আগুন দ্বারা সৃষ্টি করেছেন আর তাকে অর্থাৎ আদমকে সৃষ্টি করেছেন মাটির দ্বারা। (এ হচ্ছে শয়তানী যুক্তির প্রথমাংশ) দ্বিতীয়াংশ হলো এই, আলোকময় হওয়ার কারণে আগুন মাটির চাইতে উত্তম। মহান আল্লাহ্ পাক ও ইবলীসের মধ্যে কথোপকথন এবং আল্লাহ্র সামনে ইবলীসের চ্যালেঞ্জ ঘোষণা সংক্রান্ত বিষয়ে মহান আল্লাহ্ পাক পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন– "আর আমি তোমাদেরকে অর্থাৎ আদমকে সৃষ্টি করেছি, এরপর আকার অবয়ব তৈরী করেছি। তারপর আমি ফেরেশতাদেরকে বলেছি আদমকে সিজদা করো, তখন সবাই সিজদা করেছে কিন্তু, ইবলীস সে সিজদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না। আল্লাহ্ বলেন : আমি যখন নির্দেশ দিয়েছি, তখন তোকে কিসে সিজদা করতে বারণ করলো? তখন সে (যুক্তি দেখিয়ে) বলে : আমি তার চাইতে শ্রেষ্ঠ। আপনি আমাকে আগুন দ্বারা সৃষ্টি করেছেন আর তাকে অর্থাৎ আদমকে সৃষ্টি করেছেন মাটির দ্বারা। আল্লাহ্ বলেন : তুই এখান থেকে বের হয়ে যা। এখানে অহঙ্কার করার কোনো অধিকার তোর নেই। অতএব তুই বের হয়ে যা। তুই অধর্মদের অন্তর্ভুক্ত। সে বললো : আপনি আমাকে যেমন উদ্‌ভ্রান্ত করেছেন আমিও অবশ্যই তাদের জন্য আপনার সরল পথে বসে থাকবো। এরপর তাদের কাছে আসবো, তাদের সামনের দিক থেকে, পেছনের দিক থেকে, ডান দিক থেকে এবং বাম দিক থেকে। আপনি তাদের অধিকাংশকে কৃতজ্ঞ পাবেন না। আল্লাহ্ বললেন : বের হয়ে যা এখান থেকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত হয়ে। তাদের যে কেউ তোর পথে চলবে, নিশ্চয়ই আমি তোদের সবার দ্বারা জাহান্নাম পূর্ণ করে দেব। (সূরা আল্-আ'রাফ- ১১-১৮)

ইবলীসের আকৃতি বদল এবং দুই সিজদাহ্-এর কারণ আল্লাহ্ তা'আলার হুকুম অমান্য করার কারণে আল্লাহ্ বলেন, "হে ইবলীস! এই বেহেশ্‌ত হতে

www.amarboi.org

বের হয়ে যা। নিশ্চয়ই তুই মুরতাদ হয়ে গিয়েছিস। রোজ কিয়ামত পর্যন্ত তোর উপরে অভিশাপ বর্ষিত হতে থাকবে"। ঐদিনই ইবলীসের ফেরেশতার চেহারা পরিবর্তিত হয়ে তার ভেতরে শয়তানের চেহারা আত্মপ্রকাশ করলো। তার চক্ষুদ্বয় যথাস্থান হতে নেমে বক্ষে চলে আসল। সমগ্র চেহারা অত্যন্ত কদাকার রূপ ধারণ করলো। তার শরীর হতে বেহেশ্‌তী পোশাক ও মস্তক হতে বাদশাহী তাজ মুহূর্তে অন্তর্হিত হলো এবং তার গরদানে অভিশাপের বেড়ি ঝুলতে লাগল। ফেরেশ্‌তাগণ একশত বছর ধরে সিজদাহ্‌র মধ্যে আল্লাহ্ পাকের তাসবীহ্ তাহলীল পাঠ করে সিজদাহ্ হতে মস্তকোত্তলন করত ইবলীসের উক্ত রূপ দুর্দশা অবলোকন করে ভয়ে এবং আল্লাহ্‌র প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে তারা পুনরায় সিজদায় পতিত হলো। বলাবাহুল্য যে, তাদের প্রথম সিজদাহ্‌টি ছিল আল্লাহ্‌র নির্দেশ পালনের জন্য এবং দ্বিতীয় সিজদাহ্‌টি ছিল তাদের নিজেদের তরফ হতেই আল্লাহ্‌র প্রতি কৃতজ্ঞতা বা শোকরিয়া জ্ঞাপনস্বরূপ, যেহেতু তাদের অবস্থা ইবলীসের মতো দুর্দশাগ্রস্ত ও অভিশপ্ত হয় নাই।

উল্লেখ্য যে, ফেরেশ্‌তাদের ঐ দুইটি সিজদাহ্‌ই ছিল আমাদের জন্য নামাযের মধ্যে প্রত্যেক রাকাতে দুইটি করে সিজদাহ্ করার কারণস্বরূপ। (কাসাসুল আম্বিয়া, ১ম ভাগ দ্বিতীয় কলাম)

অনন্তর আদম (আ) বেহেশতের মধ্যে আল্লাহ্ তা'আলার অফুরন্ত নিয়ামত সত্ত্বেও নিঃসঙ্গ মনে করছিল, তখন আল্লাহ্ তা'আলা তা (আদমের) বাম পাঁজর থেকে বিবি হাওয়াকে সৃষ্টি করলেন। আদম (আ) ও বিবি হাওয়া উভয়ে স্বীয় শির অবনত করে আল্লাহ্‌র কৃতজ্ঞতা স্বীকার করলেন। তারপর আদমকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে, ইবলীস তোমার এবং তোমার জীবন সঙ্গিনীর চরম শত্রু। সর্বদা সতর্ক থেকো, সে যেন চক্রান্ত করে তোমাদেরকে বেহেশ্‌ত হতে বহিষ্কার করতে না পারে। অন্যথায় তোমরা বিপদগ্রস্ত হয়ে পড়বে"। বেহেশতের মধ্যে আদম ও হাওয়ার প্রতি আল্লাহ্ তা'আলার আদেশ ছিল যে, "তোমরা ঐ বিশেষ বৃক্ষের ফল খেও না এবং ওর কাছেও যেও না"। (সূরা আ'রাফ-১৯)

www.amarboi.org

তারপর শয়তান আদমকে (ওয়াস ওয়াসা) কুমন্ত্রণা দিলো এই বলে যে, "হে আদম তোমাকে অমর হওয়ার এবং অবিচ্ছেদ্য বাদশাহী লাভের বৃক্ষের খবর দিবো কী?" তারপর ইবলীসের প্রবঞ্চনায় আদম ও হাওয়া নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল খেয়ে ফেলেন। ফলে তাদের বেহেশ্‌তী লেবাস-পরিচ্ছদ ছিন্ন হয়ে গেল। তারা বিভ্রাটে পড়ে গেলেন। উপস্থিত কোনো উপায় না পেয়ে বেহেশতের বৃক্ষপত্র দ্বারা নিজেদের সতর ঢাকার চেষ্টা করলেন। (বোখারী শরীফ ৪র্থ খণ্ড)

আদম ও হাওয়া (আ) স্বীয় প্রভুর আদেশ সত্ত্বেও আল্লাহ্ তা'আলার নাফরমানী করলো। ফলে আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে স্বীয় নৈকট্য ও সন্তুষ্টিভাজনদের স্থান বেহেশ্‌ত থেকে তাড়িয়ে দিলেন। তৎপর আদম পৃথিবীতে অবতরণের পর প্রস্রাব-পায়খানার প্রয়োজনবোধ করলো। আদম বিষ্ঠার গন্ধ বুঝতে পেরে অনেক কাল ক্রন্দন করেন। তিনি বেহেশতে আরবী কথা বলতেন, তৎপরে নিষিদ্ধ ফল ভক্ষণ করার পরে তার আরবী ভাষা ভুলে গেল। তাওবা কবুল হওয়ার পরে পুনরায় তাকে আরবী শিক্ষা দেয়া হয়। আদম (আ)-এর তাওবা কবুল হলে, হযরত জিব্রাঈল (আ) নাযিল হয়ে বললেন, "হে যমীনের যাবতীয় পশুকুল, আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের জন্য আদমকে খলিফা স্থির করেছেন, তোমরা তাঁর বশ্যতা স্বীকার করো। সামুদ্রিক জলচরকূল মস্তক সকল উচ্চ করে নিজেদের আনুগত্য প্রকাশ করলো। স্থলচর পশুরা তাঁর নিকট উপস্থিত হলে, তিনি তাদের মস্তক ও পৃষ্ঠদেশ স্পর্শ করলেন, তারা পালিত পশুদের অন্তর্গত হলো, আর যারা দূরে থাকল, তারা বন্য পশু শ্রেণীভুক্ত হলো।" তারপর আদম (আ) বললেন, "হে আল্লাহ! আমার ইচ্ছা ছিল যে, তোমার প্রশংসা বর্ণনা ও তাসবীহ্ পাঠে নিজের জীবনের সমস্ত অংশ অতিবাহিত করি। কিন্তু, তুমি আমার উপর কৃষি কার্য বা অন্যান্য ব্যবসার ভার অর্পণ করলে"। আল্লাহ্ তাঁকে চারটি কথা স্মরণ রাখতে হুকুম করেন– (১) তুমি কখনো আল্লাহর শরীক করবে না। (২) তুমি যে কার্য করবে, তার প্রতিফল প্রাপ্তিতে বিন্দুমাত্র তৎসম্বন্ধে অত্যাচার করা হবে না, (৩) তুমি দোয়া করলে, আমি কবুল করবো, (৪) তুমি লোকের নিকট যেরূপ ব্যবহার

www.amarboi.org

পাওয়ার আশা করো, লোকের সাথে সেরূপ ব্যবহার করবে। এছাড়া তাঁর প্রতি ১০টি ছহিফা নাযিল হয়। জমিনে জিব্রাঈল (আ) নাযিল হলে, ইবলীস বলতে লাগল যে, হে জিব্রাঈল (আ) আদম (আ)-কে গৌরবান্বিত করার অঙ্গীকার করলে, আদমের বংশধরগণের জন্য কিতাব, রাসূল, ইল্‌ম, বাসস্থান, খাদ্য ও মিষ্ট স্বর দান করলে। আমাকে কি কি বিষয় দান করলে? আল্লাহ্ বললেন, "তোমার কিতাব গোদানি দেয়া, তোমার কুরআন কবিতা, তোমার রাসূলগণকে শ্রেণী, তোমার ইল্‌ম যাদু, তোমার খাদ্য মৃত-জীব, তোমার পানীয় মদ, তোমার বাসস্থান গোসলখানা, তোমার কথা অমূলক কাহিনী, তোমার আযানদাতা গীত বাদ্য, তোমার মসজিদ বাজার, তোমার শব্দ ঘণ্টার আওয়ায এবং তোমার ফাঁদ স্ত্রী লোকেরা।" ইবলীস তা শ্রবণ করে বললো : এই আমার পক্ষে যথেষ্ট হয়েছে। (দোঃ কঃ খাঃ)

হযরত আদম (আ) আরও বললেন, "হে আল্লাহ, এই ইবলীস আমাদের চরম শত্রু, যদি আপনি আমাকে ও আমার বংশধরগণকে সাহায্য না করেন, তবে আমরা তার প্রতিযোগিতায় দণ্ডায়মান হতে পারব না। আল্লাহ্ বললেন, "আমি তোমাদের প্রত্যেক বংশধরের সাথে এক একজন ফেরেশতা নিয়োজিত করব।" আদম (আ) বললেন, আল্লাহ! এটা অপেক্ষা আরও কিছু বেশি চাই। আল্লাহ্ বললেন, "একটি গোনাহ্ কার্যের পরিবর্তে একটি গোনাহ্, আর একটি নেকীর পরিবর্তে দশটি নেকী লিখে দিব।" আদম বললেন, আল্লাহ, আরও কিছু বেশি চাই। আল্লাহ্ বললেন, "যতক্ষণ তোমার বংশধরগণের দেহে আত্মা (রূহ) থাকবে, ততক্ষণ তাদের জন্য তাওবার দ্বার খুলে রাখব।" আদম বললেন, এবার যথেষ্ট হয়েছে। (মৃত্যুর সময় নয়)

শয়তান তা অবগত হয়ে বিনয় সহকারে বলতে লাগল, খোদা! আমার শত্রুকে এরূপ সাহায্য করলে, এখন আমাকেও সাহায্য করুন, আল্লাহ্ বললেন, "প্রত্যেক আদম সন্তানের সাথে তোমার এক একটি সন্তান থাকবে।" শয়তান বলল, আরও কিছু বেশি চাই। আল্লাহ্ বললেন, "আদম সন্তানের রক্ত, শিরা ও বক্ষের মধ্যে প্রবেশ করতে পারবে।" শয়তান বলল, এগুলো অপেক্ষা আরও কিছু বেশি চাই। আল্লাহ্ বললেন, "তুমি সমস্ত

www.amarboi.org

পদাতিক ও অশ্বারোহী সৈন্য সামন্ত নিয়ে প্রত্যেক দিক হতে তাদের উপর আক্রমণ করতে পারবে এবং তাদের অর্থ ও সন্তানগণের অংশীদার হতে পারবে।" এবার যথেষ্ট হয়েছে। সুধী ভ্রাতা-ভগ্নিগণ, সাবধান, একবার আল্লাহ্‌র হুকুম অমান্য করার কারণে আদম ও আযাযীলের এই পরিণতি। আল্লাহ্‌র হুকুম লঙ্ঘন করলে তার পরিণতি কী হতে পারে? তা সহজেই অনুমেয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমরা প্রতিদিন আল্লাহর বহু হুকুম অমান্য করে চলছি। আর তাই সত্য পথের অনুসারীদের করণীয় হচ্ছে, যখনই শয়তানের প্ররোচনায় আল্লাহর কোনো হুকুম লঙ্ঘন হবে। সাথে সাথে তাওবা ইস্তেগফারের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র নির্দেশের দিকে ফিরে যেতে হবে।

www.amarboi.org

ফেরাউনের পরিণাম

সৃষ্টিকর্তাকে আমরা বহু ভাষায় ডেকে থাকি। আরবী ভাষায় যেমন আল্লাহ্, রব্ব, বাংলা ভাষায় প্রভু, ইংরেজি ভাষায় God (গড্), ফার্সী ভাষায় খোদা– খোদ্ শব্দ হতে খোদা। খোদ্ অর্থ-স্বয়ংম্ভু (স্বয়ং সৃষ্ট)। স্বয়ং সৃষ্ট যিনি তাঁকেই খোদা বলা হয়। তাঁকে কেউ সৃষ্টি করে নাই। আপন কুদরতে তিনি সৃষ্ট। আল্লাহর আহার, নিদ্রা, তন্দ্রা নাই; তিনি চির জীবন্ত।

মিশরের রাজা বাদশাদের উপাধি ছিল ফেরাউন। এই ফেরাউন রাজাদের মধ্যে কাবুস, দ্বিতীয় নাম রামসিস খোদা-ই দাবী করেছিল। ফেরাউন সম্প্রদায় মিশরের একটানা তিন হাজার বছর ক্ষমতাসীন ছিল। কিবতীগণ মিশরের আদি বাসিন্দা। তারা ফেরাউন রাজাকে খোদা বলে মেনে নিলো। কিন্তু, বনী-ইসরাঈলগণ ফেরাউনকে খোদা বলে মেনে নিলো না। তাদের উপর চললো অমানুষিক অত্যাচার ও নির্যাতন। ফেরাউন চার'শ বছর জীবিত ছিল। জীবিত কাল পর্যন্ত ফেরাউনের খোদা-ই দাবী বহাল থাকে। তিন'শ বছরের মধ্যে এই ফেরাউনের কোনো অসুখ হয় নাই।

এই ফেরাউনের প্রথম জীবনের আলোচনা না করলে তার সম্পর্কে কিছুই জানা যাবে না। তার বাল্য নাম ছিল কাবুস। বল্‌খ দেশের পল্লী গ্রামের এক কৃষকের ঘরে তার জন্ম হয়। পিতার নাম ছিল ওলিদ। কিবতী বংশীয় লোক ছিল।

কাবুস বাল্যকাল হতেই দূরন্ত ও দুষ্ট স্বভাবের ছিল। সামান্য লেখা পড়া শিখে ছিল। তার পিতা চরিত্র পরিবর্তনের জন্য বিবাহ দিয়ে পুত্রকে সংসারী করতে চেষ্টা করে। কাবুস যাঁকে বিবাহ করে তাঁর নাম আছিয়া। তাঁর পিতার নাম ছিল মোজাহাম। তিনি আক্কাছ শহরে বনী ইসরাঈল বংশের একজন সম্মানী ব্যক্তি ছিলেন। আছিয়া বাল্যকাল থেকেই সুশীলা, ধর্মপরায়ণ ও পরমা সুন্দরী ছিলেন। পিতার চেষ্টায় আছিয়া লেখা পড়া করেছিলেন।

www.amarboi.org

বিবি আছিয়ার স্বামী কাবুস ছিল আছিয়ার বিপরীত ধর্মী। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলার বিধান অপরিবর্তনীয়, নির্ধারিত। যাহোক। বিবাহের পর কাবুসের চরিত্রের কিছু পরিবর্তন হয়। কিন্তু, পিতার মৃত্যুর পর আবারো পাপ কর্মে লিপ্ত হয়ে পিতার বিষয় সম্পদ নষ্ট করে একেবারে নিঃস্ব হয়ে পড়ে। তারপর আর্থিক সংকটে পড়ে অর্থ উপার্জনের উদ্দেশ্যে গৃহ ত্যাগ করে। এই সময় হামান নামক এক ব্যক্তির সঙ্গে তার বন্ধুত্ব হয়। নানা স্থানে ভাগ্যের অন্বেষণে দু'বন্ধু ঘোরাফেরা করতে করতে অবশেষে মিশর দেশে এসে এক কৃষকের খোর মোজা বিক্রয়ের চাকরি গ্রহণ করে। সেই বছর দেশে ভীষণ মহামারী লাগায় দৈনিক বহু মৃতলাশ গোরস্থানে আসতে থাকে। কাবুস প্রতিটি মৃতদেহ কবর দেয়ার জন্য এক টাকা হতে পাঁচ টাকা পর্যন্ত বৃদ্ধি করে প্রচুর অর্থোপার্জন করে। তারপর কাবুস সে দেশের প্রধান মন্ত্রীকে প্রচুর উৎকোচ দিয়ে নগর রক্ষকের কার্যভার গ্রহণ করে এবং বন্ধু হামানকে গোরস্থানের রক্ষণাবেক্ষণের পদে নিযুক্ত করে। কাবুসের ভাগ্য ছিল খুবই সুপ্রসন্ন, তাই সে চেষ্টা বলে ধাপে ধাপে পদমর্যদায় উন্নীত হতে ছিল। নগর রক্ষকের চাকরি গ্রহণ করার পর কাবুস বিভিন্ন কাজে বাদশাহ্র দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সমর্থ হয়েছিল। অল্পদিন পরেই মিশরের প্রধানমন্ত্রীর মৃত্যু হওয়ায় বাদশাহ্ কাবুসের কার্যে সন্তুষ্ট হয়ে কাবুসকেই যোগ্য মনে করে তাকে রাজ্যের প্রধানমন্ত্রীর পদে নিযুক্ত করলেন। সঙ্গে সঙ্গে তার সুপারিশে বাদশা কাবুসের বন্ধু হামানকে নগর রক্ষকের পদে নিয়োগ করলেন। ভাগ্য ও চেষ্টার ফল : এখন সে মিশরের প্রধানমন্ত্রী। এখন দেশের উন্নতি, প্রজাবৃন্দের সুখ শান্তি ও নিরাপত্তা তার উপর নির্ভর করছে। কাবুস প্রজাসাধারণের মনজয় করবার জন্য রাস্তা নির্মাণ, কূপ, ইঁদারা, পুকুর খনন, দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন প্রভৃতি জনহিতকর কার্য করে প্রজাদের প্রিয়পাত্র হয়ে উঠলো। গরীব প্রজাকে আর্থিক সাহায্য বা খাজনা মাফ করে দিয়ে প্রজাগণের অন্তর জয় করতে লাগলো। চেষ্টা উন্নতির প্রসূতি। ভাগ্য প্রসূতির ফল। তাই বুঝি কাবুস মিশরের প্রধানমন্ত্রী। বিধাতার বিধান বড়ই রহস্যাবৃত।

www.amarboi.org

মানুষের আশার শেষ নাই। কাবুসের চরম সীমায় পৌঁছবার অভিলাষ। আল্লাহ্ তা পূরণ করবার সুযোগও তাকে দিলেন। কাবুস প্রধানমন্ত্রী হওয়ার কিছুকাল পরেই মিশরের বাদশাহ দেহ ত্যাগ করলেন। রাজ্যের সভাসদগণ এবং প্রজাসাধারণ সকলেই প্রধানমন্ত্রীর কার্যে সন্তুষ্ট হয়ে এক বাক্যে তাকে বাদশাহর সিংহাসন প্রদান করার পক্ষে রায় প্রদান করলো। কাবুস দ্বিতীয় রামসীস নাম ধারণ করে বিশাল মিশর সাম্রাজ্যের ভাগ্য বিধাতা ফেরাউন হলো। প্রথম রামসীস নামে একজন মিশরের বাদশা ছিল। এখন সে দ্বিতীয় রামসীস নাম ধারণ করে মিশরের সিংহাসন অলঙ্কৃত করে। কাবুস ওরফে দ্বিতীয় রামসীস ফেরাউন তার বন্ধু হামানকে প্রধানমন্ত্রীর পদে নিযুক্ত করলো। ধন্য বন্ধু! ধন্য বন্ধুত্ব! একেই বলে অকৃত্রিম ভালোবাসা।

তারপর কাবুস শ্বশুরালয়ে গিয়ে গর্বভরে তার সৌভাগ্যের কথা সকলকে জানালো। তৎপর শ্বশুর শাশুড়ীর অনুমতি নিয়ে তার স্ত্রীকে নিয়ে মিশরে চলে গেল। এখন মহীয়সী আছিয়া মিশর সাম্রাজ্যের সম্রাজ্ঞী। একদিন ফেরাউন তার বন্ধু হামানকে বললো, আমার বড় সাধ আমি মানুষের খোদা হতে চাই। হামান একথা শুনে বললো : এমন কথা মুখে না আনাই ঠিক। কিবতী ব্যতীত বনী ইসরাঈলগণ তো প্রাণ গেলেও এক আল্লাহ ছাড়া তোমাকে খোদা বলে স্বীকার করবে না। ফেরাউন হতাশ হয়ে বললো, আমার আশাপূর্ণ করবার জন্যই তো তোমাকে প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত করেছি। হামান সান্ত্বনা দিয়ে বললো : একটা কাজ করলে সম্ভব হতে পারে। ফেরাউন বললো : সেটা কি কাজ করতে হবে? হামান বললো : দেশের মধ্যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দিতে হবে। মাদ্রাসার শিক্ষা ও ধর্মালোচনা সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ ঘোষণা করতে হবে। মানুষকে সম্পূর্ণ মূর্খ ও গোমরা করতে হবে। তাহলে সম্ভব হতে পারে। কুটবুদ্ধি ধূর্তবাজ হামানের পরামর্শ ফেরাউনের খুব পছন্দ হলো। ফেরাউনের আদেশে মিশরের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, মসজিদ, মন্দির ভেঙ্গে দেয়া হলো। দেশ মূর্খ জাতিতে পরিণত হলো। এক আল্লাহ্র পরিবর্তে শয়তানের পূজা শুরু হলো। মানুষ মূর্তি, পাহাড়-পর্বত, গাছ-পালা, চন্দ্র, সূর্য, নদ-নদী পূজা করতে লাগলো। তারপর

www.amarboi.org

ফেরাউন জানতে পেরেছিল যে, এদেশে একজন নবী জন্মগ্রহণ করবেন, সে তার প্রধান শত্রু হয়ে তার ধ্বংস সাধন করবে। এই চিন্তা দূর করবার জন্য ফেরাউন তার প্রধানমন্ত্রী হামানকে ডাকলো এবং তার পরামর্শ চাইলো– হামান বললো : দেশে আইন জারী করতে হবে। স্বামী-স্ত্রী সহঅবস্থান করতে পারবে না। সঙ্গে সঙ্গে দেশে আইন জারী করলো যে, স্বামী-স্ত্রী সহঅবস্থান করতে পারবেন না। এর জন্য দেশে কড়া প্রহরীও নিযুক্ত করলো। তারপর ফেরাউনের আদেশে নবজাত পুত্র সন্তানদেরকে হত্যা করা হতো এবং কেবল কন্যাগণকে জীবিত রাখা হতো।

আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় বাধা দেবার শক্তি কারো নেই। একদা চুপিসারে সকলের অজান্তে স্বামী-স্ত্রীর মিলন হলে মূসার মাতা গর্ভবতী হলেন এবং যথা সময় মূসা জন্মলাভ করলেন। জন্ম গ্রহণের সময় কোনো রকম কান্না বা অন্য কোনো শব্দ না হওয়ায় লোকেরা তাঁর জন্মের খবর জানলো না। পিতা মাতার চিন্তা হলো সদ্যজাত শিশুকে কি করে জীবন রক্ষা করা যায়। শেষ পর্যন্ত গায়েবী হুকুমে শিশুটিকে সিন্ধুকে পুরে নীল নদে ভাসিয়ে দেয়। সিন্ধুকটি স্রোতের বিপরীত দিকে ভাসতে ভাসতে ফেরাউনের ঘাটে এসে থেমে যায়। ফেরাউনের স্ত্রী ঘাটের তীরে বাগানে বেড়াতে গিয়ে এ সিন্ধুক দেখতে পায় এবং সিন্ধুকটি উঠিয়ে এনে খুলে দেখতে পেলো একটি সদ্যপ্রসূত শিশু। শিশুটির প্রতি তাঁর মায়া হল। ফেরাউনের স্ত্রী ধর্মপরায়ণা আছিয়া তাঁকে কোলে তুলে নিলেন।

এদিকে সিন্ধুকটি নীল নদে ভাসিয়ে দেবার পর মা'র চিন্তা হলো সিন্ধুকটি কোথায় কি অবস্থায় থাকে। তাই মূসার বোনকে নজর রাখতে নিযুক্ত করলো। তারপর মূসার বোন সব ঘটনা জানবার পর তাঁর মাকে সব কথা বললো। এদিকে সদ্য শিশুটি ফেরাউনের পুত্র বলে রাজ্যময় ঘোষণা করে দিল। বিবি আছিয়া শিশুটিকে বাঁচাবার জন্য ধাত্রী জোগাড় করলো। কিন্তু কোনো ধাত্রীরই স্তন সে পান করলো না। শেষে ঐ ভগ্নী আর একটি ধাত্রীর সন্ধান দিয়ে গেলো, তাকে আনা হলে তার স্তন পান করতে দিলে সে তার স্তন পান করলো। সে যে তাঁর মা একথা কেউ আর বুঝতে পারলো না।

www.amarboi.org

করুণাময়ের কি করুণা! সন্তান প্রসব করবার পর কত না ভয়, বিপদ ও চিন্তা ছিল। কিন্তু, আল্লাহ তা'আলার অসীম দয়ায় মাতা-পিতার সে চিন্তা ও বিপদ দূর হয়ে গেল। করুণাময় আল্লাহ্ তা'আলার কি চমৎকার ব্যবস্থা। যাঁর ভয়ে ফেরাউন শঙ্কিত ছিল, তারই ঘরে তারই প্রবল শত্রু শিশু মূসা প্রতিপালিত হতে থাকে।

একদা ফেরাউন শিশু মূসাকে কোলে নিয়ে রাজ সিংহাসনে বসে শিশুটিকে আদর করে চুমা খেলে, শিশু মূসা ফেরাউনের গালে এক চড় মেরে দিলেন। শিশু হাতের চড় হলেও চড়ের আঘাত ছিল অলৌকিকভাবে প্রচণ্ড। ফেরাউন তা অনুভব করেছিল। এতে ফেরাউন ক্রুদ্ধ হয়ে বললো : একে হত্যা করতে হবে। এ আমার সেই শত্রু। কিন্তু ফেরাউনের স্ত্রী বললো এতো শিশু, এ ভালো মন্দ কিছু বোঝে না। এতো আগুনেও হাত দিতে পারে। তারপর জ্যোতির্বিদদের পরামর্শক্রমে শিশুটিকে পরীক্ষা করবার জন্য একটি পাত্রে জ্বলন্ত অঙ্গার ও অপর পাত্রে জমরুদ ইয়াকুত পাথর রাখা হলো। শিশুটি যদি অঙ্গারে হাত দেয় তাহলে বোঝা যাবে সে ভালো মন্দ কিছু বোঝে না। পরীক্ষা শুরু হলো। শিশু মূসা পাথরের দিকে হাত দিতে ছিল, এমন সময় ফেরেশ্‌তা এসে তাঁর হাত জ্বলন্ত অঙ্গারের দিকে ফিরিয়ে দিলেন। শিশুটি জ্বলন্ত অঙ্গার তুলে মুখে দিলেন। সে যে ভালো মন্দ কিছু বোঝে না তা প্রমাণ হয়ে গেল। আছিয়া ও শিশু মূসা (আ) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন।

কথিত আছে, মূসা (আ) জ্বলন্ত অঙ্গার মুখে পুরলে তার কারণে সে তোতলা হয়ে যান। মিশরের একচ্ছত্র সম্রাট ফেরাউন। তার বিরুদ্ধে কথা বলার একটি লোকও নাই। অহঙ্কারে মদমত্ত হয়ে ফেরাউন আল্লাহকে অস্বীকার করে নিজকে খোদা-ই দাবী করে বসলো। ফেরাউনের অনুগত মূর্খ মিশরীয় কিবতীগণ তাকে খোদা বলে মেনে নিলো। কিন্তু, মিশরীয় বনী ইসরাঈলগণ ফেরাউনকে খোদা বলে স্বীকার করলো না। ফলে ফেরাউন তাদের উপর চরম অত্যাচার নির্যাতনপূর্বক তাদেরকে দাসরূপে পরিণত করে।

যেখানে ধর্মের গ্লানি আসে সেখানেই আল্লাহ্ তা'আলা নবী রাসূল প্রেরণ করে থাকেন। এমনিভাবে হযরত আদম (আ) থেকে আখেরী নবী হযরত

www.amarboi.org

মুহাম্মদ (সা) পর্যন্ত কাল ও স্থানের সময় উপযোগী নবী রাসূল প্রেরীত হয়েছিল। ফেরাউনের সময় নবী ছিলেন মূসা (আ)। তাঁর পিতার নাম ছিল ইমরান ইবনে ইয়াছার। মূসা (আ) বয়ঃপ্রাপ্ত হয়ে ফেরাউনকে বললেন, এক আল্লাহর প্রতি তুমি বিশ্বাস স্থাপন করো। তিনি এক, অদ্বিতীয়, লা-শরিক। উভয়ের মধ্যে শুরু হলো শত্রুতা। হযরত মূসা (আ) তূর পর্বতে ঐশী-জ্যোতি দর্শনপূর্বক আল্লাহ্র প্রত্যক্ষ বাণী (নবুয়্যতী) লাভ করেন। তাঁর মোজেযা ছিল তাঁর হাতের লাঠি মুহূর্তেই বিশাল অজগরে পরিণত হয়ে যেত। সমুদ্রের পানিতে আঘাত করলে সমুদ্রের পানি দ্বিধা বিভক্ত হয়ে যেত।

আল্লাহ্র আদেশে মূসা (আ) বনী ইসরাঈলগণকে উদ্ধারের জন্য ফেরাউনের নিকট উপস্থিত হয়ে সত্য ধর্ম গ্রহণ করতে বলেন এবং ইসরাঈল বংশকে মুক্তি দেবার জন্য অনুরোধ করেন।

"উল্লেখ্য, বনী ইসরাঈল অর্থ হচ্ছে ইসরাঈল বংশ। হযরত ইব্রাহিম (আ)-এর অন্যতম তনয় ইসহাকের পুত্র ইয়াকুবের উপাধি ছিল ইসরাঈল। তাঁর বারটি পুত্র সন্তান ছিল। এই পুত্রদের বংশাবলীকেই বনী ইসরাঈল অর্থাৎ ইসরাঈল বংশ নামে অভিহিত করা হয়। হযরত ইসরাঈলের এক পুত্রের নাম 'ইয়াহুদ' ছিল। ঐ নামানুসারে ইসরাঈল বংশ 'ইহুদী' নামে আখ্যায়িত হয়ে থাকে।" (তঃ হককানী)

এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের বিবৃতি এই, "নিশ্চয় আমি মূসাকে সুস্পষ্ট নয়টি মোজেয়াও দিয়েছিলাম; যখন তিনি বনী ইসরাঈলদের মধ্যে নবীরূপে এসেছিলেন সে সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ বনী ইসরাঈলদের নিকট জিজ্ঞাসা করতে পার।"

তখন ফেরাউন মূসা (আ)-কে বলেছিল, হে মূসা! তোমার প্রতি আমার ধারণা যে, যাদুর দরুন তোমার বুদ্ধির বিপর্যয় ঘটেছে তাই তুমি নবুয়্যতের দাবী করছো। সে আরও বললো, আমাদের উপর যাদু চালানোর জন্য যে কোনো রকম আশ্চর্য বস্তুই পেশ করো না কেন আমরা কিছুতেই তোমার প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারী হবো না।

www.amarboi.org

আল্লাহ্ তা'আলার আদেশানুসারে মূসা (আ) ও হারুন (আ) উভয়ে ফেরাউনের নিকট পৌঁছে তাকে এই বললো যে, "আমরা তোমার সৃষ্টিকর্তা, রক্ষাকর্তা, পালনকর্তা, প্রভুর তরফ হতে রাসূল-নবীরূপে এসেছি। বনী-ইসরাঈলগণকে আমাদের সঙ্গে ছেড়ে দাও, তাদেরকে আর যাতনা দিও না।" এই সময় দুনিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ ধনপতি এবং সর্বপ্রসিদ্ধ কৃপণ "কারুন" বনী ইসরাঈল বংশধর এবং হযরত মূসারই চাচাত ভাই ছিল। বনী ইসরাঈলদেরকে শোষণ করার জন্য ফেরাউন তাঁদের স্বজাতীয় কারুনকে তাদের উপর শোষণের ঠিকাদার নিযুক্ত করেছিল। কারুন এতো বেশি ধন সম্পদের মালিক ছিল যে, তার ধন ভাণ্ডারের চাবিসমূহ শক্তিশালী লোকের একটা দল অতি কষ্টে উঠাতে পারতো। (বোখারী শরীফ, চতুর্থ খণ্ড)

মূসা (আ) তাকে শরীয়তের হুকুম আহকামের প্রতি আহ্বান করে, বিশেষত যাকাতের হুকুম এবং আল্লাহর রাস্তায় ধন ব্যয় করার আদেশে হযরত মূসার প্রতি তার চরম শত্রুতার সৃষ্টি হলো। তারপর হযরত মূসা (আ) কারুনের প্রতি বদ দোয়া করলেন। ফলে আল্লাহ্ তাকে তার ধন-দৌলত ও বাড়ি-ঘরসহ যমিনে ধ্বসিয়ে দিলেন। (বোখারী শরীফ, ৪র্থ খণ্ড)

হযরত মূসা (আ)-এর সত্যতা এবং তাঁর নবুয়্যতের দাবী সত্য বলে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী যাদুকর দল তাঁর প্রতি ঈমান এনেছিল। কিন্তু ফেরাউন সত্য ধর্ম অগ্রাহ্য করেছিল। হযরত মূসা (আ) তাঁর নবুয়্যতের স্বপক্ষে অনেক মোজেযা প্রদর্শন করেন। যেমন "স্বীয় যষ্টির অলৌকিক শক্তি এবং বিস্ময়কর শুভ্রোজ্জ্বলকর জ্যোতি। ফেরাউন তদ্দর্শনে চমৎকৃত হলেও তাকে যাদুর কার্য মনে করে সত্য গ্রহণ থেকে বিরত থাকলো।

ফেরাউনের মহিয়ষী স্ত্রী আছিয়া ফেরাউনকে 'খোদা' বলে মেনে নেননি। ধর্ম-প্রাণ আছিয়া এক আল্লাহ্ ব্যতীত নাই কোনো উপাস্য, নাই কোনো খোদা; এই বিশ্বাসে অটল ছিলেন। ফেরাউনের শেষ চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ার পর সে তার স্ত্রীকে হত্যার চেষ্টা করে। প্রথমে মহাপ্রাণ আছিয়ার দেহ হতে চাকু দিয়ে চামড়া ছাড়ানো হয়। তাঁকে পেরেক বিদ্ধ করা হয়। তবুও আছিয়া এক আল্লাহ্র উপর নির্বিকার থেকে ফেরাউনকে খোদা বলে স্বীকার করলো না।

www.amarboi.org

তারপর আছিয়াকে উত্তপ্ত তেলের ডেকে ছেড়ে দেয়া হয়। আছিয়ার অস্থি মজ্জা উত্তপ্ত তেলের সঙ্গে মিশে একাকার হয়ে গেল। অবিনশ্বর আত্মা জান্নাতে গমন করলো। আছিয়ার আল্লাহ আছিয়াকে ধন্য করলেন তাঁর দীদার লাভে। এই বেদনা বিধুর আছিয়া পার্থিব জীবনের পরম সুখ শান্তি পদদলিত করে এক আল্লাহ্‌র মহিমা সুধা পান করতে ফেরাউনকে খোদা বলে বশ্যতা স্বীকার করেন নাই।

সত্যের পথ বড়ই দুর্গম, দুস্তর। কিন্তু চির শান্তি, চির জয়ী, চির ভাস্বর। এটা মহাপ্রাণ ব্যক্তিগণ প্রমাণ করেছেন। ফেরাউন তার খোদা-ই দাবী বহাল রাখবার জন্য রজনীকালে গভীর জঙ্গলে গিয়ে পরম করুণাময় আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করতে থাকে, "হে দয়াময়, দয়া করে আমার প্রার্থনা কবুল করো এবং আমার প্রার্থনা পূরণ করো। তার অশ্রু বিগলিত প্রার্থনা আল্লাহ মঞ্জুর করতে থাকেন। প্রাচীনকাল থেকেই নীল নদের পানি সেচের দ্বারা কৃষি কার্য চলে আসছে। সেজন্য মিশরকে বলা হয় নীল নদের দান। একদা নীল নদের পানি শুকিয়ে গেল। প্রজাগণ হা-হুতাশ করতে থাকে, প্রজাগণ ফেরাউনের কাছে এসে দাবী করলো, "তুমি যদি আমাদের খোদা হও, তবে নীল নদে পানি ভর্তি করে দাও।" ফেরাউন খোদা বড় মুছিবতে পড়লো। এবার ফেরাউন গভীর রজনীতে জঙ্গলে গিয়ে গাছের সঙ্গে উপর দিকে পা বেঁধে নিচের দিকে মাথা রেখে আল্লাহর নিকট তার মনের বেদনা কামনা প্রার্থনা করতে লাগলো। তার কাকুতি মিনতির অশ্রু বর্ষণে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত হতে লাগলো, বনের পশু পক্ষী নীরবে তার এ কাকুতি মিনতি শ্রবণ করতে থাকে।

এমন সময় আল্লাহ্‌ তা'আলা জিব্রাঈল (আ) কে মানুষ বেশে ফেরাউনের নিকট পাঠালেন। জিব্রাঈল (আ) এসে জিজ্ঞাসা করলো : "তুমি কি চাও। তোমার দাবী পূরণ করা হবে।" তারপর তাকে প্রশ্ন করলেন, "যদি কোনো ভৃত্য তার প্রভুর অবাধ্য হয়, তাহলে তাকে কি করা উচিত?" ফেরাউন উত্তর দিয়েছিল "নীল নদের পানিতে ডুবিয়ে মারা উচিত।" জিব্রাঈল (আ) বললেন, "তাহলে আমার জামার আস্তিনে তোমার আঙ্গুল দিয়ে লিখে

www.amarboi.org

দাও।" ফেরাউন তার আঙ্গুল দিয়ে লিখে দিলো। ফেরাউনের প্রার্থনা আল্লাহ পূরণ করলেন; নীল নদ পানিতে ভর্তি হয়ে গেল। খোদা-ই দাবী বলবৎ রইল।

এই সময় মিশরে উপর্যোপরি ভয়াবহ বিপদ আসতে থাকে। তদ্দর্শনে ফেরাউন হযরত মূসাকে বনী ইসরাঈলগণসহ মিশর পরিত্যাগ করতে আদেশ করে। "অতঃপর সে সংকল্প করলো যে, বনী ইসরাঈলদেরকে সেই দেশ হতে নির্মূল করে দিবে।" (সূরা বনী ইসরাঈল)

সমূহ বিপদ মনে করে হযরত মূসা (আ) বনী ইসরাঈলগণকে সঙ্গে নিয়ে দেশ ত্যাগ করলেন। এ সংবাদ ফেরাউন শোনা মাত্র স্বীয় সৈন্যদলসহ মূসার যাত্রা পথে দ্রুত ধাবিত হয়। এদিকে মূসা (আ) তাঁর দলবলসহ নীল নদের তীরে এসে পৌঁছে গেলেন। এমন সময় ফেরাউনের দলবলকে বনী ইসরাঈলগণ অদূরে দেখতে পেয়ে ভয়ে ভীত হয়ে পড়ে। এমন সময় আকাশ বাণী হলো, "হে মূসা! তোমার হাতের যষ্টির দ্বারা নীল নদের পানির উপর আঘাত করো।" মূসা (আ) কোনো প্রকার ভীত বা বিচলিত না হয়ে অলৌকিক শক্তির প্রভাবে স্বীয় যষ্টির দ্বারা নীল নদের পানির উপর আঘাত করলে নদের পানি বিভক্ত হয়ে শুষ্ক প্রশস্ত পথ হয়ে যায়। উভয় পার্শ্বের পানি পাহাড়ের মতো উচ্চ হয়ে অবস্থান করছিল। মূসা (আ) ও বনী ইসরাঈলগণ নিরাপদে পার হয়ে তীরে উঠে গেল। এদিকে ফেরাউন মূসা (আ)-এর পথ অনুসরণ করে স্বীয় দলবলসহ মধ্য পথে উপনীত হলে দুইদিকের বারিরাশি চাপ দিতে থাকে। এমন সময় ফেরাউন আল্লাহ্‌র নিকট বিনীত কণ্ঠে কাকুতি মিনতি করে বলে, "হে আল্লাহ্! আমি মূসাকে নবী বলে স্বীকার করছি এবং বনী ইসরাঈলদের ধর্ম গ্রহণ করছি। আমাদেরকে ক্ষমা করো।" তোমাকে বহু সময় দেয়া হয়েছিল, এখন কেন? আর নয়। তৎপর তার লিখিত অঙ্গীকার প্রদর্শন করা হয়। তৎপর তার মুখে কাদা, মাটি নিক্ষেপ করা হয়। তারপর তার দলবলসহ সলিল সমাধি হয়। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন "সুতরাং আমি তাকে এবং যারা তার সঙ্গে ছিল, সকলকে নিমজ্জিত করে দিলাম।" (সূরা বনী ইসরাঈল)

www.amarboi.org

অন্যান্য কিতাবে বর্ণিত আছে, "হযরত মূসার (আ) যষ্টির আঘাতে সমুদ্রের বারিরাশি দ্বাদশ ভাগে বিভক্ত হয়ে বনী ইসরাঈলগণের যাওয়ার জন্য বিশুষ্ক পথ নির্মিত হয়েছিল এবং প্রত্যেক পথের উভয় পার্শ্বের পর্বত প্রমাণ স্বচ্ছ সলিলের প্রাচীর অবস্থান করতেছিল। বনী ইসরাঈলগণ ঐ সমুদ্র পথে গমন করে পার হওয়ার পর যখনই ফেরাউন সদলবলে ঐ সমুদ্রের পথে তাদের পশ্চাদ্ধাবনের জন্য অগ্রসর হয়েছিল, তখনই সুগভীর বিগলিত তরল সলিল স্রোতে তারা সদলবলে নিমজ্জিত ও ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে গিয়েছিল।" (তেঃ এবনে জয়ীর, মা-য়ালম ও আজিজী)।

উল্লেখ যে, লোহিত সাগরে ফেরাউন ও তার দলবল নিমজ্জিত হয়। অন্য বর্ণনায় আছে– ভূ-মধ্য সাগরে নিমজ্জিত হয়। অধিকাংশের মতে নীল দরিয়ায় নিমজ্জিত হয়। কিন্তু "ভূগোল প্রসিদ্ধ লোহিত সাগরকে আরবীতে বাহ্‌রে আহ্‌মার (লাল সমুদ্র এবং বাহ্‌রে কুলজুম বলা হয়)। আলোচ্য ঘটনার সমুদ্রটির নাম কুরআন-হাদীসে উল্লেখ নাই, কিন্তু মিশর এলাকা– যথা হতে মূসা (আ) যাত্রা করেছিলেন এবং তূর পর্বত এলাকা যথায় তিনি প্রথমে পৌছে ছিলেন, এই দুই এলাকার মধ্যে লোহিত সাগর তথা তার সুয়েজ উপসাগর শাখাটি বিদ্যমান, যে শাখা হতে সুয়েজ খাল খনন করা হয়েছে। লোহিত সাগরের এই অংশ প্রায় ৩০ মাইল প্রশস্ত। এই উপসাগর ভিন্ন আর কোনো সমুদ্র তথায় নাই, তাই সমস্ত তাফসীরকারগণ লোহিত সাগরকেই উক্ত ঘটনার স্থলরূপে নির্দিষ্ট করেছেন।" পবিত্র কুরআনে তূরে সী-নীন ও তূরে সাইনা নামেও অভিহিত করা হয়েছে। আর মূসা (আ) সমুদ্র পার হয়ে প্রথম উপস্থিতির স্থান ছিল সীনা পর্বত। এ কারণেই লোহিত সাগরকেই উক্ত ঘটনার স্থলরূপে নির্দিষ্ট করেছেন। (বোখারী শরীফ, ৪র্থ খণ্ড)

মিশরীয় ভাষায় ফের-আউন অর্থ-সম্রাট। ফেরাউন অর্থ-অহঙ্কারী, দাম্ভিক। ফেরাউন অর্থ সূর্য দেবতার সন্তান। ফেরাউন-এর বংশ ছিল হযরত নূহ (আ)-এর তনয় হামের পুত্র মেশরের বংশধর। ফেরাউনগণ সাধারণত মিশরবাসীদের দ্বারা সৃষ্টিকর্তা ও উপাস্যরূপে পূজিত হতো। এজন্য সে

www.amarboi.org

প্রথমে হযরত মূসাকে নির্বোধ ও উন্মাদ বলে নানারূপে অবজ্ঞা ও উপহাস করতো। ফেরাউনগণের ধনবল, জনবল, বৈভব, গর্ব, অহঙ্কার সত্যের আঘাতে বিলীন হয়ে যায় মহাকালের গর্ভে। শুধু জেগে থাকে বিশ্ববাসীর জন্য উপযুক্ত শিক্ষা। মানুষের শিক্ষার জন্য তার লাশ উদ্ধার করা হয়, তৎপর তাকে 'মমী' করে রাখা হয়েছে মিশরের পিরামিডে। মহাকালের সাক্ষী বহন করছে নবী রাসূলদের বিরুদ্ধাচরণ করলে তাদের পরিণতি কি হয়। (ধর্মের জয় অবশ্যম্ভাবী। নবী রাসূলগণের বিজয় অবধারিত। আল্লাহ্ সর্বশক্তিমান।)

www.amarboi.org

হযরত শোয়ায়েব (আ) মাদইয়ান কাওম

মাদইয়ান একটি শহরের নাম। মাদইয়ান ইবনে ইব্রাহীম যার গোড়াপত্তন করেছিলেন। সিরিয়ার বর্তমান 'মোয়ান' নামক স্থানে এটা অবস্থিত ছিল। উক্ত শহরে অধিবাসীগণকে "মাদইয়ান" বলা হতো। হযরত শোয়ায়েব (আ) উক্ত মাদইয়ান কাওমের লোক ছিলেন তাই তাঁকে "তাদের ভাই" বলা হয়েছে। তারা ছিল মুশরেক, গাছ-পালার পূজা করতো। এজন্যই মাদইয়ানবাসীকে 'আসহাবুল-আইকা, বা 'জঙ্গলওয়ালা' উপাধি দেয়া হয়েছে। এহেন কুফরী ও শিরকীর সাথে সাথে তাদের আরেকটি মারাত্মক দোষ ও জঘন্য অপরাধ ছিল যে, আদান-প্রদান ও ক্রয়-বিক্রয়কালে ওজনে হের-ফের করে লোকের হক আত্মসাৎ করতো। হযরত শোয়ায়েব (আ) তাদেরকে ঈমানের দাওয়াত দিলেন। মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে তাদের ঘটনা এভাবে বর্ণিত আছে– আর আমি মাদইয়ানবাসীদের প্রতি তাদের ভাই শোয়ায়েব (আ)-কে প্রেরণ করেছি। তিনি বললেন– হে আমার কাওম! আল্লাহ্‌র বন্দেগী করো, তিনি ছাড়া তোমাদের আর কোনো মাবুদ নাই। আর পরিমাপে ও ওজনে কম দিও না। আজ আমি তোমাদেরকে ভালো অবস্থায়ই দেখছি। কিন্তু, আমি তোমাদের উপর এমন একদিনের আযাবের আশঙ্কা করছি যেদিনটি পরিবেষ্টনকারী। আর হে আমার জাতি! ন্যায়নিষ্ঠার সাথে ঠিকভাবে পরিমাপ করো ও ওজন দাও এবং লোকদের জিনিসপত্রে কোনরূপ ক্ষতি করো না, আর পৃথিবীতে ফাসাদ করে বেড়াবে না। আল্লাহ্‌ প্রদত্ত উদ্বৃত্ত তোমাদের জন্য উত্তম, যদি তোমরা ঈমানদার হও, আর আমি তো তোমাদের উপর সদাপর্যবেক্ষণকারী নই। তারা বললো, হে শোয়ায়েব (আ)! আপনার নামায কি আপনাকে এটাই শিক্ষা দেয় যে, আমরা ঐসব উপাস্যদেরকে পরিত্যাগ করবো, আমাদের বাপ-দাদারা যাদের উপাসনা করতো? অথবা আমাদের ধন-সম্পদে ইচ্ছামত যা কিছু করে থাকি, তা ছেড়ে দেব? আপনি তো একজন খাস মহৎ ব্যক্তি ও সৎপথের পথিক।

www.amarboi.org

শোয়ায়েব (আ) বললেন, হে দেশবাসী! তোমরা কি মনে করো। আমি যদি আমার পরওয়ারদেগারের পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট দলিলের উপর কায়েম থাকি আর তিনি যদি নিজের তরফ থেকে আমাকে উত্তম রিযিক দান করে থাকেন, (তবে কি আমি তাঁর হুকুম অমান্য করতে পারি?) আর আমি চাই না যে, তোমাদেরকে যা ছাড়াতে চাই পরে নিজেই সে কাজে লিপ্ত হবো, আমি তো যথাসাধ্য শোধরাতে চাই। আল্লাহ্‌র মদদ দ্বারাই কিন্তু কাজ হয়ে থাকে, আমি তাঁর উপরই নির্ভর করি এবং তাঁর কাছেই ফিরে যাবো। আর হে আমার জাতি! আমার পথে জিদ করে তোমরা নূহ বা হূদ অথবা সালেহ (আ)-এর কাওমের মতো নিজেদের উপর আযাব ডেকে আনবে না। আর লূতের জাতি তো তোমাদের থেকে খুব দূরে নয়। আর তোমাদের পালনকর্তার কাছে মার্জনা চাও এবং তাঁরই পানে ফিরে এসো। নিশ্চয়ই আমার পরওয়ারদেগার খুবই মেহেরবান, অতি স্নেহময়। তারা বললো, হে শোয়ায়েব (আ)! আপনি যা বলেছেন তার অনেক কথাই আমরা বুঝি নাই, আমরা তো আপনাকে আমাদের মধ্যে দুর্বল ব্যক্তিরূপে মনে করি। আপনার ভাই-বন্ধুরা না থাকলে আমরা আপনাকে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করতাম। আমাদের দৃষ্টিতে আপনি কোনো মর্যাদাবান ব্যক্তি নন। শোয়ায়েব (আ) বলেন, হে আমার জাতি! আমার ভাই-বন্ধুরা কী তোমাদের কাছে আল্লাহ্‌র চেয়ে প্রভাবশালী? আর তোমরা তাকে বিস্মৃত হয়ে পেছনে ফেলে রেখেছ, নিশ্চয়ই তোমাদের কার্যকলাপ আমার পালনকর্তার আয়ত্তে রয়েছে। আর হে আমার জাতি! তোমরা নিজ স্থানে কাজ করে যাও, আমিও কাজ করছি, অচিরেই জানতে পারবে কার উপর অপমানকর আযাব আসে, আর কে মিথ্যাবাদী? আর তোমরাও অপেক্ষায় থাক, আমিও তোমাদের সাথে অপেক্ষায় রইলাম। আর আমার হুকুম যখন এলো, আমি শোয়ায়েব (আ) ও তাঁর সঙ্গী ঈমানদারগণকে নিজ রহমতে রক্ষা করি, আর পাপিষ্ঠদের উপর বিকট গর্জন পতিত হলো। ফলে ভোর না হতেই তারা নিজেদের ঘরে উপুড় হয়ে পড়ে রইল। যেন তারা সেখানে কখনো বসবাসই করে নাই। জেনে রাখ, সামূদদের প্রতি অভিসম্পাতের মতো মাদইয়ানবাসীর উপরেও অভিসম্পাত। (সূরা হূদ-৮৪-৯৫)

www.amarboi.org

পবিত্র কুরআনে উল্লিখিত হযরত শোয়ায়েব (আ) ও মাদইয়ানবাসিদের উক্ত ঘটনাতে আমরা দেখতে পাই, হযরত শোয়ায়েব (আ) তাঁর জাতির লোকদেরকে অসৎ পথ পরিত্যাগ করে সত্য পথের দিকে ফিরে আসার আহ্বান জানিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর জাতির হতভাগ্য লোকেরা, সত্যপথের অভিযাত্রীর এই দাওয়াতকে গ্রহণ না করার কারণে এবং শুধুমাত্র দাওয়াত গ্রহণে অস্বীকৃতিই নয় বরং নবীকে হত্যা করতে উদ্ধত হওয়ার কারণে মহান আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে চিরতরে ধ্বংস করে দিয়ে কিয়ামত পর্যন্ত মানুষের জন্য এ ঘটনাকে শিক্ষণীয় করে রেখেছেন। আর শোয়ায়েব (আ) ও তাঁর অনুসারীদেরকে ভয়াবহ আযাব থেকে রক্ষা করে সত্যের চিরন্তন বিজয় দান করেছেন।

www.amarboi.org

হযরত ইউনুস (আ) ও তাঁর সম্প্রদায়

তাফসীরে ইবনে কাসীরে উল্লিখিত আছে, হযরত ইউনুস (আ) কে মুসেলের একটি জনপদ নায়নুয়ার (বর্তমান নিনেভা) অধিবাসীদের হিদায়েতের জন্যে প্রেরণ করা হয়েছিল। তারা শিরক ও কুফরের মতো জঘন্য কাজ করতো। তিনি তাদেরকে ঈমান ও সৎকর্মের দাওয়াত দেন। তাঁরা অবাধ্যতা প্রদর্শন করে। তারা ইউনুস (আ)-এর উপর নির্মম অত্যাচার শুরু করে। তিনি তাদের অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে আল্লাহ্‌র নিকট বদদোয়া করলেন যে, "হে আল্লাহ্! তুমি তাদেরকে ধ্বংস করে দাও।" আল্লাহ্ তাঁর বদদোয়া কবুল করলেন। ইউনুস (আ) তাঁর সম্প্রদায়কে তিন দিনের মধ্যে আযাব আসার ভয় প্রদর্শন করেছিলেন। তবে এটা তাঁর নিজের মতে ছিল না; বরং আল্লাহ্‌র ওহীর কারণে ছিল। ইউনুস (আ) তাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে জনপদ ত্যাগ করে বাইরে চলে যান। এতে তারা ভাবতে থাকে যে, আযাব আসতে পারে। আযাবের কিছু কিছু চিহ্নও ফুটে উঠেছিল। আসমান অগ্নিবর্ণের মেঘে আচ্ছন্ন হয়ে গেল। তারা ভয়ে শিরক ও কুফর থেকে তওবা করে নেয় এবং আল্লাহ্ তাদের খাঁটি তাওবা ও কাকুতি মিনতি কবুল করে নেন এবং তাদের উপর থেকে আযাব হটিয়ে দেন। পরে প্রমাণিত হয় যে, আযাব আসেনি, তখন ইউনুস (আ)-এর মনে এ ভাবনা চেপে বসল যে, আমি সম্প্রদায়ের মাঝে ফিরে গেলে তারা আমাকে মিথ্যুক বলে সাব্যস্ত করবে। তাছাড়া এ সম্প্রদায়ে নিয়ম প্রচলিত রয়েছে যে, কারো মিথ্যা প্রমাণিত হয়ে গেলে তাকে হত্যা করে ফেলে দেয়া হয়। কাজেই এ সময় সম্প্রদায়ের মাঝে ফিরে যাওয়ায় প্রাণের আশঙ্কা রয়েছে। অতএব, এ সময় এ দেশ থেকে হিজরত করে চলে যাওয়া ছাড়া আর কোনো পথই ছিল না। কিন্তু নবী রাসূলগণের রীতি হলো এই যে, আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে কোনো দিকে হিজরত করার

www.amarboi.org

নির্দেশ না আসা পর্যন্ত নিজের ইচ্ছামত তাঁরা হিজরত করেন না। সুতরাং এ ক্ষেত্রে ইউনুস (আ)-এর ত্রুটি ছিল এই যে, তিনি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে অনুমোদন আসার পূর্বেই হিজরতের উদ্দেশ্যে নৌকায় আরোহণ করে বসেন। যাত্রী বোঝাই নৌকা হঠাৎ নদীর মাঝখানে থেমে গেল। এ সময় সিদ্ধান্ত নেয়া হয় যে, নৌকায় এমন কোনো লোক আছে যে তার মনিবের সাথে রাগ করে চলে এসেছে; তার পাপে নৌকা আটকে গেছে। আরোহীদের নামে লটারী করা হোক। লটারী করা হলে ঘটনাচক্রে এখানে ইউনুস (আ)-এর নাম বের হয়। কিন্তু তারা তাঁকে নদীতে ফেলে দিতে অস্বীকৃত হলো (তারা তাঁর মাহাত্ম্য সম্পর্কে অবগত ছিল) পুনরায় লটারী করা হলো। এবারও ইউনুস (আ)-এর নামই বের হলো। আরোহীরা তখনও দ্বিধাবোধ করলে তৃতীয় বার লটারী করা হলো। কিন্তু এবারও ইউনুস (আ)-এর নামই বের হলো। তখন ইউনুস (আ) দাঁড়িয়ে গেলেন এবং নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। এদিকে আল্লাহ্‌ সবুজ সাগরে এক মাছকে আদেশ দিলে সে সাগরের পানি চিরে দ্রুতগতিতে সেখানে পৌঁছে যায় (ইবনে মাসউদের উক্তি) এবং ইউনুস (আ) কে উদরে পুরে নেয়। (নৌকা পূর্বের ন্যায় চলতে থাকে) আল্লাহ্‌ মাছকে নির্দেশ দেন যে, ইউনুস (আ)-এর অস্থি-মাংসের যেন কোনো ক্ষতি না হয়; সে তার খাদ্য নয়, বরং তার উদর কয়েকদিনের জন্যে তাঁর কয়েদখানা। (ইবনে কাসীর) পয়গম্বর ও আল্লাহ্‌র নৈকট্যশীলদের মর্তবা অনেক উর্ধ্বে। এ ব্যাপারে তাঁদের পক্ষ থেকে সামান্য ত্রুটি হলে তজ্জন্যে ধৃত করা হয়। এ কারণেই হযরত ইউনুস (আ) আল্লাহ্‌র রোষে পতিত হন।

আল্লাহ্‌ অসীম করুণাময়, তিনি পাপীগণকে শাস্তি দেন বটে, কিন্তু পাপীগণ যদি অন্তর দ্বারা তাওবা করে সৎপথ ধরে, তা হলে তিনি তাদের অপরাধ ক্ষমা করে থাকেন। ইউনুস (আ) মাছের পেটে মনে মনে চিন্তা করতে লাগলেন, আমি তো সেই অবাধ্য গোলাম, আমার মনিব আল্লাহ্‌র নিকট থেকে রাগ করে এসেছি। সূরা আম্বিয়ার ৮৭ আয়াতে আল্লাহ্‌ বলেন যে,

www.amarboi.org

"এবং মাছওয়ালার কথা স্মরণ করুন, যখন তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে চলে গিয়েছিলেন, তারপর মনে করেছিলেন যে, আমি তাঁকে ধৃত করতে পারব না। তারপর তিনি অন্ধকারের মধ্যে আহ্বান করলেন : লা-ইলাহা ইল্লা আন্তা সুব্হানাকা ইন্নি কুন্তু মিনাজ্জোয়ালেমিন" অর্থ : হে আল্লাহ্! তুমি ব্যতীত অন্য কোনো মা'বুদ নাই, তুমি পবিত্রতম নিশ্চয় আমি জালিমদের অন্তর্গত। ইউনুস (আ) রাত্রির অন্ধকার, পানির অন্ধকার, মাছের পেটের অন্ধকারে এই তাসবীহ্ পাঠ করতে থাকেন। এই তাসবীহ্ পাঠ না করলে মাছটি কিয়ামত পর্যন্ত জীবিত থাকত। অথবা এ মাছের পেটেই ইউনুস (আ)-এর কবর হয়ে যেত।

সূরা আম্বিয়ার ৮৮ আয়াতে আল্লাহ্ বলেন যে, "তারপর আমি তাঁর আহ্বানে সাড়া দিলাম এবং তাঁকে দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি দিলাম।" মাছ হযরত ইউনুস (আ) কে উদরে গিলে অত্যন্ত অস্বস্তিবোধ করতে ছিল, ৩ দিন পর বমি করে তাঁকে নদীর কিনারে ফেলে চলে গেল। (মা'আরেফুল কুরআন) মাছের পেটে থাকার কারণে ইউনুস (আ) তখন খুবই দুর্বল ছিলেন। তাঁর শরীরে কোনো লোমও ছিল না। আমি (আল্লাহ্) তাঁর উপর এক লতাবিশিষ্ট বৃক্ষও উদগত করে দিয়েছিলাম) রেওয়ায়েতে লাউগাছের কথা উল্লেখ আছে। জঙ্গল হতে একটি ছাগী এসে তাঁকে দুধ দিতে লাগে; ক্রমে ক্রমে তিনি সুস্থ হয়ে উঠেন। তখন আছরের নামাযের সময় ছিল। তিনি আল্লাহ্র শোকরিয়া আদায় করে ৪ রাকাত নামায আদায় করলেন। এই সময় হতে আছরের নামাযের প্রবর্তন হয়। এই মাছ বেহেশ্তে স্থান লাভ করবে। কেননা, সর্বদা মাছটি আল্লাহ্র যিকির করতো। আবূ দাউদ শরীফে বর্ণিত হযরত সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাছের এক রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন : মাছের পেটে হযরত ইউনুস (আ)-এর পঠিত দোয়া যে কোনো মুসলমান যে কোনো উদ্দেশ্যে পাঠ করবে, তার দোয়া কবুল হবে। (কুরতুবী) (সোয়া লাখ বার পাঠ করতে হবে)

আল্লাহ্ এই দোয়া ফেরেশ্তা মারফত ইউনুস (আ)-এর নিকট পৌঁছে দেন। এই দোয়া মুসলিম জাহানে "ইছমে-আযম" নামে খ্যাত হয়ে আছে।

www.amarboi.org

মহান আল্লাহ্ সুবহানু ওয়া তা'আলা হচ্ছেন পরম ক্ষমাশীল এবং অসীম দয়ালু। বান্দা যতোই অপরাধ করুক না কেন, সে যদি একনিষ্ঠভাবে আল্লাহ্র নিকট তাওবা করে তাহলে আল্লাহ তা'আলা তার তাওবা কবুল করে নেন, এমনকি আযাবের উপযুক্ত ব্যক্তি ও কওমের উপর থেকেও আযাব উঠিয়ে নেন। আবার সত্যের পথে আহ্বানকারীদেরকেও দাওয়াতী কাজে ধৈর্যের চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করতে হবে। অন্যথায় তাদেরকেও শাস্তি ভোগ করতে হবে, হযরত ইউনুস (আ) ও তাঁর কওমের উল্লিখিত ঘটনা থেকে এই বিষয়টিই আমাদের নিকট সুস্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে।

www.amarboi.org

হযরত লূত (আ) ও তাঁর কাওম

মহান আল্লাহ্ তা'আলা হযরত লূত (আ)-কে এমন এক কাওম-এর নিকট প্রেরণ করেছিলেন যারা কাফের ছিল, অধিকন্তু তারা এমন এক জঘন্য অপকর্ম ও লজ্জাকর অনাচারে লিপ্ত ছিল, যা পূর্ববর্তী কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর মধ্যে পাওয়া যায় নাই, বন্য পশুরাও যা ঘৃণা করে থাকে। অর্থাৎ, পুরুষ কর্তৃক অন্য পুরুষের সাথে মৈথুন করা। ব্যভিচারের চেয়েও যা জঘন্য অপরাধ। রাসূলে করীম (সা) ইরশাদ করেছেন, "আমার উম্মতের কিছু লোক কাওমে লূতের অপকর্মে লিপ্ত হবে। যখন এরূপ হতে দেখবে, তখন তাদের উপরও অনুরূপ আযাব আসার অপেক্ষা করবে।"

হযরত লূত (আ)-এর ঘটনা পবিত্র কুরআনে এভাবে বর্ণিত হয়েছে, "আর যখন আমার প্রেরিত ফেরেশতাগণ লূত (আ)-এর নিকট উপস্থিত হলো। তখন তাঁদের আগমনে তিনি দুঃচিন্তাগ্রস্ত হলেন এবং তিনি বলতে লাগলেন আজ অত্যন্ত কঠিন দিন।" আর তাঁর কাওমের লোকেরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাঁর (গৃহ) পানে ছুটে আসতে লাগল।

পূর্ব থেকেই তারা কু-কর্মে তৎপর ছিল। লূত (আ) বললেন 'হে আমার কাওম, এ আমার কন্যারা রয়েছে, এরা তোমাদের জন্য অধিক পবিত্রতমা উত্তম। সুতরাং তোমরা আল্লাহ্কে ভয় করো এবং অতিথিদের ব্যাপারে আমাকে লজ্জিত করো না, তোমাদের মধ্যে কি কোনো ভালো মানুষ নেই। তারা বললো, তুমি তো জানই, তোমার কন্যাদের নিয়ে আমাদের কোনো গরজ নেই। আর আমরা কি চাই, তা তুমি অবশ্যই জান। লূত (আ) বললেন, হায়! তোমাদের বিরুদ্ধে যদি আমার শক্তি থাকত অথবা আমি কোনো সুদৃঢ় আশ্রয় গ্রহণ করতে সক্ষম হতাম। মেহমান ফেরেশতাগণ বললো, হে লূত (আ)! আমরা তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে প্রেরিত ফেরেশতা। এরা কখনো তোমার দিকে পৌঁছতে পারবে না। ব্যাস তুমি

www.amarboi.org

কিছুটা রাত থাকতে থাকতে নিজের লোকজন নিয়ে বাইরে চলে যাও। আর তোমাদের কেউ যেন পেছনে ফিরে না তাকায়। কিন্তু তোমার স্ত্রী ব্যতিরেকে, নিশ্চয়ই তার উপরও তা আপতিত হবে, যা ওদের উপর আপতিত হবে। ভোর বেলাই তাদের প্রতিশ্রুতির সময়, ভোর কী খুব নিকটে নয়? অবশেষে যখন আমার হুকুম এসে পৌছল, তখন আমি উক্ত জনপদকে উপর থেকে নিচে করে অর্থাৎ উল্টিয়ে দিলাম এবং তাদের উপর ক্রমাগত বর্ষণ করলাম– কাঁকর পাথর যার প্রতিটি তোমার পালনকর্তার নিকট চিহ্নিত ছিল। আর সেই জনপদ এই পাপিষ্ঠদের থেকে খুব দূরেও নয়।" (সূরা হূদ- ৭৮-৮৩)

হযরত লূত (আ)-এর মতো একজন বিশিষ্ট পয়গম্বরের স্ত্রী নবীর বিরুদ্ধাচরণ করে কাফেরদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করতো। সম্মানিত ফেরেশতাগণ সুদর্শন নওজোয়ান আকৃতিতে যখন হযরত লূত (আ)-এর গৃহে উপনীত হলেন, তখন তাঁর স্ত্রী সমাজের দুষ্ট লোকদেরকে খবর দিল যে, আজ আমাদের গৃহে সুদর্শন, নওজোয়ান আকৃতির কিছু মেহমান আগমন করেছেন। (কুরতুবী ও মাযহারী)

জঘন্য কু-কর্মের প্রভাবে তারা এতদূর চরম নির্লজ্জ হয়েছিল যে, হযরত লূত (আ)-এর মতো একজন সম্মানিত পয়গম্বরের গৃহ প্রকাশ্যভাবে অবরোধ করেছিল। হযরত লূত (আ) যখন দেখলেন যে, তাদেরকে প্রতিরোধ করা দুষ্কর, তখন তাদেরকে দুষ্কৃতি হতে বিরত রাখার জন্য তাদের সর্দারদের নিকট স্বীয় কন্যাদের বিবাহ দেয়ার প্রস্তাব দিলেন।

তৎকালে কাফের পাত্রের সাথে মুসলিম পাত্রীর বিবাহ-বন্ধন বৈধ ছিল। হুযুরে আকরাম (সা)-এর প্রাথমিক যুগ পর্যন্ত এ হুকুম বহাল ছিল। (কুরতুবী)। হযরত লুত (আ)-এর কাওমেরা চারটি বড় বড় শহরে তাদের বসতি ছিল। ঐসব জনপদকেই কুরআন পাকের অন্য আয়াতে 'মুতাফেকাত' নামে অভিহিত করা হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশ পাওয়া মাত্র হযরত জিব্রাঈল (আ) তাঁর পাখা উক্ত শহর চতুষ্টয়ের সমীপের তলদেশে প্রবিষ্ট করে এমনভাবে মহাশূন্যে উত্তোলন করলেন যে, সবকিছু নিজ নিজ স্থানে

www.amarboi.org

স্থির ছিল। এমনকি পানি ভর্তি পাত্র হতে এক বিন্দু পানিও পড়ল না বা নড়ল না। মহাশূন্য হতে কুকুর জানোয়ার ও মানুষের চিৎকার ভেসে আসছিল। এসব জনপদকে সোজাভাবে আকাশের দিকে তুলে উল্টিয়ে যথাস্থানে নিক্ষেপ করা হলো।

হযরত লূত (আ)-এর নাফরমান জাতির শোচনীয় পরিণতি বর্ণনা করার পর দুনিয়ার অপরাপর জাতিকে সতর্ক করার জন্য ইরশাদ হয়েছে, "প্রস্তর বর্ষণের আযাব বর্তমানকালের জালেমদের থেকেও দূরে নয়।" (সহায়ক গ্রন্থ-মা'আরেফুল কুরআন)।

www.amarboi.org

নাস্তিকের পরিণাম

অতি প্রাচীনকালে বাবেল (ইরাক) দেশে নিরিশ্বরবাদী এক প্রতাপশালী বাদশা ছিল। তার নাম ছিল নমরুদ। প্রজাগণ তার হুকুমে চলতো। সে বলতো, "খোদা বলতে কেউ নেই, যদি থাকে তবে সে খোদা আমি। আমি ব্যতীত আর কোনো খোদা নেই।"

বিশাল তার সাম্রাজ্য, দোর্দণ্ড প্রতাপ। প্রজাগণ তাকেই খোদা বলে মানতো। তার বিরুদ্ধে কথা বলার শক্তি কারও ছিল না। দেব-দেবীর মূর্তি পূজা ছিল তাদের ধর্ম। কথিত আছে, একদা জ্যোতির্বিদ এসে নমরুদ বাদশাকে বললো : কিছুদিন যাবত আকাশে একটি নতুন নক্ষত্রের উদয় হয়েছে, আমি তার ফলাফল গণনা করে জানতে পেরেছি যে, অতি সত্বর আপনার রাজ্যের মধ্যে এমন একটি শিশু জন্মগ্রহণ করবে যে, ভবিষ্যতে সে আপনার মহাশত্রু হবে। তার দ্বারা আপনার জীবন ও রাজ্য ধ্বংস হবে। নমরুদ জিজ্ঞেস করলো কতো দিনে সে শিশু জন্মগ্রহণ করবে? জ্যোতির্বিদ উত্তর করলো ঃ আজ হতে তিনদিনের মধ্যেই সে শিশু তার মাতৃগর্ভে স্থান লাভ করবে। জ্যোতির্বিদের কথা শুনে নমরুদ তার রাজ্যে আইন জারি করলো যে, স্বামী-স্ত্রী মিলন নিষিদ্ধ। কারও সাধ্য নাই নমরুদের কথার অবাধ্য হয়।

ইব্রাহিম (আ)-এর পিতা আজর ছিল নমরুদের দেহরক্ষী। এক রাত্রে নমরুদ শয্যায় ঘুমিয়ে ছিল আজর তার নৈশ পাহারা ঘরেই অবস্থান করছিল তাকে পাহারা দিবার নিমিত্তে। অন্য দিকে ইব্রাহিম (আ)-এর মাতা স্বামীর কাছে আসবার জন্য মনে বাসনা জাগলো। তিনি চুপিসারে নিজ গৃহ থেকে নমরুদের রাজ বাড়িতে স্বামীর কাছে আসেন। সকলের অজান্তে আজর যে ঘরে ছিল সে ঘরে ইব্রাহিমের মাতা প্রবেশ করলেন। নমরুদ ও তার স্ত্রীসহ সবাই তখন গভীর নিদ্রায় অচেতন। আজর তখন তার স্ত্রীকে নিয়ে শাহী

www.amarboi.org

মহলের এক প্রান্তে তার কামবাসনা পূর্ণ করলো। তারপর আজরের স্ত্রী স্বামীর নিকট থেকে বিদায় নিয়ে নিজ গৃহে গিয়ে শয়ন করলো। ইব্রাহিম (আ)-এর মাতা আল্লাহ্‌র রহমতে গর্ভবতী হলেন। এই ঘটনা আল্লাহ্ ব্যতীত আর কোনো মানুষ জানতে পারলো না।

এই ঘটনার পর পুনরায় জ্যোতির্বিদ নমরুদ বাদশার নিকট এসে বললো যে, জাঁহাপনা, আপনার সতর্কতা সত্ত্বেও সেই ভাবী শত্রু তার মাতার উদরে স্থান লাভ করেছে। মহা পাতকী নমরুদ একথা শ্রবণ করে পুনরায় দেশের সর্বত্র ঘোষণা প্রচার করলো এখন থেকে সাত মাস হতে বার মাস পর্যন্ত এ রাজ্যে যত পুত্র সন্তান জন্ম হবে তার প্রত্যেকটি পুত্র শিশুকে হত্যা করতে হবে এবং এ কাজের জন্য সর্বত্র সৈন্য নিযুক্ত করলো। কথা যা কাজও তাই। উক্ত সময়ের মধ্যে কতগুলো পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করলো, নিষ্ঠুর পাপাত্মা নমরুদের হুকুমে প্রত্যেকটিকেই হত্যা করে ফেললো। আজরের স্ত্রী ভীত হয়ে পড়ে। অনেক চিন্তার পর সে লোকালয় ত্যাগ করে একটি পাহাড়ের গুহায় আশ্রয় নিল। যথাসময় একটি পুত্র সন্তান প্রসব করলো। ইনিই হলেন বিশ্ব-বিখ্যাত নবী হযরত ইব্রাহিম (আ)। মাতা পুত্রকে গোসল করিয়ে একখানা কাপড় দ্বারা জড়িয়ে রেখে কিছু সময় অতিবাহিত হওয়ার পর বাড়ি আসেন। অন্য এক বর্ণনায় আছে (সাড়ে চার হাজার বছর পূর্বে) ইরাক দেশের অন্তর্গত বাবেল শহরের 'তালুল আবিদ' নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। যাহোক। আল্লাহ্ যার রক্ষক, সেই তো নিরাপদ। পরম করুণাময় আল্লাহ্ তা'আলার অসীম দয়া ও হেফাজতে নবজাত শিশু হযরত ইব্রাহিম (আ)-এর হাতের একটি অঙ্গুলি হতে দুগ্ধ ও একটি অঙ্গুলি হতে মধু নির্গত হতো। শিশু নবী ইব্রাহিম (আ) স্বীয় দু'টি অঙ্গুলি চুষে সেই দুগ্ধ ও মধু পান করেই বড় হতে লাগলো।

মা সময় সময় গুহায় গিয়ে শিশু পুত্রের সন্ধান নিয়ে আসতেন। আজর স্ত্রীর নিকটে সব কথা জানতে পেরে সেও অত্যন্ত খুশি হলো। এমনিভাবে দশ বছর পর জননী পুত্রকে বাড়ি আনতে গেলেন। এ সময় তিনি তাঁর মাকে জিজ্ঞেস করলেন আম্মা! আপনার প্রতিপালক কে? মাতা বললো আমার

www.amarboi.org

প্রতিপালক তোমার পিতা। বালক নবী আবার বললেন, আমার পিতার প্রতিপালক কে? মা উত্তর করলো তোমার পিতার প্রতিপালক বাদশা নমরুদ। সেই তো সকলের খোদা। বালক নবী পুনরায় প্রশ্ন করলেন নমরুদের প্রতিপালক কে?

নমরুদের প্রতিপালক কে, এ প্রশ্নের কোনো উত্তর তিনি দিতে পারলেন না। জ্যোতির্বিদদের গণনার সেই উজ্জ্বল নক্ষত্র হযরত ইব্রাহিম (আ) গুহার মধ্যে বসেই তাঁর প্রতিপালকের সন্ধান করছেন। যাহোক। তাঁকে পাহাড়ের গুহা হতে বের করে বাড়িতে নিয়ে এলেন। তখন কেউ আর কিছু সন্দেহ করতে পারেনি। শৈশবকাল থেকেই তিনি দীপ্তিমান সূর্য ও চন্দ্রকে খোদা বলে মনে মনে চিন্তা করতেন। কিন্তু চন্দ্র, সূর্য অস্তমিত হয়ে গেলে তাঁর ভুল ভেঙ্গে যেতো। তিনি চিন্তা করতেন আমার খোদা তো ডুবে যাওয়ার জন্য নয়, নিভে যাওয়ার জন্যও নয়। তিনিতো চির দীপ্তিমান, চির বিদ্যমান। তিনি চিন্তা করতে লাগলেন, যিনি চন্দ্র সূর্য, নদ নদী, পাহাড় পর্বত, আসমান যমীন, তারকাপুঞ্জ সৃষ্টি করেছেন তিনিই আমার সৃষ্টিকর্তা। হযরত ইব্রাহিম (আ) তাঁর প্রভুকে আবিষ্কার করার ঘটনাটি পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ্ তা'আলা এভাবে উল্লেখ করেছেন–

"আর এরূপে আমি ইব্রাহিমকে আসমানসমূহ এবং যমীনের রাজত্বের ঝলক দেখিয়ে দিলাম। যাতে সে বিশ্বাসকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। তারপর যখন তার উপর রাত্রির অন্ধকার ছেঁয়ে গেল, তখন তিনি (আসমানে) একটি নক্ষত্র (দীপ্তিমান) দেখলেন। তিনি বললেন, (তোমাদের মতানুসারে) এটা আমার পরওয়ারদিগার, (কেননা, সকালে এর পূজা করে থাকে।) কিন্তু যখন এটা ডুবে গেল, তখন তিনি বললেন, না, আমি অস্তাচলে গমনকারীদেরকে পছন্দ করিনা। তারপর যখন চন্দ্র উজ্জ্বল দীপ্তিসহকারে উদিত হলো, তখন হযরত ইব্রাহিম (আ) বললেন, এটা আমার পরওয়ারদিগার! কিন্তু যখন সেও অস্তমিত হলো, তখন বললেন, যদি আমার পরওয়ারদিগার আমাকে সঠিক পথ প্রদর্শন না করতেন, তবে আমি অবশ্যই

www.amarboi.org

সে দলেরই অন্তর্ভুক্ত হতাম, যারা পথভ্রষ্ট হয়ে গেছে। তারপর যখন প্রভাত হলো এবং সূর্য (সর্বাপেক্ষা অধিক) প্রদীপ্ত হয়ে উদিত হলো, তখন হযরত ইব্রাহিম (আ) বললেন, এটা আমার পরওয়ারদিগার, এটা সকলের চেয়ে বড়। কিন্তু যখন সে অস্তমিত হয়ে গেল, তখন তিনি বললেন, 'হে আমার কওম! তোমরা যে সকল জিনিসকে আল্লাহ্ তা'আলার শরীক সাব্যস্ত করছো, আমি সেগুলোর প্রতি অসন্তুষ্ট। আমি সকল দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে সেই সত্তার দিকে মুখ করলাম। যিনি আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন, আর আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই।' (সূরা আল-আনআম-৭৫-৭৯)

তাঁর পিতার নাম ছিল তারেক। তারেক আজর নামে একটি মূর্তি সঙ্গে নিয়ে চলাফেরা করতো। এই কারণে লোকজন তাকে আজর বলে ডাকতো। আল্লাহ্ পাক কুরআন মাজীদে আজর নামই বলেছেন। তাঁর পিতা ছিল একজন বিখ্যাত মূর্তি নির্মাতা। আর সেই ঘরেই জন্মগ্রহণ করে ছিলেন একেশ্বরবাদের মহামানব হযরত ইব্রাহিম (আ)। হযরত ইব্রাহিম (আ) তাঁর পিতা-মাতাকে দেব-দেবীর মূর্তি ও নমরুদের মূর্তিকে পূজা করতে দেখে দুঃখ করতেন এবং প্রশ্ন করতেন কেন আপনারা নির্জীব জড় পদার্থকে পূজা করেন? আর নমরুদ তো মানুষ, মানুষ হয়ে কেন মানুষকে পূজা করেন? নমরুদের খোদা কে? আপনাদের সৃষ্টিকর্তা কে? কে আপনাদের প্রতিপালক? নমরুদের পূর্বে কে খোদা ছিল? এসব তীব্র প্রতিবাদ করতেন।

একদা কোন পর্ব উপলক্ষে দেশের সবাই মেলায় চলে গেল। আজর মেলায় যাওয়ার সময় তার পুত্র ইব্রাহিমকে সঙ্গে নিতে চাইলে তিনি মেলায় গেলেন না। সকলে মেলায় চলে যাওয়ার পর হযরত ইব্রাহিম (আ) দেবালয়ে এসে বড় একখানা কুঠারের আঘাতে দেবালয়ে স্থাপিত সব দেব-দেবীর মূর্তি ভেঙ্গে ফেললেন এবং সকল দেবতার খোদা নমরুদের বিরাটকায় মূর্তিটাকে না ভেঙ্গে তারই ঘাড়ে কুঠারখানা ঝুলিয়ে রেখে মন্দির হতে বের হয়ে এলেন। তিনি প্রমাণ করলেন : দেব-দেবীর যে কোনো শক্তি নাই, তা মানুষকে বুঝিয়ে দিবার জন্য, এ হলো তাঁর প্রথম চেষ্টা। সবাই মেলা হতে ফিরে এসে এ কাণ্ড দেখে দুঃখে ফেটে পড়ে এবং হযরত ইব্রাহিম (আ) কে

www.amarboi.org

এ কাজের জন্য দায়ী করে। হযরত ইব্রাহিম (আ) কে দায়ী করলে তিনি উত্তর দিলেন, তোমাদের বড় খোদাকে বলো কে ভেঙ্গেছে? উত্তর শুনে নমরুদ রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে উঠলো। তিনি বাদশা নমরুদকে আরও বললেন, কোনো মা'বুদ নাই লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্। তিনি চন্দ্র সূর্য, আসমান যমীন, পাহাড় পর্বত, গ্রহ-পুঞ্জ, সাগর মহাসাগর, মানব দানব, আলো বাতাস সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা। তিনি নিরাকার, তাঁর কোনো শরীক নাই, তিনি এক, অদ্বিতীয়। তুমি তাঁকেই খোদা বলে মানো। তাহলে মৃত্যুর পর মুক্তি পাবে।" নমরুদ বললো, "আমি তো নিজেই খোদা, আমাকে খোদা বলে স্বীকার করো।"

নমরুদ বাদশার ভয়ে মানুষ বুঝেও বুঝল না। নমরুদ বাদশা হযরত ইব্রাহিম (আ)-এর কথা শুনে বললো : "আমার রাজ্যে থেকে আমারই বিরুদ্ধে কথা বলার এতো বড় দুঃসাহস তাঁর! আমি তাঁকে কঠিন শাস্তি দেব।"

হযরত ইব্রাহিম (আ) কে নমরুদ বাদশার নিকট হাজির করা হলো। নমরুদ ইব্রাহিম (আ) কে জিজ্ঞাসা করলো, "তুমি আমাকে খোদা বলে বিশ্বাস করনা, আমাদের দেব-দেবীর বিরুদ্ধাচরণ করো আমি তোমাকে মৃত্যুদণ্ড দেব।" হযরত ইব্রাহিম (আ) বললেন, আমার রব্ এরূপ যে, তিনি জীবন দান করেন এবং জীবন হরণ করেন। সে বললো, আমিও জীবন দান করি এবং জীবন হরণ করি।" (সূরা বাকারা-২৫৮)

এই বলে দু'জন মানুষকে হাজির করা হলো। একজনের শিরচ্ছেদ করলো, আর একজনকে ছেড়ে দিল। প্রমাণ করলো যে, সে জীবন মৃত্যুর প্রভু। তৎপর হযরত ইব্রাহিম (আ)-এর সঙ্গে কথোপকথন চললো। নমরুদ বললো : আমার অঙ্গুলি হেলনে বিশাল সাম্রাজ্যের মানুষ চলে। আমার দেব-দেবীর মুখদর্শন করলে সমস্ত কাজ কর্মে জয়ী হয়।

এবার হযরত ইব্রাহিম (আ) বললেন, আমার খোদা অশরীরি, নিরাকার। অদৃশ্যে বিশ্বাস করতে হয়। যেমন অশরীরি আত্মা, হাওয়া এসব কেউ কোনো দিন দেখে নাই, অথচ বিশ্বাস না করার উপায় নেই। আমার খোদা সর্বশক্তির ও সর্ব সৃষ্টির উৎস। "তুমি যদি খোদা হয়ে থাকো তাহলে আমার

www.amarboi.org

খোদা সূর্য পূর্ব দিক হতে উদিত করেন, তুমি তাকে পশ্চিম দিক হতে উদিত করে দাও।" (সূরা বাকারাহ-২৫৮)

নমরুদ হতবাক। একেবারে নাস্তানাবুদ কাণ্ড। তার রাগ আরও বেড়ে গেল। রাগে গর্জন করতে করতে বললো : তোমাকে আমি আগুনে পুড়ে মারবো, দেখ আমার শক্তি কত ভয়াবহ! দেখি তোমার খোদার কত বড় শক্তি আছে। কথা যা কাজ ও তাই। বিশাল অগ্নিকুণ্ড তৈরী হলো। দৈর্ঘ্য ২২ মাইল, প্রস্থ ১৬ মাইল, উচ্চতা ১০০ গজ, গভীরতা ১০০ গজ ছিল। পাগল খোদার কাণ্ড দেখে শয়তানও হাসতে ছিল, কারণ একজন মানুষকে মারার জন্য এই তার কাণ্ড। ইব্রাহিম (আ) কোনো দিক থেকে দৌড়ে পালাতে না পারে সেজন্যে চারিদিক থেকে অগ্নি সংযোগ করা হলো। অগ্নিকুণ্ডের চতুর্দিক এক মাইলের মধ্যে কেউ যেতে পারতো না। অগ্নিকুণ্ডের এক মাইল ঊর্ধ্ব দিয়েও কোনো পাখিও উড়ে যেতে পারতো না।

এখন নমরুদ ও তার লোকজন হতাশ হয়ে পড়লো যে, কি করে ইব্রাহিম (আ) কে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করা যায়। এমন সময় শয়তান ছদ্মবেশে সাধু পুরুষ সেজে তাদের নিকট এসে পরামর্শ দিয়ে গেল যে, চড়ক তৈরী করে তার এক প্রান্তে হযরত ইব্রাহিম (আ) কে বেঁধে অপর প্রান্ত সকলে ধরে উত্তোলন করে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করতে হবে। তখন চার সহস্র লোক চড়কের প্রান্ত ধরে প্রাণপন চেষ্টা করেও যখন চড়ক শূন্যে উত্তোলন করতে পারলো না, তখন তারা হতাশ হয়ে গেল। এমন সময় শয়তান এসে তাদেরকে আবার বললো যে, সারা দুনিয়ার মানুষ একত্র হয়ে চেষ্টা করেও চড়ক শূন্যে উঠাতে সক্ষম হবে না, যেহেতু ৭০ হাজার ফেরেশতা এসে চড়ক চেপে ধরে রয়েছে। শয়তান পুনরায় পরামর্শ দিয়ে গেল যে, এস্থানে যদি ৪০ জন পর যুবক দ্বারা ৪০ জন পর যুবতী নারীর সাথে প্রকাশ্যভাবে সঙ্গম করাতে পার তাহলে এখান হতে ফেরেশতাগণ চলে যাবে, তাহলে তোমরা অতি সহজেই ইব্রাহিম (আ) কে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করতে পারবে। ইবলীস শয়তানের পরামর্শ অনুযায়ী ৪০ জন যুবতীর সঙ্গে ৪০ জন পর যুবকের দ্বারা সেস্থানে জেনার অনুষ্ঠান করলো। তার ফলে ফেরেশতাগণ

www.amarboi.org

সেস্থানে আর টিকতে না পেরে চড়ক ছেড়ে দিয়ে প্রস্থান করলো, এই সুযোগে ইব্রাহিম (আ) কে পাপিষ্ঠগণ অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করতে উদ্যত হলো, এমন সময় ফেরেশতাগণ বললেন 'হে আল্লাহ! আজ আপনার সত্য নাম ও সত্য ধর্ম প্রচার করতে গিয়ে আপনার একজন প্রিয় নবী কাফেরদের অগ্নিতে ভস্ম হতে চলছেন, এতে আপনার প্রাণে কি কিছু মাত্র করুণার উদ্রেক হচ্ছেন না। আপনি যদি আদেশ করেন তবে আমরা এখনই গিয়ে নমরুদের অগ্নিকুণ্ড ছিন্ন ভিন্ন করে ঐ অগ্নির দ্বারা ওদেরই বাড়ি-ঘর পুড়ে ভস্ম করে দিতে পারি।" ফেরেশতাদের কথার উত্তরে আল্লাহ তা'আলা বললেন, "হে ফেরেশতাগণ আমার প্রত্যেকটি কাজের মধ্যেই এক একটা উদ্দেশ্য ও বিরাট রহস্য নিহিত আছে, তোমরা তা বুঝতে পারবে না। তবে, তোমরা ইব্রাহিমের নিকট গিয়ে জিজ্ঞেস করে দেখতে পারো, সে যদি তোমাদের নিকট সাহায্য চায় তবে তোমরা তাকে সাহায্য করতে পারো। হে ফেরেশতাগণ! আমি তোমাদেরকে এ বিষয়ে কোনরূপ আদেশ করি না, আবার নিষেধও করছি না। অর্থাৎ তোমরা যদি তাকে সাহায্য করতে চাও এবং ইব্রাহিম যদি তোমাদের নিকট থেকে সাহায্য নিতে রাজি হয় তবে তোমরা তাকে সাহায্য করতে পার।"

গগণস্পর্শী অগ্নি শিখা। অগ্নিকুণ্ড হতে এক মাইল পর্যন্ত তার উত্তাপ ছিল। ইব্রাহিম (আ)-এর পালাবার কোনো উপায় নাই। এমনি বিপদ যে দুনিয়ার কোনো শক্তি তাঁকে রক্ষা করতে পারবে না। এমন কি তাঁর পিতাও তাঁর শত্রু। এবার ইব্রাহিম (আ) আল্লাহর পরীক্ষার অপেক্ষা করছিলেন। আল্লাহ ও ইব্রাহিমকে পরীক্ষা করছিলেন। এমন সময় হযরত জিব্রাঈল (আ) হযরত ইব্রাহিম (আ)-এর বিপদ দেখে তাঁর নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন যে, "আমি আপনাকে সাহায্য করতে পারি যদি আপনি বলেন, তবে আপনাকে নিরাপদ স্থানে নিয়ে যেতে পারি।" ইব্রাহিম (আ) বললেন, "আমি আপনার সাহায্য কেন নেব? যিনি আমার রব তিনি কি আমার অবস্থা দেখছেন না?" যাঁর জন্য আমি নমরুদের অগ্নিকুণ্ডে, তিনি কী আমাকে রক্ষা করতে পারেন না? ইব্রাহিম (আ)-এর এই বাক্য বলা মাত্র আল্লাহ্ এতো খুশি হলেন যে,

www.amarboi.org

তৎক্ষণাৎ আগুনকে আদেশ করলেন, "(কুল্না) ইয়া নারু কুনি বারদাও ওয়া সালামান আ'লা ইব্রাহিম।" অর্থাৎ আমি (আল্লাহ্) বলছি "হে আগুন! তুমি ইব্রাহিমের প্রতি শান্তিদায়ক শীতল হয়ে যাও।" (সূরা আম্বিয়া-৬৯-৭০)

এই সময় নমরুদ বাদশার এক কন্যা ইব্রাহিম (আ)-এর পুড়িয়ে মারার অবস্থা দেখবার জন্য রাজ প্রাসাদের ছাদে উঠে অগ্নিকুণ্ডের দিকে তাকালেন। তিনি দেখতে পেলেন ইব্রাহিম (আ) অগ্নিকুণ্ডের মাঝে এক পুষ্প উদ্যানে মনোরম সিংহাসনে আরামে বসে আছেন। এ দৃশ্য দেখে নমরুদের কন্যা আর স্থির থাকতে পারলেন না। রাজ প্রাসাদের ছাদ থেকে নেমে ইব্রাহিম (আ)-এর নিকট যাওয়ার জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠে, এমন সময় ইব্রাহিম (আ) বললেন, "তুমি থাম, অপেক্ষা করো।" ইব্রাহিম (আ) অগ্নিকুণ্ড থেকে ৭ দিন পর নেমে এলেন। নমরুদের এই কন্যা ইব্রাহিম (আ)-এর ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করলেন এবং উপস্থিত সবাই ঈমান আনলেন। (মা'আরেফুল কুরআন)

ইব্রাহিম (আ) অগ্নি পরীক্ষায় জয়ী হলেন। তিনি ছিলেন আল্লাহ্র প্রতি অটল বিশ্বাসী। ঈমানের পরীক্ষায় তাই তিনি উত্তীর্ণ হলেন। আল্লাহ্ তাঁকে পুরস্কার দিলেন "ইব্রাহিম খলীলুল্লাহ" উপাধি। (ইব্রাহিম আল্লাহ্র বন্ধু)। আল্লাহ্ যার প্রতি রাজি থাকেন, দুনিয়ার সবকিছুই তার অধীন হয়ে যায়। নমরুদের অগ্নি ইব্রাহিম (আ)-এর জন্য হলো বেহেস্তের উদ্যান।

তারপর হযরত ইব্রাহিম (আ) আল্লাহ্র আদেশে তাঁর কয়েকজন বিশ্বস্ত সঙ্গী নিয়ে বাবেল দেশ পরিত্যাগ করে বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে চলে গেলেন এবং সেখানে অনেক দিন অবস্থান করেন, মানুষকে হেদায়েত করতে লাগলেন। তারপর নানা স্থান ভ্রমণ করে বহু দিন পর আল্লাহ্র আদেশে হযরত ইব্রাহিম (আ) পুনরায় নমরুদ ও তার প্রজাগণকে সৎপথ প্রদর্শনের জন্য বাবেল শহরে ফিরে যান। তাঁর উপর সহিফা নাযিল হয়েছে, আল্লাহ্র বার্তা মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে তিনি আদিষ্ট হয়েছেন। পুনরায় তিনি নমরুদ বাদশার নিকট গিয়ে বললেন, হে নমরুদ! তুমি এক আল্লাহ্র উপর ঈমান এনে পাঠ করো, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্। পরাক্রান্ত নমরুদ বাদশা ক্রোধে অধীর হয়ে উঠলো। পাপাত্মা নমরুদ বললো যে, হে ইব্রাহিম,

www.amarboi.org

তোমার আল্লাহ্‌র আমার কোনো দরকার নেই, আমি নিজেই তো খোদা। অন্য খোদার বশ্যতা স্বীকার করবো কেন। আমি শীঘ্রই তোমার আল্লাহ্‌কে হত্যা করে তার রাজ্য আমি কেড়ে নিয়ে একাধিপতি হবো। হযরত ইব্রাহিম (আ) বললেন, হে নরাধম কাফের! তুমি কিরূপে আমার আল্লাহ্‌র নিকটে যাবে? নমরুদ উত্তর করলো সেজন্য তোমাকে চিন্তা করতে হবে না, আমি তার উপায় ঠিক করেছি। পাপাত্মা নমরুদ শয়তান ইবলীসের পরামর্শ অনুযায়ী চারটি শকুনী পালন করতে লাগলো। শকুনী চারটিকে খাদ্য আহার করিয়ে মোটা তাজা করে তুললো। কিছুদিনের মধ্যেই ওরা বলবান হয়ে উঠলে নমরুদ একখানা হালকা খাটের চারটি পায়ার নিম্নদিকে চারটি শকুনীকে বেঁধে গাড়ির বলদের ন্যায় জুড়ে দিয়ে এক দিবা রাত্রি তাহাদেরকে অনাহারে রাখলো। তৎপর চারটি মেষের চামড়া উঠিয়ে ফেলে তার মাংস শকুনীদের মাথার উপরে এমনভাবে ঝুলিয়ে দিল যে শকুনীগণ সেই মাংস দেখতে পায় কিন্তু তা ধরতে নাগাল পায় না। তারপর নমরুদ তীর ধনুক ও একজন সাথী সঙ্গে নিয়ে উক্ত খাটের উপরে বসে শকুনীগুলোকে উন্মুক্ত করে দিলে ওরা তাদের মাথার উপরে স্থাপিত মাংসগুলো দেখে তা ধরবার আশায় ক্রমাগত উর্ধ্বদিকে উঠতে লাগলো। খাটে উপবিষ্ট নমরুদ এবং তার সঙ্গীও উর্ধ্বদিকে উঠতে লাগলো। ইবলীসের পরামর্শে নমরুদ খাদ্য ও পানীয় সঙ্গে নিয়েছিল। ইবলীস তাকে বলে দিয়েছিল যে এক দিবা রাত্রি উর্ধ্বে উঠার পর দুনিয়ার বুকে অবস্থিত পাহাড় পর্বত নদী সাগর সবকিছুই তোমার দৃষ্টি পথের অন্তরাল হবে তৎপর আরও এক দিবারাত্রি উর্ধ্বে উঠলেই তুমি মনে করবে যে, তুমি আসমানে উপস্থিত হয়েছো। এর বেশি উর্ধ্বে গমন করা তোমার পক্ষে নিরাপদ হবে না। অতএব, সেখান থেকে তীর নিক্ষেপ করে খোদাকে হত্যা করবে।

মহাপাপী নমরুদ যখন ইবলীসের নির্দেশানুযায়ী দু'দিন দু'রাত উর্ধ্বদিকে গমন করলো তখন সে মনে করলো যে, এখন আমি খোদার সিংহাসনের অতি নিকটবর্তী হয়েছি। তখন সে ধনুকে তীর লাগিয়ে উর্ধ্বদিকে তীর নিক্ষেপ করতে উদ্যত হলে তার সঙ্গী লোকটি তাকে বাধা দিয়ে বললো যে,

www.amarboi.org

আপনি এ কি করছেন, কার উদ্দেশ্যে আপনি তীর নিক্ষেপ করছেন, পাপাত্মা নমরুদ উত্তর করলো, ইব্রাহিমের খোদার উদ্দেশ্যে। লোকটি বললো, আপনার সাধ্য নেই যে, আপনি ইব্রাহিমের বর্ণিত খোদাকে হত্যা করেন, কেননা তিনি দুনিয়ার মানুষের ধরা ছোঁয়ার বাইরে, তিনি সর্বশক্তিমান, সর্বত্র বিরাজমান, নিরাকার। পাপাত্মা নমরুদ তার সাথীর এরূপ কথা শুনে ভয়ানক রাগান্বিত হয়ে তাকে খাটের উপর হতে ধাক্কা মেরে নিচে ফেলে দিল। পরম করুণাময় আল্লাহ্ তৎক্ষণাৎ হযরত জিব্রাঈল ফেরেশতাকে প্রেরণ করলেন। জিব্রাঈল (আ) এসে লোকটিকে শূন্যের উপর হতেই ধরে বিনা হিসাবে বেহেশতে নিয়ে গেলেন। লোকটি পাপাত্মা নমরুদের কবল হতে মুক্তি পেয়ে অনন্তকালের জন্য তার ঈমানের মহাপুরস্কার জান্নাত লাভ করলো। একেই বলে ঈমান। মৃত্যু ভয়ের চেয়ে ঈমান বড়। লোকটিকে নিচে ফেলে দিবার পর নমরুদ সত্যই খোদাকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে উর্ধ্বদিকে তীর নিক্ষেপ করলো। আল্লাহ্ তা'আলা জিব্রাঈল (আ) কে সম্বোধন করে বললেন, হে জিব্রাঈল! আমার মহাশত্রুকেও আমি কখনও নিরাশ করি না, তুমি পাপিষ্ঠ নমরুদের মনের আশা পূর্ণ করে দাও। নমরুদের নিক্ষিপ্ত তীর তুমি একটি মাছের রক্তে রঞ্জিত করে তার নিকট ফিরিয়ে দাও। যাতে সে মনে ধারণা করতে পারে যে, আমার নিক্ষিপ্ত তীরে ইব্রাহিমের খোদা নিহত হয়েছেন।

আল্লাহ্ পাকের এই আদেশ শ্রবণ করে মাছ আল্লাহ্র নিকট ফরিয়াদ করলো, হে দয়াময় আল্লাহ্! বিনা অপরাধে কেন আপনি আমাকে কাফেরের নিক্ষিপ্ত তীরের আঘাতে হত্যা করার ব্যবস্থা করলেন। আল্লাহ্ তা'আলা মাছকে সান্ত্বনা প্রদানপূর্বক বললেন সত্য বটে আজ কাফেরের নিক্ষিপ্ত তীরে মৃত্যু বরণ করতে কিছু কষ্ট হবে। কিন্তু, এর বিনিময়ে তোমার বংশধরগণ চিরকাল শান্তি লাভ করবে। যেহেতু অতঃপর কোনো মানুষ তোমাদেরকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে তীর বা তরবারী ব্যবহার করবে না। দুনিয়ার যাবতীয় হালাল জন্তুকেই হয় অস্ত্রের দ্বারা জবেহ করে অথবা তীর দ্বারা হত্যা করে, ভক্ষণ করবে কিন্তু তোমার বংশধরগণ স্বাভাবিকভাবে মৃত অবস্থায় ও

www.amarboi.org

মানুষের জন্য হালাল হবে বলে কেউ তোমাদেরকে জীবিত অবস্থায় জবেহ করা প্রয়োজন বোধ করবে না।

আল্লাহ্ পাকের এই প্রতিশ্রুতি শ্রবণ করে মাছটি অত্যন্ত খুশি হয়ে আর কোনো বাদ প্রতিবাদ করলো না। জিব্রাঈল (আ) নমরুদের নিক্ষিপ্ত তীর একটা মাছের রক্তে রঞ্জিত করে তা পুনরায় নমরুদের দিকে ফিরিয়ে দিলেন। তা দেখে নমরুদ আল্লাহ্কে হত্যা করতে পেরেছে মনে করে অত্যন্ত খুশি হলো।

তারপর সে শকুনীদের মাথার উপরে যে মাংসগুলো ঝুলিয়ে রেখেছিল তার উপর হতে নামিয়ে প্রত্যেক শকুনীর পায়ের নিচে এমনভাবে ঝুলিয়ে দিল যাতে প্রত্যেকটি শকুনী ভালোভাবে দেখতে পারে অথচ স্পর্শ করতে না পারে। ক্ষুধার্ত শকুনীগণ মাংসের লোভে এবার ক্রমশ নিম্নদিকে নামতে থাকে। এই উপায়ে নমরুদ ঊর্ধ্বাকাশ হতে পুনরায় ভূতলে অবতীর্ণ হয়ে সর্বত্র প্রচার করতে থাকে যে, আমি ইব্রাহিমের বর্ণিত খোদাকে হত্যা করে এসেছি, এখন আমিই সকলের একমাত্র খোদা। পাপাত্মা নমরুদ হযরত ইব্রাহিম (আ) কেও সেই তীর দেখিয়ে বললো, আমি তোমার খোদাকে তীর মেরে হত্যা করে এসেছি; এই দেখ তোমার খোদার রক্তে রঞ্জিত তীর। (খন্দকার মৌলভী মোঃ বশির উদ্দিনের গ্রন্থ অবলম্বনে)।

হযরত ইব্রাহিম (আ) বললেন, হে নির্বোধ কাফের! আমার আল্লাহকে হত্যা করার কারও সাধ্য নেই, তিনি সর্বশক্তিমান, আর তোমার আমার মতো তাঁর কোনো আকার নেই, তাঁর মৃত্যুও নেই। তিনি চির অমর, নিরাকার। তিনি সর্ববিষয়ের উপর সর্বশক্তিমান। মহাপাপী নমরুদ হযরত ইব্রাহিম (আ)-এর কোনো কথার গুরুত্ব না দিয়ে পুনরায় বললো, হে ইব্রাহিম! তোমার আল্লাহ্র কতজন সৈন্য সামন্ত আছে? আমি তোমার আল্লাহকে তো শেষ করেছি, এখন তার সৈন্য সামন্তদেরকেও শেষ করবো।

হযরত ইব্রাহিম (আ) উত্তর করলেন, আমার সর্বশক্তিমান আল্লাহ্র সৈন্য সামন্তের অন্ত নেই, তার সৈন্য সামন্ত যে কত আছে তা একমাত্র তিনি

www.amarboi.org

ব্যতীত অন্য কেহই অবগত নয়। এবার নমরুদ ইব্রাহিম (আ) কে সম্মুখ সমরে আহ্বান করলো।

আল্লাহ্‌র সাহায্য ব্যতীত তাঁর কোনো শক্তি নাই। আল্লাহ্‌র মদদের আশায় রণ-প্রান্তরে হাজির হলেন হযরত ইব্রাহিম (আ)। তারপর হযরত ইব্রাহিম (আ) আল্লাহ্‌র নিকট প্রার্থনা করলেন, হে আল্লাহ্! কাফের নমরুদ কিছুতেই আপনাকে স্বীকার করবে না বরং সে আমার সঙ্গে যুদ্ধ করতে প্রস্তুত হয়েছে। আপনি তার দর্পচূর্ণ করুন। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, "হে ইব্রাহিম! তুমি আমার নিকট কিরূপ সাহায্যের প্রত্যাশা করো?"

ইব্রাহিম (আ) বললেন, হে আল্লাহ্! আপনার সৃষ্টির মধ্যে সর্বপেক্ষা ক্ষুদ্র ও নিকৃষ্ট প্রাণী মশক দ্বারা এই মহাপাপীর অহঙ্কার চূর্ণ করুন। আমি এটাই প্রার্থনা করি যে, একবারে মহাপাপীকে ধ্বংস না করে তিলে তিলে কষ্ট দিয়ে অপমান অপদস্থ করে যেন তার প্রাণ সংহার করা হয়। সে যেন আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধাচরণ করার প্রতিফল এই দুনিয়াতেই হাড়ে হাড়ে অনুভব করতে পারে।

নমরুদের সৈন্য সামন্তের দাপটে রণপ্রান্তর প্রকম্পিত। কিন্তু, ইব্রাহিম (আ) এর কোনো সৈন্য সামন্ত না থাকায় নমরুদ ক্ষেপে গেল। এমন সময় আল্লাহ্‌র আদেশে ফেরেস্তাগণ কোহেকাফ পর্বতের বিরাট গুহার একটা দ্বার উন্মুক্ত করে দিলে সেখান থেকে অসংখ্য মশক বের হয়ে কালো মেঘের ন্যায় আকাশ ছেঁয়ে ফেললো। আকাশ পথে মশক বাহিনী ভন্ ভন্ ভন্ ঝঞ্ঝাবেগে নমরুদের সৈন্য বাহিনীকে ঘিরে ফেললো। নমরুদের প্রত্যেকটি সৈন্যের শরীর অগণিত মশকের দ্বারা ছেঁয়ে গেল। মশাগুলো তাদের হাতে, পায়ে মাথায়, নাকের ভেতর, কানের ভেতর, চোখের ভেতর ও জামার নিচে প্রবেশ করে এমনভাবে দংশন করতে লাগলো যে, মশকের কামড়ে হাতের অস্ত্র ত্যাগ করে শরীরের বস্ত্র খুলে ফেলে দু'হাত দিয়ে শরীরের মশা তাড়াতে ও শরীর চুলকাতে আরম্ভ করে দিল। আল্লাহ্ তা'আলার আদেশ ছিল যে, তোমরা যে যত পার নমরুদের সৈন্যদের রক্তমাংস ভক্ষণ করে স্বীয় উদর পূর্ণ করবে। ওদের রক্ত মাংসই তোমাদের জন্য আহার্যরূপে বরাদ্দ করা হলো। তবে শর্ত রইল যে, একশতবার দংশন না করে তার রক্তমাংস

www.amarboi.org

ভক্ষণ করবে না। আল্লাহ্ মশকদের পেটের ক্ষুধা ও আহারের ক্ষমতা এত বেশি করে ছিলেন যে, এক একটি মশা এক একজন মানুষের রক্ত শুষে খেতে পারে। মশকদের হাত থেকে নমরুদের একটি সৈন্যও আত্মরক্ষা করতে সমর্থ হলো না। রণ-ক্ষেত্রে অগণিত সৈন্য প্রাণহীন ও রক্তমাংস শূন্য কঙ্কাল দণ্ডায়মান থেকে একটা ভয়াবহ দৃশ্যের সৃষ্টি করলো। একটি ন্যাংড়া মশা সে আর কি করে! নমরুদের নাসিকার ভেতর দিয়ে মস্তকে প্রবেশ করে। মস্তকে প্রবেশ করেই কামড় আর কামড়। কামড়ের চোটে নমরুদ অস্থির। তার অগণিত সৈন্যের ভয়াবহ দৃশ্য দেখে ভয়ে সে দ্রুত পলায়ন করে স্বীয় মহলে প্রবেশ করলো। মাথায় আঘাত করলে কামড় থেমে যায়। ছি! ছি! বাদশার কি দুর্দশা।

এই কামড়ের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য একটি ভৃত্য ঠিক করলো, কামড়ের সময় সে মাথায় আঘাত করতে থাকবে। জুতা হাতে ভৃত্য সর্বক্ষণ প্রস্তুত থাকতো। যখন মশা কামড় শুরু করতো তখনই জুতা দ্বারা আঘাত করতে হতো। এভাবে চলতে থাকে চল্লিশ দিন।

কোথায় নমরুদের দোর্দণ্ড প্রতাপ! কোথায় তার প্রজাপুঞ্জ! এই তো তার কর্মফল। সামান্য মশার কামড়ে নমরুদের সর্বশক্তি আজ লাঞ্ছিত। নমরুদের দুর্দশা আর কে দেখে, সামান্য একটা মশার কবল থেকে যে আত্মরক্ষা করতে পারে না সে আবার কেমন খোদা! নমরুদের প্রজাগণ আজ সর্বদা সেকথাই চিন্তা করছে। নমরুদের দুর্দশা দেখে পরম করুণাময় আল্লাহ্ তা'আলা হযরত ইব্রাহিম (আ) কে আদেশ করলেন, হে ইব্রাহিম! তুমি পুনরায় নমরুদের নিকট গিয়ে তাকে বলো, সে যদি এখনও আমাকে সর্বশক্তিমান, এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহ্ বলে স্বীকার করে আমার আদেশ ও নিষেধ মেনে চলতে রাজি হয়, তবে এখনও আমি তার যাবতীয় অপরাধ ক্ষমা করে তাকে এই কঠিন শাস্তি হতে মুক্তি প্রদান করবো এবং আখেরাতেও তাকে আমি বেহেশত প্রদান করবো। আল্লাহ্ পরম দয়ালু ও ক্ষমাশীল।

মহাপাপী নমরুদ তখনও গর্বভরে উত্তর করলো, আমি তো সকলের খোদা!

www.amarboi.org

আমি ছাড়া অপর খোদাকে মানি না এবং তার বেহেশতেও আমার কোনো প্রয়োজন নেই। হযরত ইব্রাহিম (আ) পুনরায় বললেন, তোমার ঘরের যাবতীয় আসবাবপত্র খাট পালঙ্ক, চেয়ার টেবিল, প্রাসাদের দেয়াল ইত্যাদি প্রত্যেক বস্তুই যদি আল্লাহ্‌র একত্বের সাক্ষ্য দেয় এবং আল্লাহকে একমাত্র সর্বশক্তিমান প্রতিপালক বলে স্বীকার করে, তবে কী তুমি স্বীকার করবে না? সেই মুহূর্তে নমরুদের গৃহের যাবতীয় আসবাবপত্র হতে সমস্বরে আওয়াজ বের হতে লাগলো। লা-ইলাহা-ইল্লাল্লাহু ইব্রাহিম রাসূলুল্লাহ্। তবুও সে আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান আনল না এবং হযরত ইব্রাহিম (আ) কে বললেন, হে আল্লাহ্‌র নবী! মহাপাপী নমরুদ কিছুতেই আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব স্বীকার করবে না, আপনি অনর্থক তাকে সৎপথে আনয়নের জন্য চেষ্টা করবেন না। (নমরুদের দলে যোগ দিয়ে ছিল আবু জেহেল, আবু লাহাব!)

নমরুদের নিযুক্ত ভৃত্যটির এক মুহূর্তও অবসর ছিল না। এমতাবস্থায়ও নমরুদ মৃত্যুর চিন্তা করে নাই। চল্লিশদিনে ভৃত্য বিরক্ত হয়ে জুতার দ্বারা অকস্মাৎ মাথায় এমন জোরে আঘাত করলো যে মাথা ফেটে গেল। মশাটি ভন্ ভন্ করে উড়ে গেল। সকলে বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করে দেখলো যে মাথার মগজের লেশ মাত্রও নেই, এমনকি একবিন্দু মাংস, একফোটা রক্তও নেই। নমরুদ মৃত্যুবরণ করলে। অভিশপ্ত নমরুদ অনন্তকালের জন্যে জাহান্নামে গমন করলো। সাঙ্গ হলো তার ভবলীলা। আল্লাহ্‌র শক্তি ক্ষুদ্র কীটের দ্বারা প্রমাণ হলো। আল্লাহ্ তা'আলা তাকে এক হাজার সাতশত বছর পরমায়ু প্রদান করে ছিলেন।

নমরুদ দুনিয়া থেকে লাঞ্ছিত হয়ে বিদায় নিয়েছে, কিন্তু হযরত ইব্রাহিম (আ) চির ভাস্বর, চির গৌরবে অম্লান হয়ে আছেন মানব হৃদয়ে। আর এটাই হলো সত্য মিথ্যার চিরন্তন লড়াইয়ের ফল। খোদায়ী দাবীর মিথ্যা দাবীদার নমরুদ, প্রকৃত খোদার সৃষ্টি একটি ক্ষুদ্র জীব মশার নিকট অসহায় আত্মসমর্পণ করে চির অপমান ও লাঞ্ছনার বোঝা বহন করে মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করলো।

www.amarboi.org

হযরত ইব্রাহিম (আ) ও তাঁর বিবিগণের পরিচিতি

হযরত ইব্রাহিম (আ) ইরাকের বাবেল শহর ত্যাগ করে, বায়তুল মুকাদ্দাসে যাত্রা করেন। সেই যাত্রা পথে হারান শহরে পৌঁছলে শুনতে পেলেন যে, বাদশার মেয়ে স্বয়ম্ভু সভায় বিবাহের বরমাল্য দান করবেন। হযরত ইব্রাহিম (আ) ঐ স্বয়ম্ভু সভায় অংশ গ্রহণ করলেন। দেশের বহু সম্ভ্রান্ত ধনী পরিবারের যুবক ঐ স্বয়ম্ভু সভায় উপস্থিত ছিল। বরমাল্যের কাজ শুরু হলে বাদশার মেয়ে সারাহ্ সবার থেকে তাদের পরিচয় জানতে থাকেন। শেষে হযরত ইব্রাহিম (আ)-এর নিকট এসে সারাহ্ জিজ্ঞাসা করলেন আপনার নাম কী? ইব্রাহিম (আ) উত্তর দিলেন আমার নাম ইব্রাহিম। কোন ইব্রাহিম? আপনি কি সেই আল্লাহ্র নবী ইব্রাহিম? যাকে নমরুদ বাদশা অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করেছিল? হযরত ইব্রাহিম (আ) উত্তর দিলেন। হ্যাঁ, আপনার কথা সত্য। সতী সাধ্বী সারাহ্ তখন নিজেকে ধন্য মনে করে ইব্রাহিম (আ) এর গলায় বরমাল্য নিজ হাতে পরিয়ে দিলেন। জহুরী চেনে হযরত। তাই তিনি কাঁচকে ফেলে কাঞ্চনেই গেরো দিলেন।

সারাহ্র পিতা ঘটনাস্থলে এসে ইব্রাহিমের দিকে লক্ষ্য করে দেখলেন, এ এক অসাধারণ যুবক। সারাহ্কে বললেন ধন্য মা তুমি, ধন্য তোমার জীবন।

ইব্রাহিম (আ)-এর গায়ে ছিল সাধারণ পোশাক। সে কারণে ধনী পরিবারের মূল্যবান পোশাক পরিহিত যুবকগণ ছি! ছি! করতে লাগলো। কিন্তু, সারাহ্ যে সম্পদ চিনে নিলেন দুনিয়ার সব সম্পদই তার তুলনায় অতি তুচ্ছ। কেননা তিনি হলেন নবীর সহধর্মিণী। কিছুদিন শ্বশুরালয়ে অবস্থান করার পর হযরত ইব্রাহিম (আ) বিবি সারাহ্কে সঙ্গে নিয়ে বহু পথ অতিক্রম করে মিশরে এসে পৌঁছেন। এ সময় মিশরে ফেরাউন বাদশার রাজত্বকাল চলছিল। ঐ সময়কার বাদশার নাম ছিল সাদুন। এই সাদুন বাদশা অত্যন্ত

www.amarboi.org

পাপিষ্ঠ ছিল। কোন সুন্দরী যুবতী নারী তার হাত থেকে রক্ষা পেত না। ইব্রাহিম (আ) মিশরে পৌঁছলে বাদশার সৈন্য সামন্ত ইব্রাহিম (আ) ও বিবি সারাহ্‌কে ধরে রাজ প্রাসাদে নিয়ে যায়।

ইব্রাহিম (আ) কে কারারুদ্ধ করা হয় এবং বিবি সারাহ্‌কে বাদশার সম্মুখে হাজির করা হয়। সতী সাধ্বী সারাহ্‌কে দেখা মাত্র বাদশা তার সঙ্গে কামলালসা পূরণের জন্যে অগ্রসর হতে থাকে। কিন্তু, সারাহ্‌র দিকে হাত বাড়াতেই তার হাত অবশ হয়ে যায়। কোন উপায় না পেয়ে বাদশা সারাহ্‌র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করলে সারাহ্ ক্ষমা করে দেন। বাদশার হাত ভালো হয়ে যায়। হাত ভালো হওয়ার পর দুরাত্মা পূনরায় অগ্রসর হলেই তার পা মাটিতে আটকে পড়ে। এবার নরাধম বাদশা নিরূপায় হয়ে সারাহ্‌র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে। ভালো হওয়ার আশায় সারাহ্ বাদশাকে ক্ষমা করে দিলেন। কিন্তু, পাপিষ্ঠ বাদশা তার লোভ সংবরণ করতে পারলো না। সে সারাহ্‌র দিকে কামবাসনায় অগ্রসর হওয়া মাত্র দু'টি চক্ষু অন্ধ হয়ে গেল। ইব্রাহিম (আ) কারাগার থেকে আল্লাহ্‌র কুদরতী দর্পণে সারাহ্‌র প্রতি বাদশার দুর্ব্যবহারের ঘটনা সবই দেখছিলেন। বাদশা এবার মহাবিপদে পড়লো। রাজ্য, রাজ সিংহাসন সবই তার কাছে বিষময় মনে হচ্ছিল। বাদশা এবার সারাহ্‌কে মেয়ে বলে সম্বোধন করে বললো : আমাকে ক্ষমা করো। চিরদিন তুমি আমার মেয়ে হয়ে থাকবে। এবার তুমি আমাকে ক্ষমা করে দেখ। সারাহ্ নম্রকণ্ঠে বললেন যে, তাহলে ইব্রাহিম (আ)-কে কারাগার থেকে মুক্ত করে দিতে হবে এবং তিনিই দোয়া করলে আপনার চক্ষু ভালো হয়ে যাবে। বাদশার আদেশে ইব্রাহিম (আ) মুক্ত হলেন। সারাহ্ বাদশাকে বললেন : জীবনে কোনো মেয়ের সতীত্ব হরণ করবে না, কোনো মেয়ের প্রতি কু-দৃষ্টিতে তাকাতে পারবে না, নারীর মর্যাদা দিতে হবে। বাদশা সারাহ্‌র সবকথাই মেনে নিলো। এবার ইব্রাহিম (আ) বাদশার জন্যে দোয়া করলেন, বাদশার চক্ষু ভালো হয়ে গেল। অতঃপর বিদায় নিবার সময় এলো, বাদশা খুশি হয়ে বিদায়কালে পরমা সুন্দরী হাজেরাকে উপহার হিসেবে দিয়ে

www.amarboi.org

বললো যে, আমি বহু দিন যাবত হাজেরার বর সন্ধান করছিলাম, কিন্তু যোগ্য পাত্র পাই নাই। হাজেরার জন্য তুমিই একমাত্র যোগ্য বর। তাই তোমার হাতে তুলে দিলাম। এখন হাজেরা প্রসঙ্গে কিছু কথা উল্লেখ করতে হয়। হাজেরা ছিলেন হাফেয শহরের এক দরিদ্র পরিবারের মেয়ে।

হাজেরা ছিলেন সচ্চরিত্রা ও পরমা সুন্দরী। একদা হাজেরা তার বান্ধবীর সঙ্গে মিশরের প্রসিদ্ধ টেনার মেলায় বেড়াতে যায়। ঐ সময় মিশরের পাপিষ্ঠ ফেরাউন বাদশার নাম ছিল সাদুন।

পূর্ব থেকেই হাজেরার প্রতি কুখ্যাত বাদশার কু-দৃষ্টি পড়ে। বহুবার সে হাজেরাকে ধরতে গিয়েও ধরতে পারে নাই। হাজেরা মেলায় আত্মগোপন করে থাকলেও বাদশার লোকজন জানতে পেরেছিল যে হাজেরা মেলায় এসেছে। এদিকে বাদশার কড়া হুকুম ছিল, যেভাবেই হোক হাজেরাকে ধরে আনতে হবে। মেলায় বাদশার লোকজন তন্ন তন্ন করে খুঁজে হাজেরাকে দেখতে পেল। হাজেরাও বাদশার লোকজন দেখে দৌড়ে গিয়ে নদীতে ঝাঁপ দিল। মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পেল বটে। কিন্তু বাদশার লোকজন থেকে রক্ষা পেল না। হাজেরাকে ধরে নিয়ে বাদশার নিকট হাজির করলো। বাদশা হাজেরাকে পেয়ে বহু দিনের কাঙ্ক্ষিত বাসনা পূরণের জন্য হাত বাড়াতেই সতী সাধ্বী হাজেরার প্রতি আল্লাহ্‌র সাহায্য নেমে এলো। বাদশার দু'হাত অবশ হয়ে যাওয়ায় বাদশা নিরূপায় হয়ে হাজেরার নিকট ক্ষমা চাইলে হাজেরা বাদশাকে ক্ষমা করে দেন। বাদশার হাত ভালো হয়ে যায়। কিন্তু, পাপিষ্ঠ বাদশা পাপের ভয় করে না, তার আশা পূরণই মূল লক্ষ্য। দ্বিতীয়বার সে হাজেরার দিকে অগ্রসর হতেই তার দু'পা অবশ হয়ে মাটিতে বসে পড়ে। এবারও বাদশা বড় মুছিবতে পড়লো। বাদশা হাজেরার নিকট তার ভুলের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করলো, হাজেরা এবারও ক্ষমা করে দিলেন। বাদশা এবার কিছুটা দমে গেল। কিন্তু শয়তান তার মাথায় বসে উৎসাহ দিতে লাগলো। শয়তানের প্রলোভনে পড়ে বাদশা তৃতীয়বারের জন্য হাজেরার দিকে অগ্রসর হতেই বাদশার দু'চক্ষু অন্ধ হয়ে গেল। বাদশা এবার মহাবিপদে পড়লো। লজ্জায় ঘৃণায় নিজকে অসহায় মনে করে হাজেরার

www.amarboi.org

নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করলো। হাজেরা বললো, আপনি তো পাপ পথই বেছে নিয়েছেন। বার বার পাপ বাসনার লালসা তাই প্রমাণ করছে। ক্ষমা করার মালিক তো মহান আল্লাহ। তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুন। বাদশা বললো ঃ না, তোমার কাছে অপরাধ করেছি তুমি ক্ষমা করলে আল্লাহ ক্ষমা করবেন। বাদশা আরও বললো : তোমাকে এবার আমি আমার মেয়ে বলে সম্বোধন করছি, তুমি আমাকে ক্ষমা করো। চিরদিন তুমি আমার মেয়ে হয়ে থাকবে। যোগ্য পাত্রে তোমাকে বিবাহ দিতে অঙ্গীকার করছি। তুমি সাধারণ মেয়ে নও। নারী জগতে তুমি হবে বিশ্ববরেণ্য। সত্যই তো, যিনি হবেন ভাবী-জীবনে নবীর সহধর্মিণী কার সাধ্য আছে তাঁর সতীত্ব হরণ করতে পারে? হাজেরা সবকথাই তার মেনে নিয়ে ক্ষমা করে দিলেন। আল্লাহও তাকে ক্ষমা করে দিলেন। বাদশার চক্ষু ভালো হয়ে গেল।

এ কারণেই হাজেরা বাদশার মেয়ে বলে খ্যাত হয়ে আসছেন। সাদুন বাদশার নিকট থেকে ইব্রাহিম (আ) বিদায় নিবার সময় বাদশা এই হাজেরাকেই উপহার প্রদান করেছিল। বেশ কিছুদিন পরে বিবি সারাহ্ অনুমতিক্রমে ইব্রাহিম (আ) হাজেরাকে বিবাহ করেন সারা এবং হাজেরা উভয়ে ইব্রাহিম (আ) খেদমতে নিজেকে ধন্য মনে করতে লাগলেন। বিবি সারাহ্, হাজেরা এবং পাপিষ্ঠ বাদশার মধ্যে সংঘটিত ঘটনার মধ্যেও সততার চিরন্তন বিজয়েরই প্রতিফলন ঘটেছে। পাপিষ্ঠ বাদশাহর কামলালসার নগ্ন আক্রমণ থেকে সতী সাধ্বী বিবি সারাহ্ এবং হাজেরাকে হিফাযত করে বিশ্ব স্রষ্টা মহান রাব্বুল 'আলামীন আল্লাহ্ অসত্য পাপাচারের উপর সততার চূড়ান্ত বিজয় প্রতিষ্ঠিত করেছেন। যা চিরস্মরণীয় হতে থাকবে মানব সভ্যতার ইতিহাসে।

www.amarboi.org

এলো সেই কোরবানী

হযরত ইব্রাহিম (আ) তার দুই স্ত্রী বিবি সারাহ্ এবং বিবি হাজেরাকে নিয়ে সুখে শান্তিতে বসবাস করতেছিলেন। কিন্তু তাদের গর্ভে ইব্রাহিম (আ)-এর কোন সন্তান ছিল না। তাই বৃদ্ধ বয়সে ইব্রাহিম (আ) সন্তানের জন্য আল্লাহ্র নিকট দোয়া করেছিলেন, যা পবিত্র কুরআনে এভাবে এসেছে– "হে আমার রব! আমাকে একটি সুপুত্র দান করুন। তারপর আমি তাকে ধৈর্যশীল প্রকৃতির একটি পুত্র সন্তানের সুসংবাদ দিলাম।" (সূরা আস্-সাফ্ফাত, ১০০-১০১ আয়াত)

আল্লাহ্ তা'আলা হযরত ইব্রাহিম (আ)-এর দোয়া কবুল করেছিলেন। বৃদ্ধ বয়সে হাজেরার গর্ভ থেকে জগদ্বিখ্যাত নবী নন্দন হযরত ইসমাঈল (আ) জন্মলাভ করেন। বিবি সারাহ্র গর্ভ থেকে তখনও কোনো সন্তান জন্মগ্রহণ করে নাই, এ কারণেই হয়তো বিবি সারাহ্ খানিকটা ঈর্ষাবশত স্বামীকে বললেন, "হাজেরাকে নির্বাসন দিতে হবে।" ইসমাঈল সবে মাত্র নবজাত শিশু। আল্লাহ্র নিকট বহু কাকুতি মিনতির পর হযরত ইব্রাহিম (আ) এই পুত্র লাভ করেন। একি নির্মম কথা সারাহ্র মুখে! কি হিংসা! ইব্রাহিম (আ)-এর কতো সাধনার, কতো আশার এই সন্তান। বংশের এই প্রদীপ কী করে নির্বাসন দিবেন? কিন্তু, তার কথা শুনতেই হবে। ইব্রাহিম (আ) অগত্যা শিশু ইসমাঈল এবং হাজেরাকে নিয়ে সিরিয়া হতে অজানার পথে রওনা হলেন। আল্লাহ্ তা'আলার আদেশে শেষে এসে পৌঁছলেন সুদূর আরব দেশের পবিত্র মক্কা ভূমিতে। বিজন মরুভূমি, সীমাহীন আকাশ, মাঝে মাঝে মাথা উঁচু করে রয়েছে পাহাড়। ঐ সময় এই ছিল মক্কার অবস্থা! শিশু পুত্র ইসমাঈল ও হাজেরাকে কা'বা ঘরের অদূরে কিছু খেজুর ও এক মশক পানি দিয়ে রেখে আল্লাহ্র উপর সোপর্দ করে ফিরে চলছেন ইব্রাহিম (আ)।

www.amarboi.org

হাজেরা স্বামীকে জিজ্ঞাসা করছেন, "আপনি কী আমাদেরকে এখানে রেখে যাচ্ছেন? ইব্রাহিম (আ) কোন উত্তর দিলেন না। বিবি হাজেরা নিরূপায় হয়ে আবার জিজ্ঞাসা করলেন "আপনি কী আল্লাহ্‌র নির্দেশে এমন করছেন? তিনি শুধু বললেন, হ্যাঁ, বিবি হাজেরা এবার নিশ্চিত হলেন এবং বললেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ পাক আমাদেরকে ধ্বংস হতে দিবেন না। সোবহানআল্লাহ, আল্লাহ্‌র প্রতি তাঁর কি অটল বিশ্বাস! কত বড় তাঁর ঈমান। কি অপরিসীম ধৈর্য অথচ সম্মুখে তাঁর ভয়াবহ নিরাপত্তাহীনতা, ইসমাঈলকে বাঁচানোর অনিশ্চয়তা।

অন্যদিকে প্রিয়তমা সহধর্মিণীকে বিজন মরুভূমিতে ফেলে আসা কি করুণ দৃশ্য! একদিকে প্রাণপ্রিয় শিশু পুত্র, অন্যদিকে অসহায়া প্রিয়তমা সহধর্মিণী! কে জানে এর অন্তরালে বিধাতার কি রহস্য লুকিয়ে আছে।

মা হাজেরা (আ) শিশু পুত্রকে নিয়ে বিপদের সম্মুখীন হলেন। পানি, খাবার শেষ হয়ে গেল। মাতৃস্তনে দুধ নাই। শিশু পুত্র পানির অভাবে মৃত্যুর উপক্রম হলো। মা পানির অন্বেষণে ছুটাছুটি করতে লাগলেন। অদূরেই সাফা ও মারওয়া পাহাড়। দুই পাহাড়ে বারবার উঠে পানির সন্ধান করতে লাগলেন। কিন্তু, পানি কোথাও মিললো না। (এই ঐতিহাসিক স্মৃতি স্মরণ করে হাজীগণ সাফা ও মারওয়া পাহাড়ে 'ছায়ী' করে থাকেন। এটা হজ্জের একটি ওয়াজিব)। মা ছুটে এলেন শিশু পুত্রের কাছে। মা দেখলেন, শিশু ইসমাঈল পা সঞ্চালন করে খেলা করছে। আর তাঁর পায়ের আঘাতে মাটি সরে পানির ঝর্ণা প্রবাহিত হচ্ছে। মা হাজেরা পাথর ও মাটির দ্বারা ঘেরাও করে বললেন, "আবে যম যম"। পানির অভাব দূর হয়ে গেল, আল্লাহ্ তা'আলার অপরিসীম করুণার এই কুদরতি যম্ যম্ কূপ। (সারা বিশ্বের হাজিগণ হজ্জের সময় এই কূপের পানি পান করে তৃপ্তি লাভ করেন)।

এই কূপের সৃষ্টির পর থেকেই সিরিয়ার মরুপথের পথিকগণ পানি পানের জন্য এখানে বিশ্রাম নিতো। ধীরে ধীরে এখানে লোকালয় গড়ে উঠে। হযরত ইব্রাহিম (আ) মাঝে মাঝে স্ত্রী পুত্রকে দেখতে আসতেন। এক রাত্রিতে তিনি স্বপ্ন দেখলেন, "প্রিয় পুত্র ইসমাঈলকে যবেহ করেছেন।" ইব্রাহিম (আ) স্বপ্ন দেখবার পর প্রত্যুষে উঠেই একশত উট কোরবানী

www.amarboi.org

করলেন। কিন্তু, পরের রাত্রিতেও ঐ একই স্বপ্ন দেখলেন। তিনি আবারও বাছাই করা দুইশত উট কোরবানী করলেন। এভাবে তিনবার কোরবানী করবার পর তিনি স্বপ্ন দেখলেন, "তোমার প্রিয় বস্তুকে কোরবানী করো এবার তিনি চিন্তা করতে লাগলেন। তবে আমার প্রিয় বস্তু কি হতে পারে! তিনি গভীরভাবে চিন্তা করলেন আমার একান্ত প্রিয় বস্তু আমার আদরের ধন শিশু ইসমাঈল।

এবার শুরু হলো হযরত ইব্রাহিম (আ)-এর অগ্নি পরীক্ষা। শেষে আল্লাহ্‌কে সন্তুষ্ট করবার জন্য ইসমাঈলকে কোরবানী দিবার সাব্যস্ত করলেন। ইব্রাহিম (আ) বিবি হাজেরাকে সবকথা খুলে বললেন। বিবি হাজেরার নয়নের মণি, এক মাত্র পুত্র ইসমাঈল। দুঃখের সাগর সেচা মুক্তা, অসহায়ের একমাত্র সম্বল পুত্র ইসমাঈল। কিন্তু নবী পত্নী যোগ্যতার পরিচয় দিয়ে দ্বিমত করলেন না। তবে স্বামীর কাছে শর্ত আরোপ করলেন, "রক্তমাখা জামা কাপড় ইসমাঈলের স্মৃতি স্মরণ করবার জন্য জননীকে দিতে হবে।" পুত্র ইসমাঈলকে বললেন : 'বৎস! আমি স্বপ্নে দেখেছি যে, "তোমাকে যবেহ করছি।" অতএব, তুমিও চিন্তা করো, আমার কী করণীয়? তিনি বললেন, "আব্বাজান! আপনি যেই বিষয়ে আদিষ্ট হয়েছেন, তা পূর্ণ করুন, ইন্‌শাআল্লাহ্‌ আপনি আমাকে ধৈর্যশীলদের অন্তর্ভুক্ত পাবেন।" নবী নন্দন ইসমাঈল নবীর মতোই জবাব দিলেন। তবে তিনি বললেন, "আমার দুঃখিনী মাকে সান্ত্বনা দিবেন, আর রক্তমাখা জামা কাপড় তাঁকে দিবেন।" সবে মাত্র ৯ বছরের বালক ইসমাঈল। প্রস্তুত হলেন পিতা-পুত্র।

জননী পুত্রকে গোসল করিয়ে তেল, সুরমা, সুগন্ধি লাগালেন। খুব সুন্দর করে সাজালেন ইসমাঈলকে। তারপর ইসমাঈল জননীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে পিতা-পুত্র রওনা হলেন দূর নির্জন স্থানে কোরবানী দিতে। জীবন মরণ, ভালোবাসা, করুণা সবই তো আল্লাহ্‌র দান। তাকে সন্তুষ্ট করার মধ্যেই তো পরম শান্তি। পথে শয়তান বাধার সৃষ্টি করলো। ইসমাঈলকে ধোঁকা দিতে লাগলো যে, তোমার পিতা তোমাকে যবেহ করবে। বার বার ধোঁকার কারণে পিতা পুত্র শয়তানকে তাড়াবার জন্য ঢিল নিক্ষেপ করেন।

www.amarboi.org

(এই কারণে হাজীগণ মিনার পথে যাত্রা করলে ৭ বার কঙ্কর নিক্ষেপ করে থাকেন। যা ওয়াজিব)। তারপর পিতা পুত্র মিনা নামক স্থানে পৌছে ইসমাঈলকে আল্লাহ্‌র কাছে কোরবানী করবার জন্য প্রস্তুত হলেন। ইসমাঈল পিতাকে বললেন, "আমার হাত পা বেঁধে নিন, কেননা আপনার কাজে ব্যাঘাত হতে পারে।" পিতা ইসমাঈলের হাত পা বেঁধে নিলেন। পরক্ষণেই ইসমাঈল চিন্তা করলেন পরকালে আমি আল্লাহ্‌র নিকট কি জবাব দিব যে আমি পিতার অবাধ্য ছিলাম বলে আমার হাত পা বাঁধা হয়েছিল। ইসমাঈল পিতাকে হাত পায়ের বাঁধন খুলে দিতে বললেন। তারপর পিতা ইসমাঈলের হাত পায়ের বাঁধন খুলে দিলেন। পুনরায় ইসমাঈল পিতাকে বললেন, "পুত্র স্নেহের জন্যে বাধার সৃষ্টি হতে পারে, অতএব আপনার চক্ষু বেঁধে নিন। হযরত ইব্রাহিম (আ) তাঁর দু'চক্ষু বেঁধে নিলেন এবং ছুরির ধার বার বার পরীক্ষা করে নিলেন।

তারপর মাটিতে সোজাভাবে শুইয়ে দিয়ে আল্লাহ্‌র নামে পুত্রের গলে ছুরি চালালেন। কিন্তু, কি আশ্চর্য ব্যাপার! ধারাল ছুরি তো ইসমাঈলের গলা বিদ্ধ হচ্ছে না! ছুরির কি সাধ্য আছে যে ইসমাঈলের একটি পশম কাটতে পারে! আল্লাহ্ তা'আলার হুকুম ছিল ইসমাঈলের একটি পশমও যেন বিদ্ধ না হয়।

অন্যভাবে জানা যায়, আল্লাহ্ ছুরি ও গলার মধ্যে পিতলের পাত দিয়ে বাধার সৃষ্টি করেন। ঐতিহাসিক রেওয়ায়েতে আছে, ইব্রাহিম (আ) ক্রুদ্ধ ভরে ছুরিখানা দূরে নিক্ষেপ করলে, ছুরির আঘাতে একটি পাথর কেটে তিন খণ্ড হয়ে যায়। পুনরায় ইব্রাহিম (আ) পুত্রের গলায় ছুরি চালালেন, এমন সময় জিব্রাঈল (আ) আল্লাহু আকবর, আল্লাহু আকবর ধ্বনি দিলেন। এই ধ্বনি শুনে ইব্রাহিম (আ) জওয়াব দিলেন এবং বললেন, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্। যা শুনে ইসমাঈল বললেন ওয়াল্লাহু আকবর আল্লাহু আকবর এরপর ফেরেশতারা সমস্বয়ে বললেন ওয়ালিল্লাহিল হামদ্। এ সময়ের মধ্যে জিব্রাঈল (আ) ইসমাঈল (আ) কে সরিয়ে বেহেশতের একটি দুম্বা তার জায়গায় কোরবানীর জন্যে শুইয়ে দিলেন এবং আল্লাহ্‌র হুকুমে তা

www.amarboi.org

কোরবানী হয়ে গেল। ইব্রাহিম (আ) চোখের বাঁধন খুলে দেখলেন ইসমাঈল (আ) দাঁড়িয়ে আছে এবং একটি দুম্বা কোরবানী হয়েছে। এতে তার মনে সন্দেহের উদয় হয় যে তার কোরবানী কবুল হয়েছে কী? এই সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ্ বলেন– "মূল কথা, যখন তারা আত্মসমর্পণ করলেন এবং পিতা পুত্রকে কাত করে শোয়ালেন এবং আমি তাকে ডাকলাম, হে ইব্রাহিম! নিশ্চয়ই আপনি স্বপ্নকে সত্যে পরিণত করে দেখালেন, আমি বিশিষ্ট বান্দাদেরকে এরূপই পুরস্কার প্রদান করে থাকি। প্রকৃতপক্ষে এটা ছিল আল্লাহ্র একটি বড় পরীক্ষা। আর আমি যার পরিবর্তে একটি শ্রেষ্ঠ যবেহের পশু দান করলাম এবং আমি তার জন্য পশ্চাতে আগমনকারীদের মধ্যে এই বাক্য স্থায়ী রেখে দিলাম যে, ইব্রাহিমের প্রতি সালাম বর্ষিত হোক।" (সূরা আস্-সাফ্ফাত, ১০২-১০৮ আয়াত)।

অন্য রেওয়ায়েতে আছে, প্রথমে ইসমাঈল (আ) কে সোজা করে শুয়ে দিয়ে ইব্রাহিম (আ) যখন ছুরি চালালেন, কিন্তু ছুরি কাটছে না। তখন উপুড় করে বাহুর উপর শুইয়ে দিয়ে ছুরি চালাতে উদ্যত হলেন, ফেরেশতরা এ কীর্তি দেখে তাক্বীর ধ্বনি দিতে লাগলেন। এমন সময় আল্লাহ্র আদেশে জিব্রাঈল (আ) বেহেশত থেকে একটি দুম্বা নিয়ে আগমন করেন যা দেখে ইব্রাহিম (আ) তাকবীর পাঠ করলেন। (আরব দেশের নিয়ম ছিল কোনো আশ্চর্য ঘটনা ঘটলে বা বিপদাপদ ঘটলে তাক্বীর ধ্বনি দিয়ে সতর্ক করা হতো)। পিতা পুত্র বাড়ি ফিরে হাজেরাকে সবকথা বললেন। হাজেরা আল্লাহ্র শোকরিয়া আদায় করলেন। তাঁর দুই চক্ষু আল্লাহ্র করুণার কথা স্মরণ করে শিক্ত হলো, আনন্দে আপ্লুত হয়ে উঠলো। ইব্রাহিম (আ) আল্লাহ্র আদেশ পালনে ঈমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন। ইসমাঈল (আ) "জবেহুল্লাহ্" নামে জগতের বুকে স্মরণীয় হয়ে রইলেন। ধন্য ইব্রাহিম "খলীলুল্লাহ"।

দশই জিলহজ্জ, মহিমান্বিত এদিন। বিশ্ব মুসলিমের মহাস্মরণীয় ইতিহাস। এদিবসেই সংঘটিত হয়েছিল এ মহোৎসব। আল্লাহ্ তা'আলা ঐ তারিখ হতে প্রবর্তন করলেন এক মহা কোরবানীর। মিল্লাতে ইব্রাহিমের আদর্শের

www.amarboi.org

প্রতীকস্বরূপ কোরবানী হলো ওয়াজিব। প্রতি বছর ১০ই জিলহজ্জ বিশ্ব মুসলিম এই উৎসব পালন করে থাকে। আল্লাহ্‌র নামে এই উৎসর্গ বা কোরবানী মুসলমানদের জন্য এক ঈমানের পরীক্ষা, এই কোরবানীর মধ্যে নিহিত থাকে আল্লাহ্‌র পরীক্ষা ও ঈমানের তাকওয়া। হযরত ইসমাঈলের বংশে বিশ্বের আখেরী নবী হযরত মুহাম্মদ (সা) জন্মগ্রহণ করেন। এজন্যই ইব্রাহিম (আ) কে মুসলিম জাতির জনক বা "মিল্লাতে ইব্রাহিম" বলা হয়।

উল্লেখ্য হযরত ইসমাঈল (আ)-এর বংশে নবী হযরত মুহাম্মদ (সা) ব্যতীত অন্য কোনো নবী জন্মগ্রহণ করেন নাই। হযরত ইসহাকের পুত্রের নাম ছিল হযরত ইয়াকুব (আ) অন্য নাম ছিল বনী ইসরাঈল। হযরত ইয়াকুব (আ) এর বার পুত্র ছিল, তন্মধ্যে হযরত ইউসুফ (আ) নবুয়্যত লাভ করেছিলেন। হযরত ইউসুফ (আ) হতে হযরত ঈসা (আ) পর্যন্ত যত নবী জন্মগ্রহণ করেছিলেন তাঁদের সবাইকে বলা হয় ইসরাঈল বংশীয় নবী। হযরত ইব্রাহিম (আ) ও ইসমাঈল (আ)-এর মধ্যে সংঘটিত কোরবানীর এই ঐতিহাসিক ঘটনাটিতে পাশবিকতার উপর মনুষ্যত্বের বিজয় সূচিত হয়েছে। দুনিয়ার জীবনের মায়া-মমতা, আদর-স্নেহ, প্রেম-ভালোবাসা সবকিছুকে বিসর্জন দিয়ে এবং শয়তানের প্ররোচনাকে পদদলিত করে আল্লাহ্‌র আদেশ পালন করার মাধ্যমে হযরত ইব্রাহিম (আ) প্রমাণ করেছেন– আল্লাহ্‌র আদেশের নিকট দুনিয়ার সবকিছু খুবই তুচ্ছ। আর বিশ্ব স্রষ্টা মহান আল্লাহ্ তা'আলা ইব্রাহিম (আ)-এর এই অপরিসীম ত্যাগ কোরবানীকে কবুল করে কিয়ামাত পর্যন্ত এই ঘটনাটিকে সমস্ত মানব জাতির জন্য শিক্ষণীয় করে রেখে দিলেন।

www.amarboi.org

হযরত সালেহ (আ) ও কাওমে সামূদ

আদ জাতির দ্বিতীয় শাখা হচ্ছে 'কাওমে-সামূদ'। মহান আল্লাহ্ তা'আলা হযরত সালেহ (আ) কে কওমে সামূদ'-এর প্রতি নবী হিসেবে প্রেরণ করেছিলেন। তিনি তাঁর কাওমকে সর্বপ্রথম তাওহীদের দাওয়াত দিলেন। দেশবাসী তা প্রত্যাখান করে বললো– "এ পাহাড়ের প্রস্তর খণ্ড থেকে আমাদের সম্মুখে আপনি যদি একটি উষ্ট্রী বের করে দেখাতে পারেন, তাহলে আমরা আপনাকে সত্য নবী বলে মানতে রাজি আছি।"

হযরত সালেহ (আ) তাদেরকে এই বলে সতর্ক করলেন যে, তোমাদের চাহিদা মোতাবেক মু'জেযা প্রদর্শনের পরেও তোমরা যদি ঈমান আনতে দ্বিধা প্রকাশ করো, তাহলে কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলার বিধান অনুসারে তোমাদের উপর আযাব নেমে আসবে, তোমরা সমূলে ধ্বংস হয়ে যাবে। এতদসত্ত্বেও তারা নিজেদের হঠকারিতা থেকে বিরত হলো না। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর অসীম কুদরতে তাদের চাহিদা মোতাবেক মু'জেযা জাহির করলেন। বিশাল প্রস্তর খণ্ড বিদীর্ণ হয়ে তাদের কথিত গুণাবলীসম্পন্ন একটি উষ্ট্রী আত্মপ্রকাশ করলো। আল্লাহ্ তা'আলা হুকুম দিলেন যে, "এ উষ্ট্রীকে কেউ যেন কোনরূপ কষ্ট-ক্লেশ না দেয়। যদি এরূপ করা হয় তবে তোমাদের প্রতি আযাব নাযিল হয়ে তোমরা ধ্বংস হয়ে যাবে।" (সূরা আল্ আ'রাফ-৭৩)

হযরত সালেহ (আ) এবং কাওমে সামূদের ঘটনাটি মহান আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র কুরআনে এভাবে উল্লেখ করেছেন–

"আর সামূদ জাতির প্রতি তাদের ভাই সালেহকে প্রেরণ করি; তিনি বললেন, হে আমার জাতি! তোমরা আল্লাহ্র বন্দেগী করো, তিনি ছাড়া তোমাদের আর কোনো উপাস্য নাই। তিনিই যমীন থেকে তোমাদেরকে

www.amarboi.org

পয়দা করেছেন, তন্মধ্যে তোমাদেরকে বসতি দান করেছেন। অতএব, তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো, তারপর তাঁরই দিকে ফিরে চলো। নিশ্চয়ই আমার পালনকর্তা নিকটেই আছেন, যিনি আবেদন কবুল করে থাকেন।

তারা বললো, হে সালেহ! ইতোপূর্বে তোমার কাছে আমাদের বড় আশা ছিল। আমাদের বাপ দাদা যা পূজা করতো তুমি কী আমাদেরকে তার পূজা করতে নিষেধ করো? কিন্তু যার প্রতি তুমি আমাদের আহ্বান জানাচ্ছ আমাদের তাতে এমন সন্দেহ রয়েছে যে, মন মোটেই সায় দিচ্ছে না।

সালেহ বললেন, হে আমার জাতি! তোমরা কি মনে করো, আমি যদি আমার পালনকর্তার পক্ষ হতে বুদ্ধি বিবেচনা লাভ করে থাকি আর তিনি যদি আমাকে নিজের তরফ থেকে রহমত দান করে থাকেন, তারপর আমি যদি তাঁর অবাধ্য হই তবে তার থেকে কে আমাকে রক্ষা করবে? তোমরা তো আমার ক্ষতি ছাড়া কিছুই বৃদ্ধি করতে পারবে না।

আর হে আমার জাতি! আল্লাহ্‌র এ উষ্ট্রীটি তোমাদের জন্য নিদর্শন। অতএব, তাকে আল্লাহ্‌র যমীনে বিচরণ করে খেতে দাও এবং তাকে মন্দভাবে স্পর্শও করবে না। নতুবা অতি সত্বর তোমাদেরকে আযাব পাকড়াও করবে।

তবু তারা সেই উষ্ট্রীটির পা কেটে দিল। তখন সালেহ (আ) বললেন, তোমরা নিজেদের গৃহে তিনটি দিন উপভোগ করে নাও। এটা এমন ওয়াদা যা মিথ্যা হবে না।" (সূরা হূদ-৬১-৬৫)

তারা যখন আল্লাহ্‌র নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘন করে অলৌকিক উষ্ট্রীকে হত্যা করলো, তখন তাদেরকে নির্দিষ্টভাবে জানিয়ে দেয়া হয় যে, তোমরা ধ্বংস হয়ে যাবে। তাফসীরে কুরতুবীতে বর্ণিত হয়েছে যে, এ অবকাশের তিন দিন ছিল বৃহস্পতি, শুক্র ও শনিবার। রবিবার প্রত্যুষে তাদের উপর আযাব নাযিল হলো। ঐ পাপিষ্ঠদেরকে এক ভয়ঙ্কর গর্জন এসে পাকড়াও করলো। এ ছিল হযরত জিব্রাঈল (আ)-এর গর্জন, যা হাজার হাজার বজ্রধ্বনির সম্মিলিত শক্তির চেয়েও ভয়াবহ। যা সহ্য করার ক্ষমতা মানুষ বা কোনো জীবজন্তুর

www.amarboi.org

হতে পারে না। এরূপ প্রাণ কাঁপানো গর্জনেই সকলে মৃত্যুবরণ করেছিল। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে– তারপর আমার আযাব যখন উপস্থিত হলো, তখন আমি সালেহকে ও তদীয় সঙ্গী ঈমানদারগণকে নিজ রহমতে উদ্ধার করি এবং সেদিনকার অপমান হতে রক্ষা করি। নিশ্চয়ই তোমার পালনকর্তা তিনিই সর্বশক্তিমান পরাক্রমশালী। আর ভয়ঙ্কর গর্জন পাপিষ্ঠদের পাকড়াও করলো, ফলে ভোর হতে না হতেই তারা নিজ নিজ গৃহসমূহে উপুড় হয়ে পড়ে রইল। যেন তারা কোনদিনই সেখানে ছিল না। জেনে রাখ, নিশ্চয় সামূদ জাতি তাদের পালনকর্তার প্রতি অস্বীকার করেছিল। আরো শুনে রাখ, সামূদ জাতির জন্য অভিশাপ রয়েছে।" (সূরা হূদ ঃ ৬৭-৬৮)

কাওমে সামূদ আল্লাহ্‌র নবী হযরত সালেহ (আ)-এর দাওয়াতকে অস্বীকার করেই ক্ষান্ত হয় নাই বরং তারা আল্লাহ্‌র আযাবের ভয়কে উপেক্ষা করে, আল্লাহ্‌র নিদর্শন উষ্ট্রীটিকে হত্যা করার কারণে, পরাক্রমশালী আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাদেরকে ধ্বংস করে দিয়ে ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে নিক্ষেপ করেছেন এবং কিয়ামাত পর্যন্ত ঘটনাটিকে অবিশ্বাসী কাফেরদের জন্য শিক্ষণীয় হিসেবে রেখে দিয়েছেন।

www.amarboi.org

বেহেশতের দুয়ারে আজরাঈল (আ)

কথিত আছে যে, এক দরিয়ায় একদা যাত্রী বোঝাই নৌকা ভীষণ তুফানে ডুবে যায়। ঐ নৌকায় এক গর্ভবতী নারী সন্তান প্রসবের পূর্বে সে পিত্রালয়ে চলে যাচ্ছিল। নৌকার আরোহীগণ সকলেরই সলিল সমাধি হয়। কিন্তু, আল্লাহ্ তা'আলার অসীম করুণায় ঐ গর্ভবতী নারী একখানা তক্তার উপর বাতাস ও ঢেউয়ের আঘাতে ভাসতে ভাসতে অর্ধমৃত অবস্থায় কূলে উঠে। ঠিক এই সময় তার প্রসব বেদনা উপস্থিত হয় এবং একটি পুত্র সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়। সন্তান প্রসবের পর পরই ঐ প্রসূতি মারা যায়। নব প্রসূত শিশুটি জীবিত অবস্থায় পড়ে থাকে। ঐ দরিয়ার নিকটবর্তী এক গভীর জঙ্গল ছিল। ঐ জঙ্গলে সদ্যপ্রসবা এক বাঘিনী ছিল। বাঘিনী প্রসব করবার পর বাচ্চাটি মারা যায়। পরম করুণাময় আল্লাহ্র হুকুমে ঐ বাঘিনী সদ্যপ্রসূত সাদ্দাদকে জঙ্গলে নিয়ে এসে দুধ দিতে থাকে। বাঘিনীর দুধ খেয়ে সাদ্দাদ ক্রমশ বড় হতে থাকে। (অন্য এক বইয়ে উল্লেখ আছে, জনৈক ধীবর ঐ সময় দরিয়ায় মাছ ধরতে আসে। তারপর ঐ শিশুটি ধীবরের নজরে পড়লে দয়াপরবশ হয়ে সে শিশুটিকে বাড়িতে নিয়ে যায় এবং লালন পালন করতে থাকে। ধীবর শিশুটির নাম রাখে সাদ্দাদ)।

একদা ইয়েমেনের বাদশা জঙ্গলে শিকার করতে এসে শিশুটিকে দেখে বিস্মিত হয়ে পড়ে। ঐ বাদশার কোনো পুত্র সন্তান ছিল না। সে খুশি হয়ে শিশুটিকে তার প্রাসাদে নিয়ে আসে। নিয়তির কি করুণা! ভাগ্যের কি চমৎকার বন্ধনা! অসহায়ের সহায় হলেন আল্লাহ্। দরিয়ায় ভাসমান তক্তার উপর যার প্রাণ ভাসতে ছিল, নৌকার সমস্ত যাত্রী মৃত্যুবরণ করে, আর তার মা আল্লাহ্র অসীম দয়ায় কূলে উঠে সন্তান প্রসব করে মারা যায়। কিন্তু শিশুটি ছিল পরম আশ্রয়দাতার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

www.amarboi.org

আল্লাহ্‌র কৃপায় সাদ্দাদ রাজ ভোগে বড় হয়ে উঠে। তারপর বাদশার মৃত্যু হলে সাদ্দাদ বাদশার আসনে অলঙ্কৃত হয়। তার ক্ষমতার দাপটে অন্যান্য রাজা বাদশাগণ তার অধীন হয়ে যায়। সে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বাদশা। প্রবল পরাক্রান্ত অর্ধ পৃথিবীর অধিপতি সাদ্দাদ শেষ পর্যন্ত আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব অস্বীকার করে বসে। কৃতঘ্ন সাদ্দাদ তার প্রতিপালকের কথা ভুলে যায়। ভুলে যায় তার অতীত জীবনের কথা। সে আল্লাহ্‌র সঙ্গে পাল্লা দিয়ে অবাধ্য কাফের হয়ে গেল।

হযরত হূদ (আ) এই সময় নবী ছিলেন। হযরত হূদ (আ) সাদ্দাদের নিকট উপস্থিত হয়ে তাকে বললো ঃ "হে সাদ্দাদ! আল্লাহ্‌ ব্যতীত কোনো উপাস্য নাই। আমি তাঁর প্রেরিত পুরুষ, অতএব তুমি মানুষের প্রভুত্বের দাবী পরিত্যাগ কর। আল্লাহ্‌র দরবারে নতশিরে সিজদা করো এবং আমাকে তাঁর প্রেরিত পুরুষ স্বীকার করে আমার উপদেশ অনুসারে চলো। হে সাদ্দাদ! আল্লাহ্‌ তোমাকে হাজার বছর আয়ু প্রদান করেছেন। অসংখ্য দাস-দাসী, বিশাল রাজ্য এবং অসংখ্য সৈন্যের অধিকারী করেছেন। তুমি আল্লাহ্‌র কৃতজ্ঞতা স্বীকার করো, তাহলে তিনি তোমার প্রতি আরো প্রসন্ন হবেন। তাতে তোমার কল্যাণ হবে। আল্লাহ্‌ তোমাকে প্রচুর ঐশ্বর্য দান করবেন। পুনরুত্থান দিবসে তোমাকে হিসাব নিকাশ প্রদান করতে হবে না। বিনা হিসাবে তুমি বেহেশতে প্রবেশ করতে পারবে। আল্লাহ্‌র বেহেশতে আছে পরম সুখ-শান্তি। সতী-সাধ্বী হুর, আজ্ঞাবহ গেলেমান, সুমিষ্ট ফলের উদ্যান, আছে স্রোতস্বিনী নদী, সুখ শয্যার জন্য আছে হিরা জহরতের কুরসি।"

সাদ্দাদ বললো : "হে হূদ (আ) আমি তোমার কাছে বেহেশতের যাবতীয় বর্ণনা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে শ্রবণ করলাম। তুমি আমাকে বেহেশতের প্রলোভন প্রদর্শন করছ। কিন্তু, তুমি জেনে রাখ, আমিও ঐরূপ বেহেশত পৃথিবীতে নির্মাণ করবো। তোমার আল্লাহ্‌র বেহেশতের আমার কোনই প্রয়োজন নাই।"

আল্লাহ্‌র অবাধ্য সাদ্দাদ, অকৃতজ্ঞ সাদ্দাদ, জীবনের উদ্দাম গতি নিয়ে,

www.amarboi.org

অফুরন্ত সম্পদের মালিক হয়ে, অগণিত দাস-দাসী, বিশাল সৈন্য বাহিনী, প্রভুভক্ত প্রজাপুঞ্জ, বিশাল সাম্রাজ্যের একচ্ছত্র মালিক সাদ্দাদ।

যে প্রভু তাকে পৃথিবীর সেরা বাদশা করলো, যে প্রভু অলৌকিকভাবে তার জীবন প্রভাতে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করলেন, সেই জীবনদাতা প্রভুর কথাকে ভুলে গেল। আল্লাহ্‌র সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সাদ্দাদ পৃথিবীর প্রভু হয়ে গেল। পৃথিবীতে সে কৃত্রিম স্বর্গ নির্মাণের মনস্থ করলো। আরব উপদ্বীপের দক্ষিণ পশ্চিম কোণে বর্তমান এডেন শহরের নিকটবর্তী অঞ্চলে বেহেশত নির্মাণের জন্য ১৪০ বর্গ মাইল বিরাট স্থান নির্বাচন করে। (ইয়েমেন দেশে)

নির্মাণে সময় লেগেছিল ৩০০ বছর। (হাদীসের কেচ্ছা, ২য় খণ্ড)। বেহেশত নির্মাণ কাজে সে ৩০ লক্ষ লোককে কাজে খাটিয়ে ছিল। এর গভীরতা ছিল ৪০ গজ। দেশ এবং দেশান্তর থেকে স্বর্ণ, হিরা, মানিক, জহরত সংগ্রহ করে। দেশের পরমা সুন্দরী ষোড়শী যুবতী নিয়ে হুর সজ্জিত করলো। কথিত আছে যে, জনৈক দরিদ্র বিধবা বৃদ্ধার একটি মাত্র কন্যার গলায় একটি অলঙ্কার ছিল। তাও সে জোর করে ছিনিয়ে নিয়ে আসে। ঐ বৃদ্ধ অভিশাপ করেছিল তুই যেনো তোর তৈরী বেহেশতে প্রবেশ করতে না পারিস।

তারপর, এক লক্ষ পরমা সুন্দরী কুমারী যুবতী, এক লক্ষ কিশোর বালক তার বেহেশতে হুর ও গেলেমান হিসেবে প্রস্তুত করলো। হাদীস শরীফে উল্লিখিত আছে যে, সাদ্দাদের তৈরী বেহেশতের অভ্যন্তরে অসংখ্য শহর, বন্দর, হাট-বাজার, নদ-নদী, সুরম্য বাগান, বন, উপবন ও কৃত্রিম পাহাড় পর্বত তৈরী করা হয়েছিল। বেহেশতের বিভিন্ন অংশে এবং বাগানে যে সকল বৃক্ষ তৈরী করা হয়েছিল, তার শাখা ও কাণ্ডসমূহ রৌপ্যের দ্বারা, পত্র সবুজ বর্ণের জমরুদ পাথরের দ্বারা এবং ফল স্বর্ণ ও আম্বর দ্বারা প্রস্তুত করা হয়েছিল। মেঝে মাটির পরিবর্তে জাফরান ও আম্বর দ্বারা তৈরী করা হয়েছিল এবং উদ্যানের মধ্যে কঙ্কর প্রস্তরের পরিবর্তে অগণিত মণি মুক্তা ও হীরক জহরত ছড়িয়ে রাখা হয়েছিল। বাগানের অভ্যন্তরে সুশীতল পানি, দুধ, মধু ও সুপেয় সুস্বাদু শরবতের অগণিত খাল ও ঝর্ণা প্রবাহিত করে দেয়া হয়েছিল। বেহেশতের বাইরে চারটি সদর দরজার সম্মুখে বিরাট চারটি

www.amarboi.org

প্রান্তর তৈরী করে তাতে অসংখ্য স্বর্ণ ও রৌপ্য নির্মিত বিবিধ ফল ও ফুলের গাছ লাগিয়ে প্রান্তরটিকে অপূর্ব শোভিত করা হয়েছিল।

যাহোক। বেহেশতের কাজ সম্পূর্ণ হয়ে গেল। ৩০০ বছরের সাধনার বেহেশতে প্রবেশের দিন তারিখ ঠিক হয়ে গেল। বেহেশতের প্রবেশ করবার সময় বিশ লাখ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও সৈন্যসহ সাদ্দাদ তার সাধের বেহেশতে প্রবেশ করতে এক পা বেহেশতের দ্বারের চৌকাঠের উপরে রেখেছে আর এক পা তার বাইরে ছিল। সেই মুহূর্তে আল্লাহ্‌র আদেশে হযরত আজরাঈল (আ) সাদ্দাদ ও তার বিশ লক্ষ সাথী সঙ্গীদের জান নিমিষে ছিনিয়ে নিলেন। সে তার বেহেশত চোখে দেখতে পারলো না। খোদাদ্রোহিতা করে বেহেশতের পরিবর্তে সাদ্দাদ অনন্তকালের জন্য দোযখে প্রবেশ করলো। সাঙ্গ হলো তার জীবন লীলা।

আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর প্রিয়তম রাসূলকে অবগত করণার্থে পাক কুরআনে উল্লেখ করেছেন "যাঁরা এমন প্রাসাদসমূহ তৈরী করেছিল, যা দুনিয়ার কেউ কখনও তৈরী করতে সক্ষম হয়নি" (অথচ সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ তা'আলা তা ধূলিসাৎ করে দিয়েছিলেন)।

মিরাজ রজনীতে রাসূলুল্লাহ (সা) আজরাঈল (আ) কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "কখনো কারো জন্যে জান কবজ করতে কি আপনার দয়া হয়নি?" আজরাঈল (আ) একটু হেসে বললেন যে, "দু'বার সামান্য দুঃখ করেছিলাম। একবার দরিয়ায় নৌকা ডুবছিল। সে সময় এক অসহায় নারী সেখানে প্রসব করে মারা যাচ্ছিল। সেদিন আমি নিজেই তার প্রাণ নিতে গিয়ে একটু দুঃখ লেগেছিল। দ্বিতীয় বার পাপিষ্ঠ সাদ্দাদের প্রাণ হরণের আদেশ পেয়ে নিজে গিয়ে দেখলাম সে তার তিনশো বছরের সাধনার বেহেশত বানিয়ে তাতে প্রবেশের আশায় এক পা চৌকাঠের ভেতর দিয়েছে, আরেক পা তার বাইরে ছিল। সেই সময় তার মৃত্যু দান করতে।"

www.amarboi.org

হযরত হূদ (আ) ও আদ জাতি

আল্লাহ্ তা'আলার বিপথগামী মানুষকে হিদায়েত করার জন্যে যুগে যুগে দেশে দেশে নবী-রাসূলগণ প্রেরণ করেছিলেন। আল্লাহ্ পাক হযরত হূদ (আ)-কে আদ জাতির প্রতি নবীরূপে প্রেরণ করেছিলেন। হযরত হূদ (আ) তাঁর কাওমের নিকট দ্বীনি দাওয়াত পেশ করেন। মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে এই সম্পর্কে ইরশাদ হচ্ছে– "আর আদ জাতির প্রতি আমি তাদের ভাই হূদকে প্রেরণ করেছি; তিনি বলেন, হে আমার জাতি! আল্লাহ্র বন্দেগী করো, তিনি ব্যতীত তোমাদের কোনো মা'বুদ নেই, তোমরা সবাই মিথ্যার অনুসরণ করছো। হে আমার জাতি! আমি এজন্য তোমাদের কাছে কোনো মজুরী চাই না; আমার মজুরী তাঁরই কাছে যিনি আমাকে পয়দা করেছেন, তবু তোমরা কেন বোঝ না? আর হে আমার কাওম! তোমাদের পালনকর্তার কাছে তোমরা ক্ষমা প্রার্থনা করো, তারপর তাঁরই প্রতি মনোনিবেশ করো, তিনি আসমান থেকে তোমাদের উপর বৃষ্টিধারা প্রেরণ করবেন এবং তোমাদের শক্তির উপর শক্তি বৃদ্ধি করবেন, তোমরা কিন্তু অপরাধীদের মতো বিমুখ হয়োনা। তারা বললো, হে হূদ! তুমি আমাদের কাছে কোনো প্রমাণ নিয়ে আস নাই, আমরা তোমার কথায় আমাদের দেব-দেবীদের বর্জন করতে পারি না, আর আমরা তোমার প্রতি ঈমান আনয়নকারীও নই। (সূরা হূদ-৫০-৫৩)

দৈহিক আকার-আকৃতিতে ও শারীরিক শক্তি সামর্থ্যের দিক দিয়ে আদ জাতিকে মানব ইতিহাসে অনন্য বলে চিহ্নিত করা হয়। হযরত হূদ (আ) ও উক্ত জাতিরই অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। কিন্তু পরিতাপের বিষয় এতো বড় বীর ও শক্তিশালী জাতি তাদের বিবেক ও চিন্তাশক্তি হারিয়ে ফেলেছিল, নিজেদের হাতে তৈরী প্রস্তর মূর্তিকে তারা তাদের মা'বুদ সাব্যস্ত করেছিল। তারা আরও বলতো আমাদের কোনো কোনো দেবতা আপনার মস্তিষ্ক বিবৃত করে

www.amarboi.org

দিয়েছে। তারপর তিনি বলেন, তোমরা যদি এভাবে সত্যকে প্রত্যাখ্যান করতে থাক, তবে জেনে রাখ, যে পয়গাম পৌঁছাবার জন্য আমাকে প্রেরণ করা হয়েছে, আমি তা যথাযথভাবে তোমাদের নিকট পৌঁছে দিলাম। অতএব তোমাদের অনিবার্য পরিণতি হচ্ছে যে, তোমাদের উপর আল্লাহ্‌র আযাব ও গযব আপতিত হবে, তোমরা সমূলে নিপাত ও নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। কিন্তু, হতভাগার দল হযরত হূদ (আ)-এর কোনো কথায় কর্ণপাত করলো না। তারপর 'আদ জাতির উপর যখন আযাব নাযিল হয়, তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর চিরন্তন বিধান অনুযায়ী হযরত হূদ (আ) ও সঙ্গী ঈমানদারগণকে সেখান থেকে সরে যাওয়ার নির্দেশ দিয়ে আযাব হতে রক্ষা করলেন।' অবশেষে প্রচণ্ড ঝড় তুফানরূপে আল্লাহ্‌র আযাব নেমে এলো। সাত দিন আট রাত যাবত অনবরত ঝড় তুফান বইতে লাগলো। বাড়ি ঘর ধ্বসে গেল, গৃহ-ছাদ উড়ে গেল, মানুষ ও সকল জীব জন্তু শূন্যে উত্থিত হয়ে সজোরে যমীনে নিক্ষিপ্ত হলো, এভাবেই সুঠাম দেহের অধিকারী শক্তিশালী একটি জাতি সম্পূর্ণ ধ্বংস ও বরবাদ হয়ে গেল। আর এরই সাথে তাদের ধ্বংসের ঘটনাটি মানব সভ্যতার ইতিহাসে স্থান করে নিল এজন্য যে, সত্যের অস্বীকারকারী ব্যক্তি বা সম্প্রদায় যত শক্তিশালীই হোক না কেন? আল্লাহ্‌র আযাবের নিকট তারা খুবই অসহায়। আর মহান আল্লাহ্ তা'আলা হযরত হূদ (আ) এবং তাঁর অনুসারী ঈমানদারদেরকে এই ভয়াবহ আযাব থেকে রক্ষা করে সত্য এবং সত্যপন্থীদের চিরন্তন বিজয়ের ইতিহাস রচনা করেছেন। যা কিয়ামাত পর্যন্ত সত্যের অনুসারীদেরকে প্রেরণা যোগাবে।

www.amarboi.org

হযরত নূহ (আ) ও তাঁর কাওম

আল্লাহ্ তা'আলা হযরত নূহ (আ) কে প্রায় এক হাজার বছরের দীর্ঘ জীবন দান করেছিলেন। সাথে সাথে আল্লাহ্র দিকে দাওয়াত দেয়া ও দেশবাসীকে সুপথে পরিচালিত করার চিন্তা ভাবনা এবং পয়গম্বরসুলভ উৎসাহ উদ্দীপনা এতদূর দান করেছিলেন যে, সারা জীবন তিনি অক্লান্তভাবে নিজ জাতিকে তাওহীদ ও সত্য ধর্মের প্রতি আহ্বান জানিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি তাঁর হতভাগা কাওমের পক্ষ হতে কঠিন নির্যাতন নিপীড়নের সম্মুখীন হন, তাঁর উপর প্রস্তর বর্ষণ করা হয়; এমনকি তিনি অনেক সময় রক্তাক্ত অবস্থায় বেহুঁশ হয়ে পড়তেন। তারপর হুঁশ হলে পরে দোয়া করতেন আয় আল্লাহ্! আমার জাতিকে ক্ষমা করুন, তারা মূর্খ তারা জানে না, বোঝে না, তিনি এক পুরুষের পরে দ্বিতীয় পুরুষকে তারপর তৃতীয় পুরুষকে শুধু এ আশায় দাওয়াত দিয়ে যাচ্ছিলেন যে, হয়তো তারা ঈমান আনবে। কিন্তু শতাব্দীর পর শতাব্দী যাবত প্রাণপন চেষ্টা করা সত্ত্বেও তারা যখন ঈমান আনলো না, তখন তিনি আল্লাহ্ রাব্বুল ইজ্জতের দরবারে তাদের সম্পর্কে ফরিয়াদ করলেন "নিশ্চয় আমি আমার জাতিকে দিবা রাত্রি দাওয়াত দিয়েছি। কিন্তু, আমার দাওয়াত তাদের শুধু সত্য পথ থেকে পলায়নের প্রবণতাই বৃদ্ধি করেছে।" (সূরা নূহ-৫)।

সুদীর্ঘকাল যাবত অসহনীয় কষ্ট-ক্লেশ ভোগ করার পর তিনি দোয়া করলেন "হে আল্লাহ্! আমার লাঞ্ছনার প্রতিশোধ গ্রহণ করুন। কেননা, ওরা আমার প্রতি মিথ্যা আরোপ করেছে।" (১৮ পারা, আয়াত ৩৯, সূরা আল-মু'মিনুন)।

হে পরওয়ারদেগার! এখন এই কাফেরদের মধ্যে পৃথিবীর বুকে বসবাসকারী কাউকে রাখবেন না। যদি তাদের রাখেন, তবে তাদের ভবিষ্যৎ বংশধররাও অবাধ্য কাফের হবে। (সূরা নূহ, আয়াত-২৬)

www.amarboi.org

এই বদদোয়া আল্লাহ্‌র দরবারে কবুল হলো।

নূহ (আ) কে যখন নৌকা তৈরীর নির্দেশ দেয়া হলো, তখন তিনি নৌকাও চিনতেন না, তৈরী করতেও জানতেন না। তাই মহান আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন, "আর আপনি আমার সামনে নৌকা তৈরী করুন আমারই তত্ত্বাবধান ও ওহী অনুসারে এবং যারা যুলুম করছে তাদের ব্যাপারে আমাকে কোনো কথা বলবেন না। আর তারা অবশ্যই নিমজ্জিত হবে।" (সূরা হূদ-৩৭)

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে যে, নৌকা তৈরীর জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণাদি ও নির্মাণ কৌশল ওহীর মাধ্যমে হযরত জিব্রাঈল (আ) হযরত নূহ (আ) কে শিক্ষা দিয়েছিলেন। তিনি শাল কাঠ দ্বারা উক্ত নৌকা তৈরী করেছিলেন। ঐতিহাসিক সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যে, নৌকাখানি ৩০০ গজ দীর্ঘ, ৫০ গজ প্রস্থ, ৩০ গজ উঁচু ও ত্রিতলবিশিষ্ট ছিল, যার দুইপার্শ্বে অনেকগুলো জানালা ছিল।

আল্লাহ্‌র আদেশক্রমে "হযরত নূহ (আ) যখন নৌকা নির্মাণ কাজে ব্যস্ত ছিলেন, তখন তাঁর পাশ দিয়ে পথ অতিক্রমকালে কওমের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা তাঁকে জিজ্ঞেস করতো, আপনি কী করছেন? তিনি উত্তর দিতেন, অনতিবিলম্বে এক মহাপ্লাবন হবে, তাই নৌকা তৈরী করছি। তখন তারা বলতো "এখানে তো পান করার মতো পানিও দুর্লভ, আর আপনি ডাঙ্গা দিয়ে জাহাজ চালাবার ফিকিরে আছেন।" তদুত্তরে হযরত নূহ (আ) বলতেন, যদিও আজ তোমরা আমাদের প্রতি উপহাস করছ, কিন্তু মনে রেখো, সেদিন দূরে নয়, সেদিন আমরাও তোমাদের প্রতি উপহাস করবো। (সূরা হূদ-৩৮, ৩৯ আয়াত)

পরবর্তী ঘটনাটি মহান আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র কুরআনে এভাবে বর্ণনা করেছেন–

"অবশেষে যখন আমার হুকুম এসে পৌছল এবং ভূ-পৃষ্ঠ উচ্ছসিত হয়ে উঠলো, আমি বললাম : সর্বপ্রকার জোড়ার দু'টি করে এবং যাদের উপরে পূর্বাহ্নেই হুকুম হয়ে গেছে তাদের বাদ দিয়ে, আপনার পরিজনবর্গ ও সকল

www.amarboi.org

ঈমানদারগণকে নৌকায় তুলে নিন। বলাবাহুল্য, অতি অল্পসংখ্যক লোকই তাঁর সাথে ঈমান এনেছিল। আর তিনি বললেন, তোমরা এতে আরোহণ করো। আল্লাহ্‌র নামেই এর গতি ও স্থিতি। নিশ্চয়ই আমার পালনকর্তা অতি ক্ষমাপরায়ণ, মেহেরবান, পরম দয়ালু। আর নৌকাখানি তাদের বহন করে চললো পর্বত প্রমাণ তরঙ্গমালার মাঝে, আর হযরত নূহ (আ) তাঁর পুত্রকে ডাক দিলেন আর সে সরে গিয়েছিল, তিনি বললেন, প্রিয় বৎস! আমাদের সাথে আরোহণ করো এবং কাফেরদের সাথে থেকো না। সে বললো, আমি অচিরেই কোনো পাহাড়ে আশ্রয় নেব, যা আমাকে এই প্লাবন থেকে রক্ষা করবে। হযরত নূহ (আ) বললেন, আজকের দিনে আল্লাহ্‌র হুকুম থেকে কোনো রক্ষাকারী নেই। একমাত্র তিনি যাকে দয়া করবেন। এমন সময় উভয়ের মাঝে তরঙ্গ আড়াল হয়ে দাঁড়াল, ফলে সে নিমজ্জিত হলো। আর নির্দেশ দেয়া হলো, হে পৃথিবী! তোমার পানি গিলে ফেল, আর হে আকাশ! ক্ষান্ত হও। আর পানি হ্রাস করা হলো এবং কাজ শেষ হয়ে গেল, আর জুদী পর্বতে নৌকা ভিড়ল এবং ঘোষণা করা হলো, দূরাত্মা কাফেররা নিপাত যাক।" (সূরা হূদ ঃ ৪০-৪৪)।

তুফান শুরু হওয়া মাত্র হযরত নূহ (আ) কে হুকুম দেয়া হলো অর্থাৎ, 'জোড়বিশিষ্ট প্রত্যেক প্রাণী এক এক জোড়া করে নৌকায় তুলে নিন।' এরদ্বারা বোঝা যায় যে, হযরত নূহ (আ)-এর জাহাজে সারা দুনিয়ার সব ধরনের প্রাণী সমাবেশ করা হয়নি। বরং যেসব প্রাণী স্ত্রী পুরুষের মিলনে জন্ম হয় এবং পানির মধ্যে বেঁচে থাকতে পারে না, শুধু সেসব পশু-পাখিই উঠানো হয়েছিল জলজ প্রাণী উঠানো হয়নি। ডাঙ্গার প্রাণীকূলের মধ্যে যেসব পোকা-মাকড়, কীট-পতঙ্গ, পুরুষ স্ত্রী মিলন ছাড়াই জন্ম হয় তাও বাদ পড়েছে। শুধু গরু, ছাগল, ঘোড়া গাধা ইত্যাদি গৃহপালিত ও অতীব প্রয়োজনীয় পশু-পাখি কিশ্‌তিতে উঠানো হয়েছিল।

জাহাজে আরোহণকারীদের সঠিক সংখ্যা পবিত্র কুরআনে ও হাদীস শরীফে নির্দিষ্ট করে কোথাও উল্লেখ করা হয়নি। তবে হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত আছে যে, তাদের সর্বমোট সংখ্যা ছিল ৮০ জন। যাদের মধ্যে হযরত নূহ (আ)-এর তিন পুত্র হাস, সাম, ইয়াফেস এবং

www.amarboi.org

তাদের ৩ জন স্ত্রীও ছিল। নূহ (আ)-এর চতুর্থ পুত্র কেন'আন কাফেরদের সাথে থাকায় সে ডুবে মরে ছিল।

জুদী পাহাড় হযরত নূহ (আ)-এর মূল আবাস ভূমি, ইরাকের মোসেল শহরের উত্তরে ইবনে ওমর দ্বীপের অদূরে আর্মেনিয়া সীমান্তে অবস্থিত।

হযরত নূহ (আ) ১০ই রজব কিশ্‌তিতে আরোহণ করেছিলেন। দীর্ঘ ৬ মাস পর্যন্ত উক্ত কিশ্‌তি তুফানের মধ্যেই চলছিল। যখন কা'বা শরীফের পার্শ্বে পৌছল, তখন সাত বার কা'বা শরীফ তাওয়াফ করলো। আল্লাহ্ তা'আলা বায়তুল্লাহ্ শরীফকে পানির উপরে তুলে রক্ষা করেছিলেন। পরিশেষে ১০ই মুহাররম অর্থাৎ আশুরার দিন জুদী পাহাড়ে কিশ্‌তি ভিড়ল। হযরত নূহ (আ) স্বয়ং সেদিন শোকরানার রোযা রাখলেন এবং সহযাত্রী সবাইকে রোযা পালনের নির্দেশ দিলেন। (তাফসীরে কুরতুবী ও মাযহারী)

"অবশেষে যখন আমার ফয়সালা কার্যকরী করার সময় হলো এবং ভূ-পৃষ্ঠ হতে পানি উথলে উঠতে লাগলো।" (সূরা হূদ-৪০)

আলোচ্য আয়াতে উল্লিখিত তান্নুর শব্দের একাধিক অর্থ রয়েছে। ভূ-পৃষ্ঠকেও তান্নুর বলা হয়, রুটি পাকানোর তন্দুরকেও তান্নুর বলে। তাই তাফসীরকার ইমামগণের কারো কারো মতে, আলোচ্য আয়াতে তান্নুর অর্থ ভূ-পৃষ্ঠ। সমগ্র ভূ-পৃষ্ঠে ফাটল সৃষ্টি হয়ে পানি উথলে উঠছিল। আবার কেউ কেউ বলেন, এখানে তান্নুর বলে হযরত আদম (আ)-এর রুটি পাকানো তন্দুরকে বুঝানো হয়েছে, যা সিরিয়ার আইনে আরদাহ নামক স্থানে অবস্থিত। উক্ত তন্দুরের ভেতর থেকেই সর্বপ্রথম পানি উঠতে শুরু করেছিল। কেউ কেউ বলেন, এখানে হযরত নূহ (আ)-এর তন্দুরকে বুঝানো হয়েছে যা কূফা শহরের এক প্রান্তে অবস্থিত ছিল।

ইমাম শা'বী (আ) কসম করে বলেছেন যে, উক্ত তন্দুর কূফা শহরের এক প্রান্তে অবস্থিত ছিল। কূফার বর্তমান মসজিদের মধ্যবর্তী স্থানে হযরত নূহ (আ) তাঁর নৌকা তৈরী করেছিলেন। আর তন্দুর ছিল ঐ মসজিদের প্রবেশ দ্বার।

www.amarboi.org

সত্য প্রচারের মহানায়ক, আদমে সানী বা দ্বিতীয় আদম নামে খ্যাত, আল্লাহ্‌র নবী হযরত নূহ (আ) অক্লান্ত পরিশ্রম করে, অপরিসীম ত্যাগ তিতিক্ষা সহ্য করে এবং ধৈর্যের চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করে সাড়ে নয়শত বছর পর্যন্ত তার কাওমের লোকদেরকে দ্বীনের দাওয়াত, সত্যের দাওয়াত দিয়েছিলেন। কিন্তু মুষ্টিমেয় কিছু লোক ব্যতীত তাঁর কাওমের হতভাগা লোকেরা তাঁর দাওয়াত কবুল করে নাই। ফলে আল্লাহ্ তা'আলা মহাপ্লাবনের মাধ্যমে সেই অবিশ্বাসী কাফের সম্প্রদায়কে ধ্বংস করে দেন। আর এই কাফের সম্প্রদায়ের মধ্যে স্বয়ং নবী পত্নী এবং নবী পুত্র কেন'আনও ছিল। আর নূহ (আ) এবং তাঁর অনুসারী ঈমানদারদেরকে এই মহাপ্লাবন থেকে বিশ্বস্রষ্টা, মহান আল্লাহ্ তা'আলা রক্ষা করে সত্যের চূড়ান্ত বিজয় দান করেছেন। নবী পুত্র এবং পত্নীকেও কাফেরদের দলভুক্ত হওয়ায় ধ্বংস করে দিয়ে আল্লাহ্ তা'আলা সমস্ত মানবমণ্ডলীকে বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, প্রত্যেকের নাজাতের ব্যবস্থা নিজেকেই করতে হবে। কারো দোহাই দিয়ে কেউ পরকালে মুক্তি পাওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই। সত্যের উপর, ঈমানের উপর অটল অবিচল না থেকে অমুক পীরের অনুসারী হয়ে, অমুক বুজুর্গের ছেলে সন্তান হয়ে পরকালে নাজাত পাওয়া সম্ভব নয়। যেমনিভাবে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পায় নাই নবীর স্ত্রী ও পুত্রগণও।

আলোচনার প্রান্তঃসীমায় এসে আমি বলতে চাই, সত্য-মিথ্যার দ্বন্দ্ব চিরন্তন। আর এই চিরন্তন দ্বন্দ্বে চূড়ান্ত বিজয় এবং সফলতা লাভ করে থাকে সত্যের অনুসারী, ঈমানদার এবং আল্লাহ্ প্রেমিকরাই। ইতিহাস এই সত্যের সোনালী সাক্ষ্য বহন করে যাচ্ছে যুগ যুগ ধরে। পৃথিবীর প্রথম মানব এবং নবী হযরত আদম (আ) থেকে শুরু করে শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা) পর্যন্ত সমস্ত নবী-রাসূলগণই নিজ নিজ জাতির লোকদেরকে তাওহীদ তথা আল্লাহ্‌র একত্ববাদের দিকে আহ্বান জানিয়েছিলেন। কিন্তু প্রত্যেক জাতির অধিকাংশ লোকই আল্লাহ্‌র একত্ববাদকে অস্বীকার করে নবী রাসূলগণের উপর বিভিন্ন ধরনের অত্যাচার নির্যাতন শুরু করে। ফলে আল্লাহ্ তা'আলা ঐসব অবিশ্বাসী খোদাদ্রোহী সম্প্রদায়কে বিভিন্ন আযাব এবং গজবের মাধ্যমে

www.amarboi.org

ধ্বংসের অতল গহ্বরে নিমজ্জিত করে চির অভিশপ্ত করেছেন। আর সত্যের অনুসারীদেরকে বিভিন্ন ধরনের আযাব থেকে রক্ষা করে সত্যের চূড়ান্ত বিজয় দান করেছেন। আলোচ্য গ্রন্থে উল্লিখিত ঐসব ঘটনাবলী থেকে আমরা এই শিক্ষাই লাভ করতে পারি যে, সত্যের বিরোধিতা করে অতীতের কোনো জাতি যেমনিভাবে সফলতা লাভ করতে সক্ষম হয় নাই তেমনিভাবে ভবিষ্যতেও সক্ষম হবে না। পাশাপাশি সত্যের অনুসারীদের উপর যে অত্যাচার নির্যাতন আসে তা যদি ধৈর্যের সাথে মোকাবিলা করতে সক্ষম হয়, তাহলে চূড়ান্ত বিজয় তাদের হাতেই ধরা দিবে। এজন্য সর্বাবস্থায় তাদেরকে সত্যের উপর অটল অবিচল থাকতে হবে। মহান আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের সবাইকে সত্যের অনুসরণে আমৃত্যু অটল অবিচল থাকার তাওফীক দান করুন। আমীন। ❑

www.amarboi.org

ISBN 984-300-007063-6